# অপূর্ব্ব বিচার।



শ্রীরমানাথ মিত্র কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা

১১৯ নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, বানার্জি প্রেস হইতে

জে, এন্, বানার্জি এণ্ড সন্ দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৫৪।

# উৎসর্গ পত্র।

---

প্রাণে প্রাণে গাঁথা ছিলাম—কত প্রাণের কথা; তখন প্রতি কথা সঙ্গীতের মত হৃদয়ে গাঁথা থাকিত। আজ তুমি স্বর্গগতা—স্বর্গীয় সঙ্গীত-পরিবৃতা; আমি নিম্নগামী সংসারী। মৃত্যুতেও যদি সে বন্ধন না শেষ হইয়া থাকে, সে বাল্যপ্রীতি যদি না ভুলিয়া থাক, যে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থাতে পড়িয়া একদিন কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, আমার সেই আদরের বস্তু তোমাকে উৎসর্গ করিলাম, স্বর্গের মহিমামধ্য হইতেও একবার দেখিও। প্রাণের কথা আর কি প্রাণে বাজিবে না?

---

# ভূমিকা।

পাশ্চাত্য মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত Measure for Measure নামক নাটকখানিই এই ক্ষুদ্র নাটক গ্রন্থের ভিত্তি। ইহা একরূপ অনুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনুবাদ বলিতেও সাহস করি না; কারণ গল্পটীকে বাঙ্গালা সমাজের ও বাঙ্গালা ভাষার গঠনে গঠিত করিতে অনেক স্থল পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কেবল মহাকবির কবিত্ব ও মাধুর্য্য সংরক্ষণ করিতে যত্নের ক্রটি করি নাই। এ উদ্দেশ্য সাধনে যে কৃত-মনোরথ হইব আমার আশাতীত। কেবল আশামাত্রে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্য সমাজে এ গ্রন্থ প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা এই মাত্র, পাশ্চাত্য মহাকবির আশ্রয়ে সযত্নে একখানি ক্ষুদ্র নাটক গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গসাহিত্য-প্রিয় মহোদয়গণের মনোরঞ্জন করিব। এ আশাও বহুদূরগামী। তবে যদি মহতের আশ্রয় হেতু এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ সহৃদয় পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলে সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এ গ্রন্থে একটী ক্রটি হইয়া গিয়াছে। নাটকের সকল চরিত্রেরই বাঙ্গালা নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ দেশের কোন স্থান বিশেষের উল্লেখ করা হয় নাই। রাজা আছেন, তাঁহার রাজ্যও আছে; কিন্তু রাজ্যের নাম নাই। তাহার কারণ পাঠক মহাশয়ের গ্রাহ্য হইবে কি? কারণ এই মাত্র, মহাকবি তাঁহার গ্রন্থে ধর্ম্মহীন বিদ্যালোচনা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষময় ফল স্বরূপ অসতীত্বে সর্ব্বথা কলঙ্কিত কোন পাশ্চাত্য সমাজই

চিত্রিত করিয়াছেন। এ কলঙ্কে পবিত্র আর্য্যভূমির কোন স্থান, কোন সমাজ 'মনে জ্ঞানে' চিত্রিত করিতে পারিলাম না। এতজ্জনিত অপরাধ পাঠক মহাশয় মার্জ্জনা করিবেন। এ বিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারি, যদি আমাদিগের আর্য্যভূমির কোন স্থান, কোন সমাজের এরূপ চিত্র পাঠক মহাশয় দেখিয়া থাকেন, সেই স্থান ও সেই সমাজ মনে রাখিয়া এ ক্ষুদ্র নাটক পাঠ করিলে ত্রুটির লাঘব হইতে পারে ইতি।

কলিকাতা
১লা মাঘ, সংবৎ ১৯৫৪। } শ্রীরমানাথ মিত্র।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

| | |
|---|---|
| বিক্রমাজিৎ | রাজা |
| ধর্ম্মরাজ | রাজপ্রতিনিধি |
| সুদ[illegible] | বৃদ্ধ সভাসদ্ |
| জগৎ | জনৈক যুবক |
| রাধানাথ | বাজে ফোকোড় |
| অপর দুইটী ভদ্রলোক | |
| কারারক্ষক | |
| ব্রহ্মানন্দ, সিদ্ধনাথ | দুইজন সন্ন্যাসী |
| গদাই | প্রহরী |
| কেনারাম | নিরীহ বৃদ্ধ |
| শ্যামচাঁদ | বিলাসিনীর ভৃত্য |
| গিরিশিখর | জহ্লাদ |
| শ্রীনন্দদুলাল | জনৈক কারারুদ্ধ ব্যক্তি |
| হেমলতা | জগতের ভগ্নী |
| ইন্দুমতী | ধর্ম্মরাজের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী |
| সরোজা | জগতের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী |
| ভৈরবী | |
| বিলাসিনী | জনৈক প্রৌঢ়া বেশ্যা |

সভাসদ্গণ, কর্ম্মচারী ও নাগরিকগণ, ভিখারী বালক এবং ভৃত্যগণ।

# অপূর্ব্ব বিচার।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য—রাজবাটীর এক কক্ষ।

(রাজা, সুদর্শন, সভাসদ ও অমাত্যগণের প্রবেশ।)

রাজা। সুদর্শন!

সুদর্শন। মহারাজ!

রাজা। রাজনীতি শিক্ষাদান তোমা সম জনে,
ঘনদল গর্ব্ব মাত্র ঘন গরজনে
বরষিতে বারিবিন্দু সাগর সলিলে;
অথবা তারকা যথা তপন কিরণে
নিষ্প্রভা সে বিদ্যা মম তোমার সমীপে;
কি আছে অভাব তবে বরিবারে তোমা
যে আসনে করিনু বাসনা? মহতের
উপযুক্ত চরিত্র তোমার, সুবিদিত
প্রজার প্রকৃতি তব, রীতি, সুশাসন
নীতি, রাজবিধিমত, সম্ভবে যতেক
প্রবীণ সুবিজ্ঞ জনে বহু-দরশনে।

নানাগুণ অলঙ্কার তব—কার্য্যে এবে
এ সবের দাও পরিচয়। হের হেথা
নিয়োগ-পত্রিকা। কর সুশৃঙ্খলে নিজ
কার্য্য সমাধান।—যাও ত্বরা করি, বল
মন্ত্রীবরে আসিতে ত্বরায় মম পাশে।

[ ভৃত্যের প্রস্থান।

এবে নানা বিচারিয়া মনে
করিয়াছি স্থির, ধর্ম্মরাজে বসাইব
প্রতিনিধি পদে, সমর্পিব তার করে
সুজন পালন ভার, দুর্জ্জন শাসন,
সমর্পিব যত কিছু রাজ শক্তি তার।
কিবা মনে লয় তব, কেমনে করিবে
মন্ত্রী প্রজার পালন ?

সুদর্শন। এ রাজ্যেতে যদি
রাজ-সিংহাসন, রাজার সম্মান যোগ্য
থাকে অন্য কেহ, তবে দেব এক মাত্র
মন্ত্রী ধর্ম্মরাজ।

রাজা। আগত সচীবশ্রেষ্ঠ!

ধর্ম্মরাজ। উপস্থিত দাস, নিরত সতত প্রভু
আদেশ পালনে তব। কি আদেশ এবে
নরনাথ ?

রাজা। ধর্ম্মরাজ, তব নিরমল
সরল স্বভাবে প্রকাশ মানস-লেখা,
নির্ম্মল সরসি হৃদে চন্দ্রবিম্ব যথা

ঐশ্বর্য্য সম্পদ যেন, গুণ-আভরণ
এই দেহ, আর যত কৃপা বিধাতার,
দেখ ভাবি নহে শুধু আপনার তরে।
কেন তবে আছ বদ্ধ যেন স্বার্থ পাশে,
সদা রত নিজ তরে ধর্ম্ম সাধনায়,
অন্য জীবে কভু হায় নাহি দৃষ্টি তব!
বিধাতার করে মোরা দীপাবলী যথা,
ঘুচাতে আঁধার রাশি অপরের তরে—
বিকাশিয়া আপনার জ্ঞানের আলোক।
না বিকাশে সে আলোক যদি, কিবা ভেদ
তবে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী জনে? কর্ম্মে ক্রমে
বিকাশয়ে জ্ঞানের আলোক, নহে হেন
জ্ঞানরূপী স্বার্থ সাধনায়। কর্ম্ম মাঝে
রহে যার উদ্দেশ্য মহান,
সেই ত মহৎ জন ধার্ম্মিক প্রবর।
বিতরে কুসুম গন্ধ আমোদি ভুবন,
ঢালে চন্দ্র সুধারাশি মোহি জীব কুলে
—নহে যশ আশে, যশস্বী সে বিতরণে—
বিধির কৃপার পাত্র পুণ্যবান জীব
বিতরিবে কৃপা তাঁর সেই মত জীবে—
বিধির বিধান এই। কিন্তু ভ্রান্তিমাত্র
শিক্ষাদান তোমা সম জনে—শিক্ষালাভ
যার কাছে গৌরবের কথা।
যত্নাবধি, যতদিন রহি দেশান্তরে,

রাজপদে বসি কর প্রজার পালন।
রহিল ইচ্ছায় তব, জিহ্বাগ্রেতে সুধু,
এ রাজ্যের সবাকার জীবন মরণ।
বৃদ্ধ সুদর্শন সবার প্রধান বটে,
নিয়োগিনু তাঁরে তব সহকারী রূপে।
ধর এই নিয়োগ-পত্রিকা তব।

ধর্ম্মরাজ। শীরোধার্য্য,
নর নাথ, আদেশ তোমার। কিন্তু দেব,
শোধন করিয়া লও শতবার আর
কলুষিত দেহ মন, এ পাপ শরীরী
তবে যদি হয় প্রভু যোগ্য ও পদের।

রাজা। আর কথা কেন? বিচারিয়া নানা মত
করিলাম তব করে রাজ্য সমর্পণ;
লহ রাজ্যভার, কর প্রজার পালন।
বিলম্ব উচিত নয় মুহূর্ত্তেক মম,
বিবেচনা বিচারের নাহিক সময়;
চলিনু এখন। লিখিও তোমরা সদা
রাজ্যের সংবাদ, সময় সুবিধা আর
আবশ্যক মত আমিও লিখিব যথা
সমাচার মম। নির্ব্বিঘ্নে করহ সবে
নিজ নিজ কার্য্য সমাধান।

ধর্ম্মরাজ। মহারাজ,
অনুমতি দেহ দাসে, বাঞ্ছা হৃদে, যাই
তব সনে যতদূর পাই অনুমতি।

রাজা। নাহি প্রয়োজন, শুধু বিলম্ব ঘটিবে
তায়। ভাল, আর এক কথাঃ—সঙ্কুচিত
চিতে করিবে না কোন কার্য্য! রাজশক্তি
যত মম দিয়াছি তোমায়। অপরাধী
জনে কভু করিবে দমন ক্ষমাগুণে,
দুর্জ্জনেরে কভু কঠোর শাসনে; যথা
যুক্ত মনে লয় তব, রাজনিধি যত
করিও প্রয়োগ দেশ কাল পাত্র ভেদে।
অলক্ষ্যে থাইব মনে করিনু বাসনা।
স্নেহ বটে প্রজাকুলে হেরি পুত্র সম,
নাহি ইচ্ছা হতে এক অপূর্ব্ব দর্শন,
নাহি ভাল বাসি অভ্রভেদী জয়ধ্বনি
স্তুতি তা সবার, যদিও তা ভাল বলি
রাজ কার্য্য তরে। এ সবে হৃদয় যার
হয় বিমোহিত, বিজ্ঞ বলি তারে কভু
মনে নাহি লয়। যাই এবে।

ধর্ম্মরাজ। করুণ সফল
দেবগণ, সুপ্রসন্ন বাসনা তোমার,
মহারাজ!

সুদর্শন। প্রার্থি সদা দেবকুল পাশে,
কুশলে আসিও ফিরি নিজ দেশে প্রভু!

[ রাজার প্রস্থান।

মন্ত্রীবর, পাইলাম যে কার্য্যের ভার
এখনও কিছুই আমি জানি না তাহার।

সে কার্য্যের শিক্ষা লাভ উচিত আমার।
তাই ইচ্ছা মম, পণ্ডিত প্রবর, তব
অবকাশ মত করি নানা আলোচনা
এ সব বিষয়ে।

ধর্ম্মরাজ। আমিও তেমতি অজ্ঞ
যাই সবে এবে। মিলি অন্য কোন কালে
অচিরে, করিব স্থির এসব বিষয়।

[ সকলের প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজপথ।

( রাধানাথ এবং দুইটী ভদ্রলোকের প্রবেশ। )

রাধানাথ। আমাদের রাজা যদি সন্ধি করিতে না চান তা হ'লে সকল রাজারাই আমাদের সেই মহা শত্রুর উপর পড়িবেন।

১ম ভ, লো,। ভগবান আমায় সকল সুখ দিন; কিন্তু ওরকম রাজ্য সুখটী যেন না দেন।

২য় ভ, লো,। আমার ও ভাই তাই প্রার্থনা।

রাধানাথ। তোমরা যে আজকালের চৈতন্যবাদীদের মত করলে দেখছি। ধর্ম্মোপদেশের সারভাগ ত সকলই গ্রহণ হ'ল, কিন্তু একটীর বেলায় মোহা গোলযোগ।

২য়। কিসের বেলায় হে?

রাধানাথ। পরদারেষু মাতৃবৎ।

২য়। ঐটি বল্লেই বাবাজীদের কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান।

রাধানাথ। হবে না কেন ভায়া? আপাততঃ যে বড়ই মধুর। পরিণাম আর ভেবে কে মাথা ঘোরায়। কিন্তু ভায়া নেড়া নেড়ী থেকে বরাবরই দেখনা কেন, যেখানেই প্রেমের ছড়াছড়ি সেই খানেই পিরীতের ঢলাঢলি, জগন্নাথের ছত্র, সব একাকার। বিশ্বব্যেপেই এই ব্যাপার।

২য়। প্রেমবন্ধন নইলে কি সমাজে বন্ধন হয়? তাইত আমাদের মধ্যে বন্ধন নাই। পরদার যদি মাতৃবৎ হল, তাহ'লেত সকলের সঙ্গে সকলের পিতা পুত্র সম্বন্ধ। অশ্লীল! অশ্লীল। তোমার গৃহিণীর সঙ্গে আমার একটা প্রেম-ভাব হবে, একটা বিশেষ রকম নেড়া নেড়ীর পবিত্র ভাগিনী ভাব হবে, তবে ত সমাজে সব ভাই ভগিনী হে!

রাধানাথ। ভায়া কাজ নেই তোমার ভাই হয়ে; আর তোমার চৈতন্যের কৃপায় আমার তিনিও হাতে নো দিয়ে ভাইহীনা হয়েই থাকুন!

২য়। এ কথা শুন্‌লে কানে অঙ্গুলি প্রদান ত কর্ত্তেই হবে।

১ম। আমি কাকেও কানে আঙ্গুল দিতে দেখিনি।

২য়। তা হলে তুমি ভায়াদের ভজন শোন নি।

১ম। না! হাজার হাজার বার।

২য়। ক্রন্দনে না সঙ্গীতে?

রাধানাথ। না, ললিত লবঙ্গলতা বামাকণ্ঠনাদে!

১ম। সঙ্গীতে হোক, ক্রন্দনে হোক, বামাকণ্ঠে হোক ভজনা ভজনাই আছে।

রাধানাথ। যেমন নয়ন মুদে ঢলিয়াই পড়, আর ভজনাই কর, তুমি যে অজ সেই অজই আছ।

১ম। রাধানাথ দাদা তফাৎ অতি অল্প মাত্রই।

রাধানাথ। যা তফাৎ আদায় আর কাঁচকলায়।

৫ম। তুমি না হয় আদা অপচারের বন্ধু, আমি না হয় কাঁচারম্ভা শুদ্ধাচারীর সহায়। কেমন ঠিক উপমা হয়েছে ত?

রাধানাথ। মহাকবি কালিদাস তুমি, তোমার উপমা আবার ঠিক হবে না। শুদ্ধাচারীর সহায় কেন স্বয়ং শুদ্ধাচার মূর্ত্তিমান। তবু যদি ভায়া পঞ্চ মকারে ভিতর না ফোঁপরা হ'ত। গুণের আর বর্ণনা করব কত?

'ভাল ভাল' ইতি মত্বা যযৌ কালোর্মাতরং

ত্বমসি মে সুতৈঃ সহ দদৌ সা ইতি উত্তরং।

১ম। ঐ দোষটি যদি ছেড়ে দাও, তা হলে আর আমার কি দোষ আছে ভাই?

রাধানাথ। না, আর কি দোষ? বলে

সকল দুঃখ ঘুচেছে আমার, সুধু অন্ন বস্ত্র নাই,

দোষের মধ্যে একটা দোষ, পাড়ার ঝি বৌ পানে চাই।

পেছন ফিরে দেখহে, রূপের ছটায় পথ আলো করে আসচে। ওর ঘরে গিয়েই ত তোমার এই ব্যায়রাম গুলোর সূত্রপাত।

১ম। তা মনে কর না ব্যায়রাম সুধু আমারই আছে। আমারও যেমন, আর সেই—

২য়। সেইটা কে হে?

রাধানাথ। তা আর বোঝনা গাঁয়ের মোড়ল বড় কর্ত্তা।

২য়। প্রতিনিধি? না না।

রাধানাথ। থামনা কত অমন প্রতিনিধি দেখেছি। সে দিন অত বড় এক নাচের মজলিসে এক কর্ত্তা এক নটীর গালে দশনটাই বসিয়ে দিলেন। আবার একটা কুকী মাগিকে নিয়ে কত কাণ্ডই হ'ল।

১ম। ওরকম অসংখ্য ব্যাপার রোজ হচ্চে। তা আমি সুধু ওদের দোষ দিই না। নরম মাটী পেলেই বিড়ালে আঁচড়ায়, শক্ত মাটীতে কি আর ঘেঁসতে পারে? তাতে আবার কর্ত্তাদের পয়সার ভাবনা নেই, মাস ফিরলেই এত হাজার।

২য়। আরও কিছু বেশী।

রাধানাথ। আর বেশী এই ঘেঁচি কড়িটী।

[ টাকে হাত বুলাইয়া। ]

১ম। তুমি কেবল আমারই ব্যায়রাম হতে দেখ। আমার শরীর এখন পরিষ্কার ঝর্ঝর করচে।

রাধানাথ। ঝর্ঝর যা করচে, যেন ঘুনধরা বাঁশখানি। হবে না; বদমাইশিতে যে তোমায় একেবারেই খেয়েছে; হাড়-গুলি পর্য্যন্ত ফোঁপরা করে দিয়েছে।

[ বিলাসিনীর প্রবেশ।

[illegible] কি ব্যাপার পরিব্রাজ, তোমার না কি সব অসুখ হয়েছিল? কেমন আছ?

বিলাসিনী। আহা! আহা! ওদিকে একটা বাবুকে ধরে বেঁধে কারাগারে নিয়ে গেল। দেখগে, দেখগে, বড় ভাল

লোক গো, বড় ভাল লোক। তোমাদের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

২য়। কে এমন লোকটা গো?

বিলাসিনী। জগৎ বাবু গো জগৎ বাবু!

১ম। জগৎ বাবু কারাগারে? না না।

বিলাসিনী। না না বড় নয়। আমি দেখলুম, তাকে ধরলে, তাকে বাঁধলে, তাকে নিয়ে গেল। আবার তিন দিনের মধ্যে তার মাথাটী কাটা যাবে।

রাধানাথ। খেয়াল দেখছ না ত? আমার ত বিশ্বাস হয় না। তুমি কি ঠিক জান?

বিলাসিনী। আমি খুব ঠিক জানি। এক সতী সাবিত্রীর তাঁর দ্বারা ছেলে হয়ে পড়েছে, তাই এত ঘটেছে।

রাধানাথ। দেখ, তা হতেও পারে। ঘণ্টা দুই আগে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা করবার কথাছিল। কথার বেঠিক হবার লোকত সে নয়।

২। তাও বটে, আমিও যেন এই রকমের কি একটা কথা শুনেছিলাম।

১। ঠিক ঠিক রাধানাথ ভায়া, এই রকমের একটা কথা রটেচেও বটে।

রাধানাথ। এখন এস দেখি, সত্য মিথ্যা জানা যাক্।

[ রাধানাথ ও ভদ্রলোকদ্বয়ের প্রস্থান।

বিলাসিনী। আমার আর কি? বলে,

সকল ব্রত কল্লে যশী
বাকি আছে ভীম একাদশী।

তেতালা থেকে ত গোলপাতার কুঁড়েয় এসে ঠেকেছি; কারাগারটাই বা বাকি থাকে কেন? তাই বা আমার ভয় কেন? আমার ত আর সতী সাধ্বীর গুপ্ত প্রেম নয়, খোলাখুলি প্রেম, জাত ব্যবসা।

[ শ্যামচাঁদের প্রবেশ।

কি শ্যামচাঁদ খপর কি?

শ্যামচাঁদ। ওদিকে একজন বাবুকে ধরে নিয়ে গেল।

বিলাসিনী। কেন করেছে কি?

শ্যামচাঁদ। মেয়ে মানুষের কাণ্ড। আর কি?

বিলাসিনী। তার সঙ্গে একটা কচি ছেলে আর একটা মেয়ে মানুষ রয়েছে না?

শ্যামচাঁদ। মেয়েটা বেশ ভাসা বয়সের বটে। ছেলে ত কৈ প্রকাশ্যে দেখলাম না; তবে স্বগত থাকতে পারে। এদিকে রাজার কি হুকুম বেরিয়েছে শোন নি?

বিলাসিনী। কি হুকুম রে?

শ্যামচাঁদ। সহরের চারি ধারে যত [illegible] ঘর আছে, সব ভেঙ্গে ফেলবে।

বিলাসিনী। আর সহরের ভিতরে যারা আছে?

শ্যামচাঁদ। তাঁরা গোঁসাই ঠাক্রুণ, বীজধান রইলেন। সহরের অনেক বড় লোক তাঁদের হ'য়ে ঢের লড়ে তাঁদের রক্ষা করেচেন। সহর গুলজার চাইত।

বিলাসিনী। তা হলে গরীবদের কুঁড়ে গুলিই ভেঙ্গে ফেলচে।

শ্যামচাঁদ। একেবারে ভূমিসাৎ।

বিলাসিনী। তাই ত, এ যে কলি উল্টলো দেখচি তা হলে শ্যামচাঁদ আমার কি হবে বল দেখি ?

শ্যামচাঁদ। ভয় কি ? গুরুমশাই ভাল হলে তার কি আর পোড়োর অভাব থাকে ? চতুষ্পাঠীর ঘরটাই না হয় বদল হবে, তা বলে চতুষ্পাঠীত উঠাতে পারা যায় না। সাহস, সাহস, ধৈর্য্যং ; সাহসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, বাবুদের অবশ্য বিবেচনা হবে ; বিশেষ এই কাজেই তোমার চোখ ক্ষোরে গেল।

বিলাসিনী। দেখ এখন, কত বাবুকে ত বুকে পিঠে করে মানুষ করে দিয়েছি।

শ্যামচাঁদ। সুধু মানুষ করেছ, পশুজন্ম ঘুচিয়ে দিয়েছ।

বিলাসিনী। চল এখন। এখানে থেকে আর কি হবে।

শ্যামচাঁদ। ঐ জগৎ বাবুকে নিয়ে আসচে, আর ঐ সেই স্ত্রীলোকটী।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( কারারক্ষক, জগৎ, সরোজা, ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর প্রবেশ )।

জগৎ। বৃথা কেন লজ্জা দাও আর ? লয়ে চল
কারাগারে, পাইয়াছ আদেশ যেমন।

কারারক্ষক। মম অপরাধ নহে মহাশয়। দিলা
বিশেষ আদেশ ধর্ম্মরাজ আমাপ্রতি,
তাই হেন কার্য্য মম।

জগৎ। ইন্দ্রত্বে বসিয়া
আজ নর-অবতার, অতুল প্রভাবে
করে অতুল শাসন ; নিজ ভাগ্য দোষে
মরে আভাগা মানব। অখণ্ড বচন

বিধাতার—পাবে যেবা করুণা তাঁহার,
করুণার যোগ্য সেই জন ; বঞ্চিত যে,
কার সাধ্য খণ্ডে বল তার ভাগ্য দোষ !
তথাপি বলিতে হবে ন্যায় মূর্ত্তিমান !
কেবা নহে অপরাধী এই অপরাধে ?
মরণ সুধুই হায় অভাগার ভালে !

রাধানাথ। একি জগৎ বাবু এ বন্ধনের কারণ কি ?

জগৎ। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, পরম রতন !

রাধানাথ। স্বাধীনতায় আপনার শাস্তি কেন ?

জগৎ। জানই ত ভাই, আকণ্ঠ ভক্ষণ পরে
পরিণাম উপবাস তার। অমৃতও
বিষসম আকণ্ঠ ভক্ষণে। নাহি দেখি
কিবা পুরোভাগে, পাপ তৃষা অন্ধ নর
ধায়, মৃগ যথা মরীচিকা ভ্রমে,
সাক্ষাৎ শমন যেথা রহে প্রতীক্ষায়।

রাধানাথ। কয়েদে থাকলে কি এমনি জ্ঞানের কথা বেরয় ? তা হলে না হয় আমিও আমার পাওনাদারদের বলে পাঠাই। কিন্তু তা হলেত এমন ফূর্ত্তি টুকু হবে না। বেঁচে থাকতে হলে যেমন জ্ঞানটুকু চাই, তেমনি ফূর্ত্তিটুকুও চাই। যা হোক আপনার দোষটা কি ?

জগৎ। বলেও আমার বুঝি দোষী হ'তে হয়।

রাধানাথ। হত্যাকাণ্ড না কি ?

জগৎ। না।

রাধানাথ। লাম্পট্য গোছ কিছু ?

জগৎ। সেই রকমই বটে।

কারারক্ষ। চলুন মশাই, অধিকক্ষণ দাঁড়াবার আদেশ নেই।

জগৎ। এক কথা, প্রিয় বন্ধু।

রাধানাথ। শত কথা ভাই, যদি তোমার কোন উপকার হয়। লাম্পট্য এমনি কি ভয়ানক দোষ ?

জগৎ। অভাগা অদৃষ্টে এমনি সে দোষ বটে।
সরোজ আমার যথার্থই মন প্রাণ
সঁপেছে আমায়, আমিও সঁপেছি তায়।
জান তুমি তারে, ধর্ম্মতঃ সে পত্নী মম,
অভাব কেবল বাহ্য সামাজিক রীতি।
তাহারও কারণ শুন,—যৌতুক স্বরূপ
কিছু আছে সরোজার, কিন্তু বন্ধুজন
করে তার। মোদের মিলন যদি হয়
প্রকাশিত এ সময়ে, হবে সে বঞ্চিতা
সেই ধনে। ভেবেছিনু কালে বন্ধুগণ
যবে তারে দিবে অনুমতি এ বিবাহে,
করিব বিবাহ যথা সমাজের রীতি।
কিন্তু সরোজার অঙ্কে আজ লিখিত সে
গুপ্ত প্রেম-কথা হায় সুস্পষ্ট অক্ষরে,
নাহি সাধ্য মানবের মুছিবারে তায়।

রাধানাথ। গর্ভবতী না কি ?

জগৎ। নব প্রতিনিধি বসেছেন রাজপদে ;
অন্ধকূপ হ'তে আসি মার্ত্তণ্ড প্রভায়

গিয়াছে ঝলসি আঁখি। নব অশ্বারোহী
বসি মহা দর্পভরে অশ্বপৃষ্ঠে, করে
নানা উৎপীড়ন তায়, দেখাতে অভাগা
জীবে দক্ষতা তাহার ; তাই প্রজাকুল
প্রতি এত অত্যাচার। নীচ হতে উচ্চ
পদে বসিলে মানব হারায় নয়ন ;
কিম্বা অত্যাচার হবে রাজার লক্ষণ।
আছিল মুদিয়া আঁখি যেই রাজবিধি,
দ্বাদশ রাশিতে সূর্য্য করি পদার্পণ
আইল ফিরিয়া কত বার, খুলিল না
আঁখি, উঠালে জাগায়ে তায় আজ ধর্ম্ম
মূর্ত্তিমান অভাগার মৃত্যু তরে, সুধু
যশ-কীর্ত্তি তার ভাল রাখিতে জগতে
মম প্রাণ বিনিময়ে।

রাধানাথ। তা বৈ আর কি। এ হলে দেখ্‌ছি একটা সামান্য দাসী চাকরাণীতেও এক জন ভদ্রলোকের মাথা কেটে নিতে পারে। তা হ'লে ত এ রাজ্যের প্রায় সকলেরই মাথা পদ্ম পাতায় জলের মতন আলগোছা ধড়ের উপর বসান রয়েছে। কাণ্ড ত কতই হচ্চে রাজ্যময়, সকলই গুপ্ত। এত সর্ব্বনাশের নিয়ম। মহারাজের নিকট লোক পাঠালে হয় না ?

জগৎ। পাঠায়েছি বটে,
কিন্তু কেহ নাহি পায় সন্ধান তাঁহার।
এবে এক কথা মম রাখি মিত্রবর
বাঁচাও জীবন। আছে শিবালয় এক

নগরের পূর্ব্বদিকে ক্রোশ দুই দূরে,
দেখিবে তথায় তুমি সন্ন্যাসিনী বেশে
করে শিবপূজা এক সুরূপা কামিনী
দিবস রজনী। সেই ভগিনী আমার।
যাও তুমি তার কাছে, বল তারে ভাই
বিপদের কথা মম; ধরি মোর নাম
বল তারে বারে বারে করিয়া মিনতি,
যায় যেন ধর্ম্মরাজ পাশে কৌশলে বা
ছলে মোরে করিতে উদ্ধার। তারই করে
জীবনের আশা মম। আশা এক মাত্র,—
যৌবন সুষমা তার। সে কান্তির কাছে
কোন্ সে অচল নাহি হয় দ্রবীভূত?
অতুল তাহার তাহে বাক্যের কৌশল।
ভুলিবে কথায় তার নব প্রতিনিধি,
ছার ধর্ম্মরাজ সেই সামান্য মানব।

রাধানাথ। আহা তাই যেন হয়। তা হ'লে আপনার জীবনও রক্ষা হয় আর লোকেরও একটু সাহস হয়। এ লঘু-পাপে আপনার এ রকম গুরু দণ্ড হ'লে আমি ভারি দুঃখিত হব। আমি এখনি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

জগৎ। যাও ত্বরা করি, বাঁচাও জীবন ভাই।

রাধানাথ। আমি দুই ঘণ্টার মধ্যেই ফির্‌ব।

জগৎ। এস হে প্রহরী।

[ প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য—তপোবন।

রাজা ও ব্রহ্মানন্দ।

রাজা। পারে কি বিঁধিতে কভু তুঙ্গবক্ষ, দেব,
কোমল কুসুম শরে? তবে যে প্রার্থনা
মম অজ্ঞাত নিবাস এ আশ্রমে, ভিন্ন
অভিপ্রায় তার, নহে প্রেমের পীড়ন।

ব্রহ্মানন্দ। কিবা সে উদ্দেশ্য তবে?

রাজা। গুরুদেব, নাহি
অবিদিত তব, কত ভালবাসি আমি
নিভৃত নিবাস। অনিচ্ছায় সুধু রহি
জন মাঝে, যথা অলীক ঐশ্বর্য্য ধন
যৌবন প্রমাদ সদা নাচায় মানবে।
তাই কঠোর ধরমাচারী জিতেন্দ্রিয়
মম মন্ত্রী ধর্ম্মরাজে দিয়া রাজ্য ভার
প্রভূত ক্ষমতা, তীর্থ পর্য্যটন ভাণে
আইনু অলক্ষ্যে হেথা।

ব্রহ্মানন্দ। অলক্ষ্যে কি হেতু?

রাজা। বিদ্যার উন্নতি সনে ধর্ম্ম-অবনতি
হেরি রাজ্যে মম। ভিন্নরুচি প্রজাকুল
বিদ্যার প্রভায়, ফেলি দূরে রত্নরাজি
সযতনে লইল আদরে বিষসম
স্বাধীনতা। আজ স্বাধীন যুবক কুল,
স্বাধীনা যুবতী, পদতলে দলে সবে

উপদেশ-বাণী ; স্বাধীন আনন্দে মত্ত,
মত্ত যুবাকুল, স্বাধীন প্রেমের রঙ্গে
প্রমত্তা যুবতী—পুত্র কন্যা নহে আর
পিতার অধীন, মূর্খ বলি হাস্যাস্পদ
পুত্র কন্যা পাশে পিতা মাতা, অন্য গুরু
কোন্ কথা। বিষময় পরিণাম তার ;
যে রাজ্য আমার সতীত্বের পরিচয়
স্থান, আজ প্রতি পথে প্রতি গৃহে তার
পৈশাচিক বেশ্যাবৃত্তি ! কেন বা না হবে,
যুবতী রমণী যবে বিচ্ছিন্নবন্ধনে ?
ধর্ম্ম বিনা বিদ্যা শুধু পারে কি রোধিতে
মদনের অব্যর্থ শায়কে ; বিশেষতঃ
নারীকুল স্বভাবে দুর্ব্বল, তাহে নানা
প্রলোভন মাঝে ? ঘোর অমঙ্গল দেব
হেরি রাজ্যে মম। এ হ'তেই ঘটে সব
ধর্ম্মের বিনাশ, ছার খার হয় রাজ্য !

ব্রহ্মানন্দ। প্রতিকার এত দিন ছিল ত উচিত ?

রাজা। প্রতিকার তরে তার বহু দিন হ'ল
করেছিনু কঠোর নিয়ম কতগুলি ;
কিন্তু ছিল সুপ্ত এত দিন, হীনতেজ
সিংহ যথা বার্দ্ধক্যের বশে রহে পড়ি
আঁধার গহ্বরে। এক কালে রহে যাহা
ভয়ের কারণ, কালে তাই বালকের
সাধের খেলনা। সেই মত আজ এই

নিয়ম যতেক মম প্রজাকুল করে।
প্রশ্রয় দানিলে কোথা শাসনের ভয় ?
শিশু করয়ে প্রহার জননীরে। ভক্তি
ভয় নাহি পায় স্থান যথায় প্রশ্রয়।

ব্রহ্মানন্দ। এক তোমার ইচ্ছায়, নরনাথ, ভক্তি
ভয় প্রশ্রয় সকলি সম্ভবে। কি কাজ
তবে সমর্পিতে মন্ত্রী-করে রাজ্য-ভার ?
তাহতে তোমার করে এ নিয়মচয়
তব রাজ্যে হ'ত আরো ভয়ের কারণ।

রাজা। আমি যবে প্রজাগণে দিয়াছি প্রশ্রয়
নাহি দিনু শাস্তি কভু অপরাধী জনে,
আমারই সে দোষে হেন কঠোর শাসন,
বিশেষতঃ নিজ করে ঘোর অত্যাচার।
তাই মম ধর্ম্মরাজে দিনু রাজ্যভার ;
রহি অন্তরালে মোর করিবে শাসন
অপরাধী জনে যথা রাজ্যের নিয়ম।
তোমার আশ্রমে রহি বাসনা আমার,
দেখিব সতত, কেমনে করিছে মন্ত্রী
রাজ্যের পালন। তাই এ প্রার্থনা মম,
অজ্ঞাতে রহিব তব শিষ্য বেশে, যেন
ঘুণাক্ষরে কেহ নাহি পায় পরিচয়।
নিবেদিব যথাকালে অন্য যে কারণ।
এই মাত্র এবে ;—বড় ন্যায় পরায়ণ
জানি ধর্ম্মরাজে ; কাম ক্রোধ রিপু যত

নাহি পায় স্থান কভু হৃদয়ে তাহার,
মৃত বা জীবিত নাহি দেখে ভেদাভেদ,
দারিদ্র্য বা রাজভোগে সমজ্ঞান তার।
তাই ইচ্ছা দেখিবারে, যদি ক্ষমতায়
দুর্ব্বল হৃদয় নর ধরে ভিন্ন ভাব।

---

## চতুর্থ দৃশ্য—শিবের মন্দির।

হেমলতা ও ভৈরবী।

হেমলতা। পঞ্চবর্ষ ভূমিশয্যা, ফলমূলাহার,
হেরিব না পঞ্চবর্ষ পুরুষের মুখ,
পরিধান হবে গৈরিক বসন। দেবি,
এ হ'তে কঠোর কিছু নাহি কি এ ব্রতে ?

ভৈরবী। বলেছি ত বৎসে, এ কোমল দেহে তব
এ নব বয়সে নাহি সাজে কভু হেন
কঠিন সাধনা। কায়মনে বহুদিন
ধরি করিয়াছ শিবপূজা। যাও ফিরি
সংসার আশ্রমে। করি আশীর্ব্বাদ, কর
শিবতুল্য পতি লাভ, হও পতি সনে
চির সুখী এ জীবনে!

হেমলতা। কঠোর না মানি
মাতঃ, এ ব্রত সাধনা। পরদার পতি
যদি করয়ে গ্রহণ, নারীর জীবনে
তা হ'তে কি ক্লেশকর এই ব্রতাচার?
করিয়াছি পণ, কুলটা পরশে কভু
নহে যার দেহ কলঙ্কিত, হেন জন
বিনা এ জীবনে অন্য কারে করিব না
পতিত্বে বরণ। কিন্তু আশার অতীত
জানি সে পণ আমার। তাই জীবনের
এক ব্রত শিবপূজা মম। বারে বারে
তাই জিজ্ঞাসি জননী, আছে কি এ হতে
আর কঠিন সাধনা।

রাধানাথ। ব্যোম্ ভোলানাথ, ব্যোম ব্যোম্, হর হর শঙ্কর।

হেমলতা। অতিথি আগত।

ভৈরবী। যাও বৎসে হেমলতা, যথা রীতি কর
তুমি অতিথি সৎকার। সন্ধ্যা পূজা কাল
সমাগত প্রায়। যাই আমি দেবগৃহে।

( রাধানাথের প্রবেশ )

রাধানাথ। হেরি অনুপম রূপ! রতি কি মানবী
বেশে আইলা এ পুরে, আঁধারি ত্রিদিবে!
( প্রণাম করিয়া প্রকাশ্যে )
বিশেষ কারণে, দেবি, আগমন মম
এ মন্দিরে। কৃপা করি, বল মোরে, কোথা

সেই সন্ন্যাসিনী হেমলতা নাম, শুনি
তাঁরই সহোদর জগৎ—আহা রে অভাগা!

হেমলতা। কেন, কেন সে অভাগা? বল ত্বরা করি।
আমিই ভগিনী তার, আমি হেমলতা
সন্ন্যাসিনী।

রাধানাথ। পাঠালেন মোরে তব পাশে,
কায়মনে করি তোমা বহু আশীর্ব্বাদ।
কি আর বলিব; তিনি কারাবদ্ধ আজ।

হেমলতা। সে কি, কারাবদ্ধ! কোন দোষে কারাগারে?

রাধানাথ। সে দোষের দোষী যেই জন, শাস্তি তার
আমার বিচারে, এক মঙ্গল কামনা।
গর্ব্ববতী জীবনের সঙ্গিনী তাহার।

হেমলতা। উচিত না হয় পরিহাস নারী সনে।

রাধানাথ। নহে পরিহাস মম! সত্য, নারী সনে
মোরা খেলি নানা খেলা, করি পরিহাস,
রসনা মোদের রহে তবে বহু দূরে
হৃদয়ের হ'তে। দেবী সম করি পূজা
তোমা হেন জনে; ত্যজি তুচ্ছ সংসারের
মায়া হেন দেহ ধরি, দেবতার সম
তুমি। পরিহাস তোমা সনে দেবী, ঘোর
পাপে পাপী আমি তবে।

হেমলতা। হেন বিদ্রূপেও
সাস জন সনে মোরে করিয়া তুলনা
প্রকৃত যে সাধু জনে কর অপমান।

রাধানাথ। নহেক বিদ্রূপ। সুধু এই কথা মম,
সহোদর তব দিলা অঙ্কে স্থান এক
প্রেমিকায় তাঁর। ভোজন করিলে যথা
স্ফীতি উদরের ; উর্ব্বর যে ভূমি, তায়
করিলে বপন বীজ, মুকুল সময়ে
করে যথা সুফল প্রদান, প্রেমিকার
পূর্ণগর্ভ দেয় তায় তেমতি সুফল,
দেয় তায় পূর্ণ তাঁর কৃষি পরিচয়।

হেমলতা। কোন্ সে রমণী গর্ব্ভবতী ? সরোজা কি,
ভগিনী আমার ?

রাধানাথ। সে কি! ভগিনী কেমনে ?

হেমলতা। সমপাঠী বিদ্যালয়ে, তাই সে ভগিনী
শৈশবের স্নেহ সম্ভাষণে।

রাধানাথ। সেই বটে।

হেমলতা। বিবাহ হউক তবে।

রাধানাথ। বিষম সে কথা।
মহারাজ গিয়াছেন গুপ্ত ভাবে চলি।
বড় ভালবাসেন আমায়। আমা সবে,
বিশেষে আমায়, দিলেন প্রবোধ নানা
আশ্বাস বচনে। শুনিলাম মন্ত্রী আদি
জনগণ মুখে, রাজ্যের প্রত্যেক কথা
বিদিত যাঁদের, বাসনার বহু দূরে
গিয়াছেন তিনি। বসি এবে তাঁর পদে
প্রভূত প্রভাবে করে রাজ্যের শাসন

মন্ত্রী ধর্ম্মরাজ। শীতল তুষার তার
দেহের শোণিত, শীত দেহ পঞ্চেন্দ্রিয়,
সহে নাই রিপুচয়-দংশন-যাতনা
কভু, বেগবতী গতি অচলা মতির
চঞ্চলা যখন ; সদা অধ্যয়ন চিন্তা
ধরমের কঠোর সাধনে হীনতেজ
দয়া মায়া তার, স্বভাবে সুতীক্ষ্ণ অতি
মানব হৃদয়ে। পরনারী সমাগম
নিবারণ তরে নব প্রতিনিধি এবে
পাইলা অন্বেষি এক কঠিন বিধান।
এত দিন ছিল সেই বিধি ; কিন্তু তাহে
প্রশ্রিত সকলে, নিদ্রাগত সিংহ পাশে
মূষিক যেমন। আজ তার তরে, হায়,
জগতের জীবন সংশয়, পণ তাঁর
করিবে না ক্ষমা কভু, শিক্ষা দিতে সবে
সমুচিত কিবা শাস্তি এই অপরাধে।
নাহি আশা আর।—তবে এক মাত্র আশা,
তুমি যদি ভগিনী তাহার, যাও ত্বরা
কৃপা করি ধর্ম্মরাজ পাশে, লও ভিক্ষা
মাগি তব ভ্রাতার জীবন। এই বার্ত্তা
কহিবারে উর্দ্ধশ্বাসে আসিলাম হেথা।

হেমলতা। হবে তার জীবন বিনাশ !

রাধানাথ। বিচারে ত
স্থির প্রাণদণ্ড তার। শুনিলাম আরও,

কারারক্ষকের প্রতি গিয়াছে আদেশ
জীবন গ্রহণ তরে।

হেমলতা। কি সাধ্য আমার
তবে বাঁচাতে তাহায়, তুচ্ছ নারী আমি ?

রাধানাথ। পরীক্ষায় দেখ যে সাধ্য আছয়ে তব।

হেমলতা। আছে সাধ্য মোর ? তাও কি সম্ভব !

রাধানাথ। কি হেতু সন্দেহ হেন ?
সন্দেহই মানবের হেরি ঘোর রিপু—
চেষ্টাতেই ভয় বাসে মনে, অকারণে
ভাসে সবে নিরাশা সাগরে, নাহি পায়
যে রতন লভ্য অনায়াসে। যাও ত্বরা
ধর্ম্মরাজ পাশে, দেখি বুঝে কি না বুঝে,
মধুমাখা কণ্ঠস্বরে বামাকুল যদি
কাতরে জানায় যত বাসনা তাদের,
মুক্তহস্ত দয়াময় ভগবান হয়ে
করে নর তাহাদের বাসনা পূরণ ;
তায় যদি অশ্রুধারা নারীর নয়নে,
হৃদয়-কপাট খুলি মরমে পরশে
রমণীর সকাতর বাণী ; সে যে দাতা
সমান ব্যথার ব্যথী, কোন সে বাসনা
তার অদেয় জগতে !

হেমলতা। দেখি তবে যথা
সাধ্য মম।

রাধানাথ। অবিলম্বে।

হেমলতা। যাব এখনই।
যাই জননীর পাশে অনুমতি তরে।
ঈশ্বর করুন সতত মঙ্গল তব!
[ রাধানাথের প্রস্থান। ]
হে করুনানিধি,
চাও অভাগিনী প্রতি করুণ-নয়নে,
তোমার কৃপায় প্রভু সকলি সম্ভবে!

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য—ধর্ম্মরাজের বাটীর এক কক্ষ

ধর্ম্মরাজ, সুদর্শন, বিচারক, কারারক্ষক, অন্য
কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ।

ধর্ম্মরাজ। দুষ্টের দমন তরে রাজ্যের নিয়ম,
মোদের উচিৎ নয় অবহেলা তায়।
জানে ত সকলে এ দোষের মহাশাস্তি—
জীবন বিনাশ। তবে কেন অপরাধী?
সুধু প্রশ্রয়ের তরে। দেখুক সকলে
পরনারী গমনের কিবা পরিণাম।

সুদর্শন। সত্য বটে। কিন্তু বেত্রাঘাতে যদি হয়
দুষ্টের দমন, বজ্রাঘাত কেন তবে ?
নাহি করি জীবন গ্রহণ তার, ইচ্ছা
মম, অন্য মতে তার হোক সুশাসন।
এই অপরাধী ভদ্রের সন্তান, জন্ম
ভদ্র বংশে। মতিভ্রম সকলের হয়।
কে বলিতে পারে "আমি ইন্দ্রিয়-বিজয়ী" ?
সময় সুবিধা আর যৌবন শোনিত,
মিলে একাধারে যদি রিপুরাজ সনে,
—বৃদ্ধের বচন, বলি বহু দরশনে—
যদিও তোমায় জানি ধর্ম্মপরায়ণ,
হেরিতে তোমারই চিতে চাঞ্চল্যের ভাব।
যে দোষেতে দেহ দণ্ড হেন, নাহি জানি,
নিজ সেই ভ্রমে কোন মত শাস্তি দানে
আপনায় করিতে দমন।

ধর্ম্মরাজ। প্রলোভনে
পড়ে ত সকলে ; অন্ধ যেবা সে কুহকে
সেই মহাপাপী। হতে পারে অপরাধী
হতে বিচারক দোষী ঘোরতর। কিন্তু
বিচারের কি দোষ তাহায় ? নির্দ্দোষী বা
দোষী জনে করুক বিচার, অপরাধ
প্রমাণ যাহার রাজদ্বারে শাস্তি তার।
বিষধর যে সময়ে পড়ে দৃষ্টিপথে
করহ প্রহার তায়। অদৃশ্য যখন

কে করে তাহার চিন্তা? আমি দোষী বলি
নহে তুচ্ছ তার দোষ। তবে এই কথা,
আমি এবে দিতেছি এ শাস্তি তায়; মম
দোষে এই বিচারেই মৃত্যু মোর হবে
স্থির। কাল মৃত্যু তার অবশ্য ঘটিবে।

সুদর্শন। তব ইচ্ছা-অনুমত হোক কার্য্য তবে।

ধর্ম্মরাজ। (কারারক্ষকের প্রতি)
কাল দিবা প্রথম প্রহরে জগতের
জীবন গ্রহণ স্থির এ বিচারে এবে।
জীবনের এই মহাতীর্থযাত্রা তরে
বল তারে সময়েতে হইতে প্রস্তুত।

[কারারক্ষকের প্রস্থান।

সুদর্শন। (স্বগত)
হায়রে এই কি সেই কলির বিচার,
পুণ্যে অধোগতি পাপে উন্নতি কাহার।
শত পাপে কভু কারও না হয় শাসন,
দোষমাত্র তরে কেহ হারায় জীবন।

(গদাইধন, অন্য কর্ম্মচারীগণ, শ্যামচাঁদ ও
কেনারামের প্রবেশ।)

গদাই। লয়ে আন ধরে, লয়ে আন; বেভুষ্যার গ্রহে গমন
করে যত কদাচার? লয়ে আন পাজীদের।

ধর্ম্মরাজ। এ কি এ! কি ব্যাপার! কে তুমি?

গদাই। গরিব মহারাজের প্রহারী মহাপ্রভু। আমার নাম
শ্রীযুক্ত গদাইধন মহারাজ। দিবস রাত্রই লেহ্য

কার্য্যই ভ্রত্যদাস করে থাকেন, সুতরাং ভ্রত্যদাস এই দুইটা পাজী শিষ্টচার ব্যক্তিকে লয়ে মহাপ্রভু আনয়ন করেছেন।

ধর্ম্মরাজ। শিষ্টচার কি রকম? শিষ্টাচার না দুষ্টাচার?

গদাই। মহারাজের যেরূপ অভিলেষ করেন। আমি উত্তমই বলতে পারি মহারাজ বড় পাজী, ছিচর গ্রহের একটা কুষ্মণ্ড মহাপ্রভু; গাভী গাভী।

সুদর্শন। ঠিক্ ঠিক্ প্রহারী রাজকর্ম্মচারী আমাদের এরকম পণ্ডিতই বটে।

গদাই। আজ্ঞা, সুৎরাং ন্যায়বাগীশ পণ্ডিতের গ্রহে কিছু দিবস বিদ্যালাভ হয়েছিলন।

ধর্ম্মরাজ। কি রকম লোক এটা?—গদাইধন তোমার নাম? —কথা কও না কেন গদাইধন?

শ্যামচাঁদ। গদাইধন এখন গোধন হয়েছেন মহারাজ।

ধর্ম্মরাজ। তুমি কে মহারাজ?

গদাই। বেভুষ্যর দুলাল, মহারাজ, বেভুষ্যর ব্যবসয়। একটা বেভুষ্যর গ্রহেই থাকেন; সুতরাং মহাপ্রভু তাঁহারও গ্রেহ সে দিবস আমাদের রাজা ভঙ্গ করেছে, কার্য্যেই এক্ষণ একটা কুঠার মধ্যে গেয়েছেন।— তিনিও মহারাজ কুৎসিৎ গ্রহ।

সুদর্শন। কেমন করে জানলে প্রহারী?

গদাই। সুৎরাং মহাপ্রভু। আমার গ্রহণী মহারাজ, আমি মহারাজকে আর সূর্য্যদেবকে সারক্ষ্য করিয়াই বলতেছি, ভ্রত্যদাস তাঁহাকে বড় জঘণ্যি করেন।

সুদর্শন। সেকি তোমার গ্রহণীকে ?

গদাই। কি বলিব মহারাজ, বড় সৎ মেয়েলোক তিনি।

সুদর্শন। তাই তাঁকে জঘণ্যি কর ?

গদাই। আজ্ঞা, সুৎরাং দেবতা। আমি তাঁকে যে রূপেই জঘণ্যি করি, আমার এ জেবনকেও সেইরূপেই জঘণ্যি করি। আমি তাঁহারই নামে দ্রেব্য করে বলতেছি দেবতা, যদ্যেপি এই গ্রহ কুৎসিৎ না হন, তা হলে তাঁহার জেবনই অব্রথা। নিশ্চিন্তই ইনি একটা কুৎসিৎ গ্রহ মহাপ্রভু, অতি কুৎসিৎ।

সুদর্শন। তাই বা কেমন করে জানলে প্রহারী ?

গদাই। আমার গ্রহণী অত্যন্ত সৎ মেয়েলোক মহাপ্রভু, আর তিনি অতি ব্রহৎ গ্রহেরই মেয়ে। সুৎরাং দেবতা, একদণ্ডও সে গ্রহে থাকলে মহাপ্রভু এই বেভুষ্যটা হতে ব্যভুচার আদি করে সর্ব্বই তাঁতে অনুষ্ঠান হতেন।

সুদর্শন। এই বেভুষ্যটা হতে ?

গদাই। আজ্ঞা প্রভু বিলাসিনী হতে। আর সে মেয়ে লোকটা একে অত্যন্তই ঘ্রণা করেন দেবতা।

শ্যামচাঁদ। তোর অতি মিছে কথা।

গদাই। পাজী ব্রহস্পতি বিচষ্ক্ষণ, প্রমাণ কর গর্দ্দভ মহা-রাজদের কাছে প্রমাণ কর। আমার মিথ্যা কথা।

সুদর্শন। দেখছ, তোমায় কি বলছে ?

শ্যামচাঁদ। মহারাজের নিকট এ সব সামান্য কথা বল্‌তে লজ্জা কর্ত্তব্য। তথাপি সংক্ষিপ্ত করে বলতে হল।

সে দিবস এরই পরিবার মহারাজ আমার নিকট একটু আচার অভিলেষ করেন। অভিলেষ যে করেছিলেন তাহারও একটু হেতু আছে মহারাজ। সে দিবস তিনি অন্তঃস্মর্ত্ত হয়েছিলেন। অতি উত্তম যে অম্রের আচার, তাই মহারাজ আমার নিকট ছিল, তবে অল্প। আমার আলয়ের পশ্চিম অংশের যে দেওয়াল, তাহারই মধ্যস্থলে এক কোণে একটী গহ্বর আছে মহারাজ। সেই গহ্বরে, উত্তম খাদ্য তাই একটী উত্তমই শ্বেতপ্রস্তরের বাটীতে আমি রাখতেম। বাটিটীও মহারাজ যে সে রকমের নয়। অতি উত্তম, আসল গয়ার বাটি। আর নিতান্তই শ্বেত, যেন ধবধবে দুগ্ধের সর। সেরূপ বাটি যে সে ঘরে পাওয়া যায় না। মহারাজ সেরূপ বাটি দর্শন করে থাকবেন। অতি উত্তম বাটি। আমার মাতামহী যখন ৺ গয়া প্রাপ্ত হন—

সুদর্শন। এই হল তোমার সংক্ষিপ্ত। অসংক্ষিপ্তে ত আমাদের ক্ষিপ্ত করতে দেখছি। আর অধিক বাটির বর্ণনার আবশ্যক নাই। আদত কথাটা ভাল করে বল।

শ্যামচাঁদ। এ সত্য কথা মহারাজ, বর্ণিমার তিলমাত্রও আবশ্যক নাই। এ দাসের বাচস্পতি মহাশয়ের ঘরে কিছু হেতুবাদ শিক্ষা হয়েছিল। যদি মহারাজ অনুমতি করেন, আদত কথাটা ভাল করে বলি।

সুদর্শন। বল।

শ্যামচাঁদ। মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে অধীনের নিবেদন, যে হেতু এই প্রহরী গদাইপত্নী পুত্রবর্ত্তী হয়েন, এবং আমার নিকট একটু আচার অভিলেষ করেন, এবং যে হেতু এই উত্তম অম্রের আচার আমার পশ্চিম অংশের প্রাচীরে ছিল, এবং আমার এই সারক্ষ্য শ্রীযুক্ত কেনারাম চৌধুরী তস্য পিতা ৺ যশোদারাম চৌধুরী তস্য পুত্র ৺ নিধুরাম চৌধুরী আমার বাকী অংশ ভক্ষণ করায় অতি অল্পই ছিল, এবং যেহেতু এই শ্রীযুত কেনারাম চৌধুরী, তস্য পিতা ৺ যশোদারাম চৌধুরী এবং তস্য পুত্র ৺ নিধুরাম চৌধুরী এই বাকী অংশের ন্যায্য মূল্য দেওয়ায় আমি অত্র মধ্যপূর্ব্বকথিত শ্রীযুত কেনারামকে সে মূল্য আর ফেরত দিতে পারি না—

কেনারাম। তা কেমন করে হতে পারে?

শ্যামচাঁদ। বেশ; যে হেতু এই অত্রমধ্যপূর্ব্বকথিত শ্রীযুত কেনারাম যেরূপ স্বীকার করেন, অর্থাৎ সমস্তই ভক্ষণ করেছেন—

কেনারাম। এ সত্য কথা।

শ্যামচাঁদ। বেশ; এবং যে হেতু সাকল্যে এবং ব্যবচ্ছেদে আমি শ্রীযুত শ্যামচাঁদ গুঁই, তস্য পিতা ৺ অনুরূপচাঁদ গুঁই, তস্য পুত্র ৺ গণেশচাঁদ গুঁই, তস্য পৌত্র ৺ হনুমৎ চাঁদ গুঁই বলতেছি যে, যে কারণ

বশতই হউক এই অত্রমধ্যপূর্ব্বকথিত আমার পূর্ব্বকথিত শ্রীযুত শ্যামচাঁদের উত্তম আচার উত্তম খাদ্য না হইলেও পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুত কেনারাম কিছুতেই সে মূল্য ফেরত পাইতে পারে না, যেহেতু যা হবার তা হয়ে চুকেছে।

কেনারাম। সত্য কথা।

শ্যামচাঁদ। বেশ ; তাই বলি যেহেতু—

সুদর্শন। বাপু, তোমার হেতুবাদ ছাড়। তোমার হেতু-বাদে আমরা বিশেষ তৃপ্ত হয়েছি।

শ্যামচাঁদ। মহারাজ, সহরের সমস্ত বেশ্যার ঘর ভঙ্গ করিবার আদেশ প্রচার হলে বাচস্পতি মহাশয় মতি বাইজীর ঘর রক্ষার জন্য এই রূপেই রাজসরকারে আবেদন করেন। আমার সে সমস্তই প্রায় কণ্ঠস্থ আছে।

সুদর্শন। আর বাচস্পতির আবেদনে আবশ্যক নাই। এখন গদাইধনের স্ত্রীর কি হল তাই বল। তাকে নিয়ে পড় দেখি।

শ্যামচাঁদ। সব ছেড়ে মহারাজ তাকে নিয়ে পড়বেন ?

সুদর্শন। কি আপদ ! হাঁ হাঁ তাই পড়।

শ্যামচাঁদ। আপনার আদেশ যখন, তখন তাই হোক। মহারাজ, আমার চরণে মিনতি, এই কেনারামের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করুন। বিশগণ্ডা এর বয়স। এর পিতার মহারাজ সে দিবস ঈশ্বরপ্রাপ্ত হল। অতি অকালে মহারাজ, সেই অমাবস্যার রাত্রে ; অন্ধকার। না কেনারাম ?

কেনারাম। দাদাঠাকুর বলেন, খুব উত্তম দিবস শনিবার ত্র্যহস্পর্শ।

শ্যামচাঁদ। আহা, পিতের মরণ! সে দিন মহারাজ ইনি এঁর গাভীশলায় বসে কাঁদতেছিলেন। সেইখানেই বস্‌তে তুমি বড় ভালবাস. মা?

কেনারাম। ফর্দ্দা ঘর, শীতল বায়ুর পক্ষে বড়ই উত্তম।

ধর্ম্মরাজ। পৃথিবীর কেন্দ্রে বসি করিলে বিচার,
সুদীর্ঘ রজনী তথা হবে অবসান,
শুনিবারে সুধু অভিযোগ ইহাদের,
বিচার পরের কথা। চলিলাম আমি,
রীতিমত বেত্রাঘাত শাস্তি ইহাদের।

সুদর্শন। আমারও সে মত; শুনা যাক সব কথা;
দেখি আগে কোন দোষে করিব শাসন।

[ধর্ম্মরাজের প্রস্থান।]

এখন বল দেখি গদাইএর স্ত্রীর কি হল।

গদাই। কৃপা করে ইহাকে জিজ্ঞাস্য কর প্রভু, এই লোক আমার গ্রহণীর কি করেছিলন।

শ্যামচাঁদ। কৃপা করে আমাকে জিজ্ঞাস্য করুন প্রভু।

সুদর্শম। এই লোকটী সেই স্ত্রীলোকের কি করেছিল বাপু?

শ্যামচাঁদ। কৃপা করে মহারাজ এই বৃদ্ধ লোকটীর পানে একবার দৃষ্টিপাত করুন। কেনারাম দাদা, মহারাজের মুখের পানে একবার সুদৃষ্টি করত। কিছু উত্তম অভিসন্ধিই আছে। মহারাজ দেখেছেন?

সুদর্শন। দেখেছি।

শ্যামচাঁদ। নিরক্ষীণ করে দেখুন মহারাজ।

সুদর্শন। খুব উত্তম করেই দেখেছি।

শ্যামচাঁদ। এর মুখে কোন দোষ দেখছেন মহারাজ।

সুদর্শন। না।

শ্যামচাঁদ। না কেন দেবতা? হল না হয় এর মুখ সকলের চেয়ে মন্দ। ভাল কথা, যদি এর মুখ সকলের চেয়ে মন্দই হল, তা হলে এ প্রহরী পত্নীর কি রকমে কোন ক্ষতি করতে পারে মহারাজ?—সেইটেই আমি মহারাজের নিকট জ্ঞাত হতে চাই।

সুদর্শন। সত্যইত, প্রহারী কি বল?

গদাই। আর কি কহিব প্রভু। আমি মহারাজের চরণে নিবেদন করে বলতেছি, এর গ্রহ অতি উৎস্রষ্ট, এই ব্যক্তি তাঁরও অপেক্ষা উৎস্রষ্ট, আর এর গ্রহ্ণী মহারাজ তাঁহারও অপেক্ষা উৎস্রষ্ট।

সুদর্শন। উৎস্রষ্ট!

শ্যামচাঁদ। তা নহে মহারাজ। আমিও মহারাজের চরণে নিবেদন করে বলতেছি, এর পরিবার এ সকলের অপেক্ষাও উৎস্রষ্ট।

গদাই। কি মহারাজের প্রহারী গদাইধনের মিথ্যা কথা? মিথ্যাবাদী মহারাজ সে সময় এখনও আইসেন নাই যে সে কাহারও দোয়ারায় উৎস্রষ্ট হয়েছিলন।

শ্যামচাঁদ। তার বিবাহের পূর্ব্বে সে ইহারই দোয়ারায় উৎস্রষ্ট হয়েছিল মহারাজ।

সুদর্শন। এখন কে সাধু গদাইধন ?

গদাই। ওরে গাধা পাজী বিভীষণ, আমার বিবাহের পূর্ব্বক্ষণ হতে তিনি আমার দ্বোয়ারায় উৎস্রষ্ট হয়েছিলন ? গর্দ্দভ, সে যদি আমার দ্বোয়ারায় উৎস্রষ্ট হয়ে থাকেন, আর আমি যদি তাঁহার দ্বোয়ারায় উৎস্রষ্ট হয়ে থাকি, আমি গরিব মহারাজের প্রহারীই নই। প্রামাণ্যি কর, পাজী বিভীষণ, মিথ্যাবাদী মহেশ্বর, নইলে তোকে ব্রহ্মশাপে মর্‌তে হবে।

সুদর্শন। না না ব্রহ্মশাপটা আর দিও না।

গদাই। যে আজ্ঞা মহারাজ, তা হলে এই পাজীটাকে কি করিব ? মহারাজের কি আজ্ঞা হয় ?

সুদর্শন। এর দোষটাত স্বীকার করাতে হবে। যা বলছে, তাই এখন বরাবর চলুক।

গদাই। যে আজ্ঞা মহাপ্রভু। দেখলিত, বরাবর চলতে হবে, থামলেই বেত্র প্রহার।

সুদর্শন। তোমার নিবাস কোথায় বাপু কেনারাম।

কেনারাম। আজ্ঞা মহারাজ এই স্থলেই আমার নিবাস।

সুদর্শন। তোমার বিশগণ্ডা বয়েস ?

কেনারাম। আজ্ঞা।

সুদর্শন। বটে—তোমার বিষয়কর্ম্ম কি করা হয় ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে, একটী গরিব বিধবার বিষয় সম্পত্তি দেখা শুনা হয়।

সুদর্শন। গরিব বিধবার বিষয় সম্পত্তি ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে, গরিব বিলাসিনী নামে একটী বিধবার।

সুদর্শন। কটী সংসার তার?

শ্যামচাঁদ। নয়টী গিয়ে এই দশটীতে ঠেকেছে মহারাজ। (স্বগত) কমিয়ে বলাই ভাল, কি জানি কিসে কি হয়।

সুদর্শন। কেনারাম এগিয়ে এস। বুড়ো মানুষ, এদের সঙ্গে আলাপ সালাপ রেখো না। এদের সঙ্গে জড়িয়ে শেষে তুমি শুদ্ধ মারা যাবে। যাও আর যেন তোমার নামে কোন অভিযোগ না শুনতে হয়।

কেনারাম। জয় হোক মহারাজের, ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক। আমি ইহাদের সহিত আগমন করতে চাইনে; ইহারা আমাকে বাহির করে নিয়ে এল।

সুদর্শন। আর কোন কথার আবশ্যক নাই, যাও।

(কেনারামের প্রস্থান।

গরিব বিধবার পর্য্যবেক্ষক, তোমার নাম কি?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে, শ্যামচাঁদ।

সুদর্শন। যেমন কাজ নামও তার উপযুক্ত বটে। যাই বল না কেন, তুমি একটী বেশ্যার দালাল। সত্য কি না বল?

শ্যামচাঁদ। মহারাজ, আমার প্রাণদণ্ডটা দিবেন না। আমার বাঁচবার বড় সাধ।

সুদর্শন। বাঁচবে কেমন করে? এই নীচ ব্যবসা ধরে? এটা কি তুমি ভাল ব্যবসা বিবেচনা কর?

শ্যামচাঁদ। মহারাজ ভাল বিবেচনা করলেই ভাল।

সুদর্শন। না শ্যামচাঁদ, তা বিবেচনা হতে পারে না। এ রাজ্যে আর এ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

শ্যামচাঁদ। তা হলে যুবাকুল একেবারে ধ্বংস কচ্চেন।

সুদর্শন। তাও নয় শ্যামচাঁদ।

শ্যামচাঁদ। তা যদি নয় মহারাজ, আমরা দালাল মাত্র, আমাদের এত পীড়ন কেন? বাণিজ্য বন্ধ হলে দালালরা আপনা হতেই বন্ধ হবে।

সুদর্শন। তাও হয়েছে। রাজ্যে ত প্রচার হয়েছে, ব্যভিচারে প্রাণদণ্ড হবে।

শ্যামচাঁদ। যদি দশ বৎসর মহারাজের এ দণ্ড চলে, তা হলে ত সহর ফাঁক। যত বাহাদুরদের বাড়ি, তখন শ্যামচাঁদের আবাস। বাহাদুরদের অভাবে তখন শ্যামচাঁদ তেতলায় হাওয়া খাচ্চেন। তখন মহারাজ বলবেন শ্যামচাঁদ বলেছিল।

সুদর্শন। তোমার এ উপদেশে আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম শ্যাম চাঁদ। তার পুরস্কার স্বরূপ আমি তোমাকে বলছি তোমার বিষয়ে এ অভিযোগ আর যেন আমায় না শুন্‌তে হয়। আর তুমি যেথানে থাক, সে রকম স্থানে আর থাকিবে না। যদি পুনরায় এ সব অভিযোগ শুনি, তোমাকে যথেষ্ট ভুগতে হবে, বেত্রাঘাতে পীঠের অর্দ্ধেক ছাল উঠবে।

শ্যামচাঁদ। মহারাজের এ উপদেশে আমি মহারাজের নিকট

চিরকালের জন্য বাধিত রহিলেম। (স্বগত) তখন বোঝা যাবে, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম ত। তবে এবার ধরলে বেত্রাঘাত।

অশ্ব ত নহিক আমি নহিত গোধন,
প্রেমফাঁদ বিনা শ্যামে ধরে কোন জন?
নহে অরসিক শ্যাম রসিক সুজন,
পীরিতি সাধন কিম্বা শরীর পতন।

[ প্রস্থান।

সুদর্শন। প্রহারী গদাই ধন!

গদাই। আজ্ঞা।

সুদর্শন। কত দিন তুমি এই প্রহারীর কার্য্য করচ?

গদাই। আজ্ঞা সপ্তম বর্ষর আর ষষ্ঠ মাস।

সুদর্শন। তোমার যেরূপ কার্য্যে আগ্রহ,—

গদাই। আজ্ঞা।

সুদর্শন। তাতে আমার ইচ্ছা ছিল, আরও কিছুদিন তুমি এই কার্য্য কর।

গদাই। আজ্ঞা।

সুদর্শন। কয় বৎসর বল্লে, সর্ব্বশুদ্ধ সাত বৎসর?

গদাই। আজ্ঞা, আর অর্দ্ধ এক বর্ষর দেবতা।

সুদর্শন। এতদিন ধরে তুমি এই কার্য্য করে আসচ, তোমার ত বড় পরিশ্রম হয়েছে?

গদাই। আজ্ঞা।

সুদর্শন। তোমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়েছে।

গদাই। আজ্ঞা।

সুদর্শন। তোমার কার্য্য কর্‌তে পারে এমন তোমার জানা কোন লোক নাই?

গদাই। আজ্ঞা, আমার কার্য্য কর্‌তে পারেন, এমন ত কাহাকেও দ্রষ্ট হয় না। আর এ কার্য্য কেহ গ্রেহণ করিলেও, কিছু দিবস কার্য্য করে শেষে আমাকেই কার্য্য দিয়ে যান। আমি, মহারাজ, যে যাহা দেয় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

সুদশন। আচ্ছা, তুমি তোমার লোকদের নিয়ে এস।

গদাই। মহারাজের গ্রহেই লয়ে যাব?

সুদর্শন। তাই যেও।

বেলাও অধিক হল। জগতের তরে
বড়ই দুঃখিত আমি; কিন্তু নিরুপায়।

বিচারক। বড়ই কঠোর ধর্ম্মরাজ।

সুদশন। আবশ্যকও।

সকল সময়ে দয়া নহেত উচিৎ।
ক্ষমা দান দোষী জনে প্রশ্রয় প্রদান;
তথাপি জগৎ তরে ভাবি অন্যমত।
কি আর উপায় হেন আদেশ যখন?

[প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য—ধর্ম্মরাজের বাটীর অপর কক্ষ।

ভৃত্য এবং কারারক্ষক।

ভৃত্য। মহারাজ এখন বিচারে বসেছেন, এখনই এখানে আসবেন। এলেই তাঁকে আপনার বিষয় বলব।

কারারক্ষক। বল তবে। (ভৃত্যের প্রস্থান)
দেখি এবে যদি দয়া হয়। মতি তাঁর
ফিরিতেও পারে। কোন অপরাধে, আহা,
এ কোন শাসন! স্বপ্ন সম মনে হয়।
এ রাজ্যেতে কেবা নয় দোষী এই পাপে;
মরিতে সুধুই হায় এই ভাগ্যহীন!

[ ধর্ম্মরাজের প্রবেশ।

ধর্ম্মরাজ। কি চাও কারারক্ষ?

কারারক্ষক। মহারাজ আদেশ
কি তবে কাল্‌ই মৃত্যু জগতের?

ধর্ম্মরাজ। বলেছি
তোমায়, পেয়েছ আদেশপত্র; আবার
জিজ্ঞাস কেন?

কারারক্ষক। অবিবেকী বলি পাছে এ
দাস হয় বিরাগভাজন রাজপদে।
আদেশ সাধন পরে শুনিয়াছি বার
বার অনুতাপ বাণী প্রভুর শ্রীমুখে।

ধর্ম্মরাজ। তোমার সে চিন্তা কি কারণ? তোমার যে
কার্য্য তুমি করহ সাধন, অপারক

যদি, যাও চলি কর্ম্ম ত্যজি, নাহি তোমা
কোন প্রয়োজন।

কারারক্ষক। ক্ষম এ দাসেরে প্রভু।
গর্ভবতী সরোজার প্রসব সময়
সমাগত প্রায়। কি আদেশ তার তরে?

ধর্ম্মরাজ। যথাযোগ্য স্থানে কোন রাখিও তাহায়
সময়েতে।

ভৃত্য। মহারাজ, কাল যার মৃত্যু স্থির হয়েছে, তার এক
ভগ্নী আপনার সাক্ষাৎলাভ প্রার্থনা করচেন।

ধর্ম্মরাজ। ভগিণী আছয়ে তার?

কারাক্ষক। শুনি,
বড়ই ধার্ম্মিকা নারী, ঘোর সন্ন্যাসিনী
ব্রতে ব্রতী সে রমণী।

ধর্ম্মরাজ। লয়ে এস তায়।
রেখ যথাস্থানে সেই দুষ্টা কুলটারে,
দেহ তায় যে যে দ্রব্য অতি আবশ্যক।

কারারক্ষক। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[ হেমলতা ও রাধানাথের প্রবেশ।

ধর্ম্মরাজ। রহ ক্ষণকাল। ( হেমলতার প্রতি )
কিবা বাসনা তোমার?

হেমলতা। অভাগিনী ভিখারিনী নৃমণি চরণে,
দুঃখিনীর নিবেদন শুন কৃপা করি।

ধর্ম্মরাজ। বল কি প্রার্থনা তব, শুনিব সকলই।

হেমলতা। জঘণ্য যে মহাপাপ, তার উপযুক্ত

শাস্তি অবশ্য উচিৎ। পাপের কারণে
কিছু নাহি কহিবারে। কিন্তু না কহি বা
কেমনে ধরিব প্রাণ! আবার ত মনে
হয়, পাপে সমর্থন, পাপের প্রশ্রয়
দান নহে ত উচিত কভু কোনরূপে।
হায় বিষম বিপদ মম ; নাহি জানি
কি উপায়ে এ যাতনা করি নিবারণ।

ধর্ম্মরাজ। বল কি যাতনা তব, মনের বাসনা।

হেমলতা। ভাই মাত্র এক মম আছে এ জগতে,
তারও শুনি মৃত্যু স্থির তোমার বিচারে।
প্রার্থনা আমার এই, ধরি ও চরণে,
দণ্ড দেহ দোষে তার ; কিন্তু ভিখারিণী
চাহে ভিক্ষা জীবন তাহার।

কারারক্ষক। ভগবন,
দেহ শক্তি ললনায় দ্রবীতে পাষাণে।

ধর্ম্মরাজ। অপরাধ পাবে শাস্তি, নহে অপরাধী!
অপরাধে শাস্তি যত লেখাইত আছে ;
কি কাজ তা হলে আমার এ রাজপদে,
যে দণ্ড যে অপরাধে লিখিবারে স্বধু,
নাহি শাস্তি দিব যদি অপরাধী জনে?

হেমলতা। উপযুক্ত প্রকৃতই রাজ্যের নিয়ম,
কিন্তু বাজে নিদারুণ আমার হৃদয়ে!
এক ভাই মাত্র হায় ছিল এ জগতে!
ঈশ্বর করুন রাজা মঙ্গল তোমার!

রাধানাথ। কি হেতু নিরাশ তুমি? ছেড় না এখনি!
যাও, যাও আর বার; ধরিয়া চরণে
বার বার করহ মিনতি। সামান্ত যে
সূচীমাত্র নাহি ভিক্ষা দেয় কেহ কভু
হেন রূপে।

হেমলতা। মৃত্যু তার নিশ্চয় কি তবে?

ধর্ম্মরাজ। না হেরি উপায় আর।

হেমলতা। মহারাজ, যদি
ক্ষমা কর তায়, কেহ না দুষিবে তোমা
এ তিন ভুবনে।

ধর্ম্মরাজ। ক্ষমা অসম্ভব তায়।

হেমলতা। মন যদি চায় প্রভু নহে অসম্ভব।

ধর্ম্মরাজ। মনের বিরুদ্ধে কার্য্য কেমনে পারিব?

হেমলতা। পারিতে না কভু, নরনাথ, এ যাতনা
মম যদি দহিত তোমায়, কোন ক্ষতি
এ জগতে হত না কখন এ মোচন
তরে?

ধর্ম্মরাজ। শাস্তি লিপিবদ্ধ তার, অসময়
অতি, আর কিছু সম্ভবে না এবে।

রাধানাথ। বল,
বল আরও; হয়ো না নিরাশ।

হেমলতা। অসময়!
কেন! আমার যে কথা ফিরাতেত পারি
আমি আমার ইচ্ছায়। নরনাথ, এই

নিবেদন পদে :—
পদমান গর্ব্ব যত, ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
সুবর্ণ মুকুট, চারু রত্ন সিংহাসন,
রাজদণ্ড ভয়াবহ, অসি রণজয়ী,
হেন রাজপরিচ্ছদ, কালশক্তিধারী,—
কিবা শোভা এ সবের, করুণার সেই
স্বর্গীয় মহিমা সনে করিলে তুলনা।
সহোদর মম যদি বসিত ও পদে,
কখন হত না তার এ কঠিন প্রাণ
তোমার এ হেন দোষে।

ধর্ম্মরাজ। যাও গৃহে ফিরি।
অসাধ্য আমার সব।

হেমলতা। দেবগণ দিতা
যদি রাজশক্তি মোরে, অভাগীর ঘোর
এ যাতনা তব হৃদি মাঝে, দেখিতেন
বিচারক জন কি গুরু সম্বন্ধে বাঁধা
অপরাধী সনে।

রাধানাথ। বল টলিবে হৃদয়।

ধর্ম্মরাজ। রাজবিধি মতে হারায়েছে ভাই তব
জীবন তাহার। তবে কহ, কি কারণে
বৃথা হেন বাক্য ব্যয়?

হেমলতা। রাজবিধি মতে
হারায়েছে ভাই মোর জীবন তাহার!
বিধির বিধানে কার প্রাণ নহে সেই

দণ্ডের অধীন এই মর লোকে? কিন্তু
নিমেষে সক্ষম যিনি ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে,
সৃজিলা অপূর্ব্ব বিধি জীব রক্ষা তরে
বরষিয়া অবিরলে করুণার ধারা।
কোন দণ্ড তব যোগ্য, কহ নরমণি,
বিচারিয়া মনে মনে, বিধাতা নিদয়
যদি করেন বিচার, কেশাগ্রেতে করি
তুলা হৃদয় তোমার। দেখহ বিচারি,
করুণার দিব্য জ্যোতি বিকাশি হৃদয়ে,
নব মহিমায় প্রভু সাজাবে তোমায়।

ধর্ম্মরাজ। স্থির হও লো সুন্দরী; রাজ্যের নিয়মে
দিনু হেন শাস্তি তার। ইচ্ছার আধীন
আমি নহি রাজপদে। হইত সে যদি
মম প্রাণের সোদর, স্বজন বান্ধব
কিম্বা আত্মজ আমার, তা হলেও হেন
দণ্ড হত না অন্যথা। উষা অবসানে
কাল মৃত্যু স্থির তার।

হেমলতা। কাল!—কাল মৃত্যু!
নরনাথ বাঁচাও তাহায়! মৃত্যু তরে
নহে যে প্রস্তুত, দুর্ব্বল হৃদয় তার।
সামান্য যে ভক্ষ্য জীব, অকালে বধিতে
তায় কার প্রাণে নাহি দয়া উপজয়,
কাতরে চাহে সে জীব যদি ঘাতকের
পানে? সংসারের তুচ্ছ কার্য্যে হেন দয়া

মানব প্রকৃতি যদি, কাল-শক্তি ধরি
ধর্ম্মবিচারেতে বসি কেন দয়াহীন?
মহারাজ, দেখ ভাবি মনে, কে আর এ
অপরাধে ত্যজিল জীবন, অনেকেই
অপরাধী এই অপরাধে।

রাধানাথ। সত্য কথা।

ধর্ম্মরাজ। নিদ্রাগত এ নিয়ম ছিল এতদিন,
নহে আয়ুহীন তাই। কভু কি সাহস
কার হত একবার ভাবিতেও মনে
এই অপরাধে, প্রথম যে অপরাধী
লভিত যদ্যপি তার দণ্ড বিধিমত?
নিদ্রাভঙ্গে এবে দেখিল এ বিধি, যথা
নখদর্পণেতে, কি ঘোর কলঙ্ক মাঝে
ডুবিছে এ ধর্ম্মরাজ্য, কত অমঙ্গল
আরও সম্ভবে এ হতে। প্রতিজ্ঞা এখন
উৎসাদিতে মূল সহ সেই মহাপাপে।

হেমলতা। করুণা প্রার্থনা মম নৃমণি চরণে;
করহ করুণা, এই ভিক্ষা অভাগীর।

ধর্ম্মরাজ। বিধিমত দিনু শাস্তি, সেইত করুণা;
করুণার কি আছে আবার? রাজবিধি
অবহেলি করিব মোচন, বারে বারে
সেই আশে হবে অপরাধী। বন্ধু সম
কার্য্য মম দেখ বিচারিয়া স্থির মনে,
এক পাপে মৃত্যু যদি হয় সংঘটন,

নাহি পায় কলঙ্কিতে দেহ আর বার
অন্য কোন পাপে। অন্যায় কিছুই নয়,
স্থির জেন মনে। কাল প্রাতে মৃত্যু তার ;
আর কিছু বলনা আমায়।

হেমলতা। এই দোষে
মৃত্যু দণ্ড হেরি এক তোমারই বিচারে,
একমাত্র অপরাধী আমার সোদর
বিসর্জ্জিতে প্রাণ তার এই অপরাধে।
ধন্য নর ধরে যেবা অসুরের বল ;
কিন্তু তায় পায় তার নীচ পরিচয়,
অসুর সমান তারে ব্যবহারে যদি।

রাধানাথ। যথার্থ এ কথা, বটে।

হেমলতা। বজ্র নিক্ষেপিতে
পারিত যদ্যপি হেন মূঢ় নরকুল,
ত্রিদিবে ত্রিদিবপতি তা হলে কি কভু
পারিতা ভুঞ্জিতে সুখ নন্দন কাননে ?
প্রতি রোষে বজ্রপাত হইত ধরায়,
প্রতি দণ্ডে বজ্রনাদে কাঁপিত মেদিনী।
দয়াময় দেবপতি, অগ্নিময় তব
কুলিষ শায়কে উচ্চশির মদমত্ত
মহা বিটপীরে কর ভস্মশেষ ; কিন্তু
কথন কি সুকোমল ক্ষুদ্র লতিকায় ?
কিন্তু হায়, নরকুল অন্ধ অহঙ্কারে
যে স্বরূপে নাহি জানে ক্ষণে পায় লয়,

ক্রোধে অন্ধপ্রায় হয়ে আপনার মনে
কি ঘোর নিঠুর কার্য্যে হয় সদা রত!
হেরিয়া সে নিঠুরতা অমর যতেক
মায়ার বন্ধনমুক্ত কাঁদয়ে কাতরে,
ভুলি অমরত্ব পুনঃ মায়ার বন্ধনে!

রাধানাথ। ছেড় না ছেড় না;
আসিছে প্রকৃত পথে, পাই দেখিবারে।

কারারক্ষক। হে ত্রিলোকনাথ, এ পাষাণ গলে যেন!

হেমলতা। নিজ সনে তুলনায় পারে কি মানব
বিচারিতে মানবেরে? ধর্ম্মনিন্দা করে
যদি প্রাসাদনিবাসী, ধন্য জ্ঞান তার;
কিন্তু দরিদ্রের পাশে মহা মহা পাপ!

রাধানাথ। যথার্থ বলেছ তুমি, বল আর বার।

হেমলতা। অসন্তোষ মাত্র যদি সেনাপতি মুখে,
সামান্য সৈনিকে তাই রাজনিন্দাবাদ
বিদ্রোহের নিশ্চিত লক্ষণ, প্রাণদণ্ড
উপযুক্ত তার।

ধর্ম্মরাজ। কিহেতু এসব বাণী
আমার উপর?

হেমলতা। দেখাবারে, উচ্চপদে
বসি নর পড়ে পাপকূপে। সে বিষম
বিকারের আছয়ে ঔষধ, অন্তরের
মহাপাপ দেয় উগারিয়া। চাও ফিরি
হৃদয়ের পানে; পশি নিজ হৃদয়ের

নিভৃত নিলয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ
সেই মহাজীবে, দেখ বলে কি না বলে
তব হৃদয় দেবতা, হৃদয় হইতে,—
দূষিত তোমারও চিত্ত এ পাপ চিন্তায়,
যার তরে মৃত্যু দণ্ড কর এবে স্থির—
মানব প্রকৃতিগত এই মহাপাপ।
যদি শুন হেন বাণী হৃদয়ে তোমার,
আর যেন নাহি চায় তব পাপ মন
করিতে গ্রহণ মম ভায়ের জীবন।

ধর্ম্মরাজ। (স্বগত)
নারী বটে, কিন্তু কহে প্রতি কথা হেন,
আমার চেতনা তায় উঠয়ে চমকি।
(প্রকাশ্যে) চলিনু এখন।

হেমলতা। কৃপা কর রাজ্যেশ্বর,
কৃপা করি চাও ফিরি অভাগিনী প্রতি

ধর্ম্মরাজ। এ বিষয়ে বিবেচনা করিব আবার,
আবার আসিও কাল।

হেমলতা। আহা নরনাথ,
কোন পুরস্কারে দিব প্রতিদান আজ
এ কৃপায় তব!

ধর্ম্মরাজ। পুরস্কারে প্রতিদান
করিবে আমায়!

হেমলতা। হেন পুরস্কারে প্রভু,
স্বর্গ হতে সুরগণ দানিবে তোমায়।

রাধানাথ। ভাল বাঁচায়েছ, হত সকলি বিফল।

হেমলতা। নহে কভু রত্ন কিম্বা রজত কাঞ্চনে,
কল্পনায় নরে যায় করে মূল্যবান।
কিন্তু যারা ছিন্ন করি সংসারের মায়া
করিয়াছে জীবনের ব্রত দেবতার
আরাধনা, হেন নারীকুল উপবাসে
এক মনে যদি হতে করিবে প্রার্থনা
তোমার মঙ্গল তরে দিবস রজনী।

ধর্ম্মরাজ। ভাল, কাল আসিও আবার।

রাধানাথ। এইমাত্র
থাক আজ, যথেষ্ট হয়েছে, চল যাই।

হেমলতা। রাখুন অক্ষয় বিধি তোমার সুযশ!

ধর্ম্মরাজ। (স্বগত)
পূর্ণ হোক চন্দ্রাননে প্রার্থনা তোমার!
মিলিয়াছে ভাল এই প্রার্থনা দোঁহার,—
ভিন্ন দিকে গতি মোর, ঘোর পাপ পথে!

হেমলতা। কখন লভিব কাল রাজ দরশন?

ধর্ম্মরাজ। দ্বিপ্রহর পরে যে কেন সময়ে।

হেমলতা। হোক
মঙ্গল তোমার দেব!

হেমলতা, রাধানাথ এবং
কারারক্ষকের প্রস্থান।

ধর্ম্মরাজ। একি, একি ভাব!
একি চিত্ত মম! হেন চিত্ত তোমা হতে!

ও স্বর্গীয় প্রতিভা হতে! কা'র এ দোষ?
তাহার কি, অথবা আমারই? প্রলোভিত
অথবা যে করে প্রলোভিত, কোন জন
পাপী ঘোরতর? না না, সেত নহে পাপী,
সেত নাহি প্রলোভন দেখায় আমায়।
পাপী আমি। সরোবরে তপন কিরণে
কিবা শোভা ধরে কমলিনী, কিন্তু গত-
প্রাণ দেহ যত, সেই কিরণেই পূতি
গন্ধে জীবকুলে করে উৎপীড়ন। হেন
দিব্য বিভা, দিব্য মাধুরী এ হেন, আহা,
কভু কি সম্ভবে ভুলাইতে প্রলোভনে
কুপথে মানবে? রূপে স্থধু পারে বটে
ভুলাতে অন্তর। বহু বলে বলীয়ান
আমি, তাই বলি উপাড়ি কি ফেলি দিব
ধর্ম্মের মন্দির পাপের প্রশ্রয় তরে?
ধিক তোমা ধর্ম্মরাজ! কোন কার্য্যে রত
তুমি! একি ভাব তব! যে রতন পরি
কণ্ঠে হেন শোভা তার, তাই হরিবারে
পাপ চিন্তা তোর! বেঁচে থাক ভাই তার।
চোর বৃত্ত ধরে যদি বিচারক জন,
কেন তবে দমন তস্করে? কেন আজ
হেন চিন্তা মম! তবে কি হৃদয়ে তারে
ভালবাসি আমি! ইচ্ছা হয় শুনিবারে
আর একবার তাহার মধুর বাণী;

ইচ্ছা হয়, আর একবার নয়নের
প্রেমসুধা তার যতনে করিব পান
হৃদয় ভরিয়া! স্বপ্নই কি দেখিতেছি!
ওরে শঠ রিপুরাজ, পারিজাত লয়ে
আসিয়াছ ভুলাইতে দেবতা হৃদয়?
আহা, সুন্দর কুসুম! ভয়ানক তার
চেয়ে নাহি প্রলোভন, করয়ে বিকাশ
যায় ধর্ম্মের আলোক মোহন মধুর
ভুলাইতে পাপপথে। কোন বারাঙ্গনা
রূপে, হাবে ভাবে, কোন ছলে কি কৌশলে
পারিয়াছে টলাতে আমায়? কিন্তু আজ
পরাভূত হৃদয় আমার এ রমণী
পাশে, ধর্ম্মের মূরতি সম। নাহি আগে
বুঝিতাম, হাসিতাম ভাবি মনে মনে,
কেমনে প্রেমের পাশে বদ্ধ হয় সবে।

---

## তৃতীয় দৃশ্য—কারাগার।

তাপস বেশে রাজা এবং কারারক্ষকের
ভিন্ন দিক দিয়া প্রবেশ।

রাজা। জয় হোক্ তব! কারারক্ষ তুমি হেন
মনে লয় মম।

কারারক্ষক। আমি কারারক্ষ বটে।
কি আদেশ তব মম প্রতি দ্বিজবর?

রাজা। আপন স্বভাব হেতু, ব্রত ধর্ম্মবশে,
আইনু এ কারাগারে, দেখিবারে আজ
কাতর অন্তর যত কারারুদ্ধ জনে।
লয়ে চল মোরে যথা রহে হেন জন ;
বল মোরে আর, কোন দোষে কোন জন
বদ্ধ কারাগারে। সেইমত বুঝি মনে,
দিব উপদেশ সর্ব্বজনে।

কারারক্ষক। মম সাধ্যে
আরও যদি সম্ভবে আমায়, তাও দাস
নিরত পালনে।

[ সরোজার প্রবেশ

হেথায় ললনা এক
হেরহ ব্রাহ্মণ, আপনি পড়িয়া নিজ
যৌবন অনলে করিয়াছে কলঙ্কিত
আপনার নাম। গর্ব্ভবতী এবে নারী।
ধরে গর্ব্ভে যাহার সন্তান এ সুন্দরী ;
হায়রে যুবক, যোগ্য হেন শত দোষ
করিবার তরে, রাজার বিচারে তায়
হবে বিসর্জ্জিতে প্রাণ হেন অসময়ে।

রাজা। কবে মৃত্যু স্থির ?

কারারক্ষক। আদেশ আমায় কাল।

( সরোজার প্রতি )

সকলি হয়েছে স্থির, বিলম্ব ক্ষণেক,
লয়ে যাব তোমা কোন উপযুক্ত স্থানে।

রাজা। তাপিত কি হৃদি তব, যে পাপ পরশে
কলঙ্কিনী বলি তোমা কহে সর্ব্ব জনে ?

সরোজা। পাপ তাপে অনুতপ্ত হৃদয় আমার,
লজ্জা বা কলঙ্ক তরে নাহি দুঃখ মোর।

রাজা। ইচ্ছা দিব উপদেশ তোমা, কেমনে বা
আপনার চিত্ত সদা রাখিবে শাসনে,
কেমনে জানিবে যথার্থ হৃদয়ে যদি
অনুতাপ তব, কিম্বা আড়ম্বর সুধু।

সরোজা। যতনে রাখিব শিরে উপদেশ তব।

রাজা। ভালবাস তায় যে তোমায় হেন রূপে
ফেলিল বিপদে ?

সরোজা। যথা ভালবাসি আমি
সেই অভাগীরে এর চেয়ে বিপদে যে
ফেলিল তাঁহায়।

রাজা। মিলি পরস্পরে তবে
সাধিলে এ পাপ ?

সরোজা। সত্য বটে।

রাজা। তোমার যে
পাপ তবে হেরি ঘোরতর।

সরোজা। তাই দেব
অনুতপ্ত হৃদয় আমার।

রাজা। ভাল বটে।
কিন্তু ভাবি লজ্জার কারণে পাছে এই
অনুতাপ, নহে পাপ তরে। ধর্ম্মহীন

আমাদের হৃদয় তা হলে ; স্বার্থসিদ্ধি,
সুখভোগ উদ্দেশ্য প্রধান ; ধর্ম্ম কর্ম্ম
লজ্জা হেতু—

সরোজা। লজ্জাতরে নাহি দুঃখ মোর।
লজ্জা ভার বহি আমি নিঃশঙ্ক অন্তরে।
হায় প্রাণ যায় তাঁর, সে চিন্তায় দহে
প্রাণ মম !

রাজা। হেন মন যেন তব রহে
চিরদিন। শুনিলাম কাল মৃত্যু স্থির।
চলিনু তাহার পাশে দিতে উপদেশ।
হউক মঙ্গল তব প্রার্থনা আমার।

[ প্রস্থান

সরোজা। হা বিধাতঃ, কাল মৃত্যু তার ! রে কঠোর
রাজবিধি, দিলি দান জীবন আমার ;
কিন্তু তার সুখ যত, ভাল তার চেয়ে
শতগুণে মৃত্যুর যন্ত্রণা মম।

কারারক্ষক। আহা,
ভাবিলে তাহার কথা বড় ক্লেশ পাই।

[ প্রস্থান

---

## চতুর্থ দৃশ্য—ধর্ম্মরাজের বাটীর এক কক্ষ।

ধর্ম্মরাজের প্রবেশ।

ধর্ম্মরাজ। বসি ইষ্টদেব আরাধনে, কত চিন্তা
উপজয় মনে; মন অস্থির সতত।
মুখে মাত্র মন্ত্রকথা; হৃদয় আমার
নাহি শুনে রসনার মন্ত্র উচ্চারণ,
ধায় অবিরাম সেই রূপবতী পানে;—
আহা হৃদয়-মোহিনী সে স্বর্ণপ্রতিমা!
মুখে দেবতার নাম, আহারের পরে
যথা তাম্বুল চর্ব্বণ; পূর্ণ হৃদি মম
ঘোর পাপের চিন্তায়। রাজকার্য্য এত
বাসিতাম ভাল, করিলাম কত যত্নে
অধ্যয়ন, পুরাতন কথা অবিরাম
অধ্যয়নে যথা; নাহি ভাল লাগে আর।
কোথায় আমার সেই চিত্ত সংযমন;
ভাবিতাম তায় কতই গৌরব মনে!
শুনিতেত নাহি কেহ নিকটে আমার—
ইচ্ছা হয়, বিনিময়ে তার, বিসর্জ্জিয়া
তার সনে ধর্ম্ম কর্ম্ম যত, সাজাব এ
দেহ মম সংসারের অলীক শোভায়,
ভুলাইতে সে সুন্দরী রমণীর প্রাণ।—
ওরে রাজ্য ধন, তুচ্ছ এই পদ মান,

এ তুচ্ছ শোভায় মিলাইয়া ভক্তি ভয়
মূর্খের হৃদয়ে কেমনে বা নতশির
করিস তাহায় তোর পদে; আবার রে
রাখ বাঁধি জ্ঞানীর অন্তর কিবা তব
মোহ ফাঁদে। ধন্য, ধন্য রে ক্ষমতা তোর!
চূর্ণ দর্প মম এত দিনে। বুঝিলাম,
যৌবন শোণিত, তুমি যৌবনেরই আছ।

[ভৃত্যের প্রবেশ।

একে! কে আসে হেথায়!

ভৃত্য। মহারাজ, হেমলতা নামে একটী স্ত্রীলোক রাজ
দর্শনের জন্য দ্বারে অপেক্ষা করচেন।

ধর্ম্মরাজ। লয়ে এস তায়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

একি ভাব এবে মম! কেন বা এরূপ!
সর্ব্ব শরীরের যেন শোণিত যতেক
পশিতেছে স্রোতবেগে হৃদয়ে আমার।
ক্ষীণ হৃদি জড়প্রায় শিথিল সে বেগে;
হতেছে অবশ যেন সর্ব্ব অঙ্গ তায়।

[হেমলতার প্রবেশ।

কি কথা তোমার বল সুন্দরী ললনা?

হেমলতা। আইনু জানিতে দেব বাসনা তোমার।

ধর্ম্মরাজ। না জিজ্ঞাসি জানিতা যদ্যপি, ভাল হত
মম পক্ষে। প্রাণরক্ষা অসম্ভব তার।

হেমলতা। অসম্ভব! জয় হোক তব মহারাজ!

ধর্ম্মরাজ। বাঁচিতেও পারে ক্ষণকাল সহোদর
তব তোমার আমার মত। কিন্তু মৃত্যু
নিশ্চয়ত তার?

হেমলতা। সে মৃত্যু কি নরনাথ
তোমার আদেশে?

ধর্ম্মরাজ। আমার আদেশে বটে।

হেমলতা। কবে তবে? করিলে কি তায় ক্ষমা দান
ক্ষণকাল তরে, করিতে হৃদয় স্থির
মৃত্যুভয় করিবারে জয়?

ধর্ম্মরাজ। জান তুমি
কি জঘন্য পাপে লিপ্ত তোমার সোদর।
ব্রহ্মার শরীর হতে সৃজিত মানব
পবিত্র প্রতিমা সম। সে দেব প্রতিমা
জঘন্য উপায়ে সৃজি করে কলুষিত
যেবা, অবশ্য উচিৎ প্রাণ বিসর্জ্জন
তার, নরঘাতী মহাপাপী সম। সম
অপরাধ দোঁহে, সমান আয়াসে দুই
হয় সম্পাদিত।

হেমলতা। দেবতার মুখে বটে
শোভে হেন বাণী, নহে পাপ মরলোকে।

ধর্ম্মরাজ। নাহি শোভে মরলোকে? তা'হলে এখনি
তুমি হবে পরাভূত। কি চাহ এখন,
রাজবিধিমতে প্রাণনাশ সোদরের,
কিম্বা রক্ষা তার, সমর্পিয়া দেহ তব

সে মোহন পাপে, সেই অভাগিনী মত,
চির কলঙ্কিনী তব ভায়ের পরশে ?

হেমলতা। পারি দেহ বিসর্জ্জিতে তার রক্ষা তরে ;
নহে তাই হৃদয় আমার।

ধর্ম্মরাজ। হৃদয়ের
কথা নহে মোর। বাধ্য যদি সাধিবারে
পাপকার্য্য কোন, পাপ কার্য্য বটে, নাহি
কিন্তু শাস্তি তার।

হেমলতা। কি কহিলে নরনাথ ?

ধর্ম্মরাজ। নানা, সে কথাও যাক্। মনের বিরুদ্ধে
কথা বাহিরায় রসনায়! এই কথা—
আমি এবে বসি রাজপদে, রাজবিধি
রসনায় মম, দিলাম আদেশ তব
সোদরের প্রাণদণ্ড তরে। পাপকার্য্যে
যদি তার রক্ষা হয় প্রাণ, সে পাপে কি
পুণ্য নাই হেন মনে লয় ?

হেমলতা। মহারাজ,
কৃপা করি করহ সাধন সেই পাপ ;
লব পাতি হৃদয়েতে সে পাপের ভার,
স'ব তার দারুণ যন্ত্রণা। পাপ বলি
নাহি গণি তায়, পুণ্য বটে।

ধর্ম্মরাজ। পাপ পুণ্য
বহে দোঁহে সমভার যদি, পাপভার
সহ আজি হৃদয়ে তোমার।

হেমলতা। প্রাণদান
চাই ভিক্ষা, তাই পাপ যদি, তার শাস্তি
আমি যেন পাই যোগ্যমত; ভিক্ষাদান,
তাই যদি পাপ, দিবস রজনী আমি
করিব প্রার্থনা, সে পাপ আমার বলি
গণ্য হয় যেন, সে পাপের ফল ভোগ
আমাতেই হবে।

ধর্ম্মরাজ। নহে ত একথা মোর।
নাহি বুঝ তুমি আমার মনের কথা।
হয় তুমি অতি মূর্খ, নয় ধূর্ত্ত অতি।
তাও নহে ভাল।

হেমলতা। মূর্খ আমি সত্য, আর
কিছু নাহি চাহি ভাল, এই মাত্র শুধু,
সত্য যে স্বরূপ মম, মন চক্ষে দেখি
যেন হৃদয়ে আমার।

ধর্ম্মরাজ। বিকাশয়ে যথা
শতগুণে শোভা তব গৈরিক বসনে,
হেন হীনতার আবরণে প্রকাশিতে
চায় তেমতি জ্ঞানের বিভা। বলি তবে
তোমা সরল ভাষায়, যদিও কঠোর
অতি, স্থির প্রাণদণ্ড তব সোদরের।

হেমলতা। স্থির!

ধর্ম্মরাজ। হেন অপরাধে অপরাধী ভাই

তব, রাজ্যের বিধানে মৃত্যু সমুচিত
দণ্ড তার।

হেমলতা। সত্য বটে।

ধর্ম্মরাজ। অন্য আর কিছু
নাহিক উপায়। যা বলিনু এতক্ষণ
বলিলাম শুধু নানা কথার ছলনে।
এই কথা মম—তুমি সহোদরা তার;
জানায়েছ এবে বাসনা তোমার হেন
জন পাশে, যার শক্তি বিচারক'পরি,
যার উচ্চপদ হেন অনা'সে সক্ষম
করিবারে রাজবিধি-বন্ধন মোচন।
আর ত উপায় কিছু না হেরি জগতে—
রমণীর শোভা যেই মহারত্ন তব
কর বিসর্জ্জন আজ আমার কারণে,
অথবা মরণ তার জেন সুনিশ্চিত।
কি করিবে কর স্থির।

হেমলতা। প্রাণের সমান
আমি ভালবাসি তায়; পারি বিসর্জ্জিতে
যতদূর পারিতাম আমি আপনার
প্রাণরক্ষা তরে। আমারে এ প্রাণদণ্ড
দেহ নরমণি, স'ব সে কাল আঘাত
কামিনীর কমনীয় ফুলহার সম;
স্থির চিতে শুইব সে অনন্ত শয়নে,

কুসুম-শয্যায় যথা নিদ্রার আবেশে।
চির-কলঙ্কেতে ডুবাব এ দেহ মোর!

ধর্ম্মরাজ। তবে তার মরণ নিশ্চয়।

হেমলতা। সেই ভাল।
ভগিনী সতীত্ব নাশি রাখিবে জীবন
ভায়ের তাহার! তার চেয়ে মৃত্যু ভাল
হেন অভাগার! একবার মরিতেই
হবে তারে আজ কিম্বা কাল; কিন্তু যেন
রমণীর সতীত্ব বিনাশ সহস্র সে
মরণ সমান।

ধর্ম্মরাজ। দোষিলে কঠোর বলি
রাজবিধি তুমি। তার চেয়ে কঠোরত
তোমার হৃদয়?

হেমলতা। করুণায় ক্ষমা, আর
পাপের প্রয়াসে, ভিন্ন স্থান দোঁহাকার,
নাহিক সম্পর্ক কোন।

ধর্ম্মরাজ। কহিলে প্রকারে
তুমিই ত, রাজবিধি যত আমাদের
অতীব কঠোর; কহিলে প্রকারে, নহে
পাপ কভু অপরাধ ভায়ের তোমার,
যৌবনের লীলা মাত্র।

হেমলতা। ক্ষম অপরাধ।
বাসনার আশা কভু পাইবার আশে
বাহিরায় ভ্রমে রসনায় নাহি যাহা

ভাবে চিতে। অতি চঞ্চল মানব মন,
কখন বা আদরেতে করয়ে গ্রহণ
অন্তরের হেয় বস্তু প্রিয়জন তরে
মঙ্গল আশায়।

ধর্ম্মরাজ। এমনি ভঙ্গুর বটে
চিত্ত আমাদের।

হেমলতা। তাই যদি, কেন তবে
লও আমার ভায়ের প্রাণ? যে ভঙ্গুর
চিত্ত তরে অপরাধী ভাই, সেইমত
ভঙ্গুর ত তোমারও হৃদয় নরনাথ,
তোমাদের সকলের।

ধর্ম্মরাজ। সুধু আমাদের!—
সেইমত স্ত্রীজাতিরও ভঙ্গুর হৃদয়।

হেমলতা। স্ত্রীজাতির ভঙ্গুর হৃদয়! অতি সত্য,
অতীব ভঙ্গুর, ভঙ্গুর দর্পণ যথা;
তার চেয়ে জেন তাদের বিমল কান্তি
দর্পণের ছায়া। নারী—ধিক পুরুষেরে,
তারাইত রমণীরে করে কলঙ্কিনী,
রমণীর বল বুদ্ধি। মনে রেখ তবে—
সহজে ভঙ্গুর অতি নারীর হৃদয়;
কোমলাঙ্গী নারী জাতি, কান্তি সুকোমল,
পড়ে কলঙ্কের রেখা সামান্য প্রশ্বাসে
নির্ম্মল দর্পণে যথা।

ধর্ম্মরাজ। যথার্থ বলেছ।

এমনই যদ্যপি হয় নারীর হৃদয়,
নিজমুখে বলিলে ত—মোরাও এ হেন,
চিন্তামাত্রে বিচঞ্চল হৃদয় মোদের;
তাই বলি তোমা, প্রতিবাদ কেন আর
কর অকারণে? বলি তাই, শুন বাণী,
রমণী—রমণী থাক। তার চেয়ে কেন
তব বাসনা অধিক? রমণী যদ্যপি,
বাহ্যিক লক্ষণে যথা পায় সুপ্রকাশ,
সাজ নিজ সাজে বিধির বাসনা মত।

হেমলতা। অক্ষম বুঝিতে মহারাজ, মূর্খ আমি;
প্রার্থনা আমার কহ সরল ভাষায়।

ধর্ম্মরাজ। সরল ভাষায়—আমি ভালবাসি তোমা।

হেমলতা। ভালবেসেছিল সরোজারে ভাই মোর,
তোমারই আদেশে তাই মৃত্যুদণ্ড তার।

ধর্ম্মরাজ। প্রিয়তমে, চন্দ্রাননে, লভি যদি তব
প্রেমসুধা, নাহি হবে কোন দণ্ড তার।

হেমলতা। বুঝিয়াছি লম্পটের ভাণ করি কর
পরীক্ষা আমার। আজ সম অপরাধী
চাও করিবারে মোরে জগতের সনে।

ধর্ম্মরাজ। দিব্য করি বলিতেছি নহেক চাতুরী,
কথায় প্রকাশে মম হৃদি অভিলাষ।

হেমলতা। উচ্চপদে কেহ যেন না করে বিশ্বাস।
ঘোর পাপ লালসা তোমার! কপটতা!
প্রতারণা! সর্ব্বস্থানে প্রচারিব আজ

চরিত্র তোমার ধর্ম্মরাজ। শুন মোর
বাণী, দণ্ড-আজ্ঞা কর রোধ, দেহ মোরে
স্বাক্ষরিত পত্র তব। নতুবা বলিব
আমি ফিরি গৃহে গৃহে, প্রত্যেক মানবে
জগতের, কিবা নীচ প্রকৃতি তোমার।

ধর্ম্মরাজ। মানিবে প্রত্যয় কেবা তোমার কথায়
বল লো সুন্দরী? নিষ্কলঙ্ক খ্যাতি মম,
কঠোর সাধনা, মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ,
হেন উচ্চপদ, এ সবের কাছে, বল,
কি করিতে পারে এক তব নিন্দাবাদ?
আপনি অনল জ্বালি আপনি মরিবে,
তোমারই অযশ সুধু ঘুষিবে সকলে।
সঁপিয়াছি স্মররাজে হৃদি রাজ্য মম,
জ্বলিতেছে স্মরশরে হৃদয় আমার,
নিবাও সে দারুণ দহন। ত্যজ যুক্তি,
ত্যজ লাজ; শত্রু দোঁহে ভুলায় তোমায়
কি কাজে আসিলে হেথা। ভগ্নী তুমি তার
কর রক্ষা সহোদরে সমর্পিয়া দেহ
তব মম বাসনায়। অথবা জানিও,
সুধু মরণ তাহার নহে সুনিশ্চিত,
ভয়ানক যাতনায় হবে মৃত্যু তার
মম প্রতি নিঠুর যদ্যপি তুমি। কাল
বলিও যা হয়। জেন, নিঠুর অন্তরে
ঘোর দিব প্রতিশোধ, নাহি কর শাস্তি

যদি এ ঘোর যাতনা। ঘুষিবে জগতে
আমার প্রকৃতি? করহ ঘোষণা যথা
ইচ্ছা তব। কিন্তু যত সত্য কহ তুমি,
ডুবিবে সে সব জেন মম মিথ্যাবাদে।

হেমলতা। কার কাছে কহি আমি? কহিলে বা মোরে
কে যাবে প্রত্যয়? এই কি সংসার। এই
কি সত্যের মান! ধিক্ ধিক্‌রে তোমায়!
যে পাপের দিলে দণ্ড, তারই সেবা তব!
ধিক বিচারক, রাজবিধি রাখে যেই
ইচ্ছার অধীন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বাঁধা যার
পাপ লালসায়! যাই আমি ভ্রাতৃপাশে;
যদিও যৌবনানলে কলঙ্কিত বটে,
তথাপি আছয়ে হৃদে হেন শক্তি তার,
যে শক্তিতে অকাতরে পারিবে ত্যজিতে
শতবার শত শির এই রাজদ্বারে।
কে আছে পিশাচ হেন পারে দেখিবারে
এ জঘণ্য পাপপঙ্কে ডুবে ভগ্নী তার?
তবে হেমলতা, অভাগিনী, বেঁচে থাক,
রাখ নিষ্কলঙ্ক তব সতীত্ব রতন।
হায় ভাই মোর, মরণ মঙ্গল তোর,
ভাই হতে প্রিয়তর সতীত্ব মোদের।
তবু যাই বলি তারে ধর্ম্মরাজ কথা,
বলি তারে মৃত্যু তরে হইতে প্রস্তুত,
দুঃখের বিশ্রাম, চির শান্তির উপায়। [প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।—কারাগারের এক কক্ষ।

রাজা ( তাপস বেশে ), জগৎ, কারারক্ষক।

রাজা। তা হলে এখন্‌ও হেরি আছে আশা তব
লভিবে মার্জ্জনা ধর্ম্মরাজ পাশে ?

জগৎ। দেব,
অভাগার আশা বিনা আর কি উপায় ?
বাঁচিবার এখনও আছে আশা ; তবে
মরনের্‌ও তরে মনে করিয়াছি স্থির।

রাজা। মরনেই রেখ স্থির মনে ; জীবন বা
মরণ তোমার দুই হবে সুখকর।
দেখ একে একে, যদি হারাও জীবন,
হারাইবে তুচ্ছ বস্তু ; মূর্খজনে তার
তরে হয় লালয়িত। কিবা এ জীবন,
বায়ুমাত্র বিম্বপ্রায় এ দেহের মাঝে
রহে নানা গ্রহের অধীন। কাঁপি মোরা
মরণের ভয়ে, সদা চেষ্টা পলাইতে
মরণের হতে ; কিন্তু হের ক্রমাগত
চলিতেছি তাহারই নিকটে, যেতে তার্‌ই
করে মোরা লভিনু জনম। অতি হীন
জীবন মোদের ; সংসারের নীচ মন
বিনা কে পায় তাহার কোন সুখ কবে ?

ভয়ের আগার এ জীবন ; প্রতিপদে
কাঁপে হিয়া, কাঁপে থরথরি সামান্য যে
কীটমাত্র হেরি। নিদ্রা বিরাম জীবনে,
কাতর অন্তরে কর কত উপাসনা ;
মরণ ত নিদ্রামাত্র. লভিতে জীবন
নব নবীন উৎসাহে। তবে তার নামে
কেন বা কম্পিত? কি পদার্থ জীবনের ?
ধূলারাশি হতে এই অস্তীত্ব তাহার,
যে আহারে বেঁচে থাকে ধূলাই সকল।
কেবা সুখী এ জীবনে ? হস্তগত ধনে
নাহিক আদর, অধ্রুব আশার তরে
কাঁদে সে কাতরে। অস্থির সকলি তার।
চন্দ্রকলা যথা দিনে দিনে সুখে দুঃখে
ধরে নানারূপ। বহুধন অধিপতি!
অতি দীন সেই ; সুধু গর্দ্দভের মত
বহিয়া বেড়ায় মাত্র স্বর্ণ স্তূপরাশি
অশ্রুজলে ভাসি। মৃত্যু বিনা কে লাঘবে
সে অসহ্য ভার? কে আপন এ জীবনে ?
এই দেহ এর চেয়ে কে আছে আপন ?
হের সেই লয়ে আসে ব্যধি কতরূপ
ত্বরায় নাশিতে তোমা। বার্দ্ধক্যে, যৌবনে,
বল কিসে সুখী এ জীবন ? লালায়িত
কত যৌবনে বার্দ্ধক্য তরে, কত ইচ্ছা
লভিবারে তাহার সম্ভোগ ; কাঁদে পুনঃ

বার্দ্ধক্য লভিয়া, সে সুখ সে দেহ শক্তি
গেছে চলি হায়, নহে সুখকর আর
এ সুখ সম্ভোগ। এই ত জীবন যদি,
তবে কহ কি আছয়ে আর, যার তরে
জীবনের এতই আদর? তবু কত
মৃত্যুর মূরতি রহে অপ্রকাশে এই
জীবনের মাঝে। তবে না জানি কিহেতু
মৃত্যুভয়ে কাঁপে সবে, যাহার পরশে
সব ভ্রম হয় দূর?

জগৎ। শিরোধার্য্য দেব
তব উপদেশ। জীবনের অন্বেষণে
মৃত্যু মোরা প্রকৃতই করি অন্বেষণ.
মৃত্যু লভি পাই পুনঃ সুখের জীবন।
মরণে নাহিক ভয় মোর।

হেমলতা। জয় হোক
কারারক্ষ! প্রবেশ প্রার্থনা মম। কোন
বিশেষ কার্য্যেতে আসিয়াছি কারাগারে।

কারারক্ষক। এস যেই হও, বিশেষ কার্য্যেতে যদি।

রাজা। যাই এবে, ক্ষণপরে আসিব আবার।

কারারক্ষক। প্রণমি চরণে দেব।

রাজা। জয় হোক তব!

[ হেমলতার প্রবেশ।

হেমলতা। জগতের কাছে আছে প্রয়োজন মম।

কারা রক্ষক। ভাল; মহাশয় ভগিনী আগতা তব।

রাজা। শুন, আর এক কথা বলিব তোমায়।

কারারক্ষক। কহ কি আদেশ প্রভু।

রাজা। লয়ে চল মোরে
হেন কোন স্থানে, যথা হতে গুপ্ত থাকি
পারিব শুনিতে মোরা যা কহে এ দোঁহে।

[ রাজা এবং কারারক্ষকের প্রস্থান

জগৎ। বল বোন শুভ কিরে সমাচার তোর ?

হেমলতা। শুভ ? অতি শুভ ! তার চেয়ে শুভ আর
কি আছে ধরায় ! স্বর্গেও রাজত্ব বাঞ্ছা
রাজার তোমার। তাই বাসনা তাঁহার,
দূতবেশে পাঠাবেন তোমায় তথায়,
দৌত্যকার্য্যে রহিবে তথায় চিরতরে।
শুভযাত্রা তরে ভাই থাকহ প্রস্তুত ;
কাল শুভদিন !

জগৎ। উপায় নাইরে তবে ?

হেমলতা। নাই ভাই। তাই বা কেমনে বলি ? আছে ;
মস্তকের রক্ষা যথা হৃদয় বিদারি।

জগৎ। আছে কি তা হলে ?

হেমলতা। আছে ভাই ; বাঁচিতেও
পার তুমি। আছে দয়া বিচারক হৃদে,
কিন্তু পিশাচের সম। তাই যদি চাও,
জীবনে বাঁচিবে বটে, কিন্তু আজীবন
রবে বাঁধা কঠিন বন্ধনে।

জগৎ। আজীবন ?

হেমলতা। আজীবন ভাই। আর বন্ধন এ হেন,
সমুদায় মেদিনীর হও অধীশ্বর,
সে বন্ধন যাতনার নাহি শেষ আর।

জগৎ। কি উপায় বল মোরে।

হেমলতা। হেন, যদি তাই
করহ গ্রহণ, হারাইয়া মনুষ্যত্ব
রহিবে কঙ্কাল যথা ছিন্ন দেহভাগ।

জগৎ। কি উপায় তাই বল মোরে।

হেমলতা। ভয় হয়
তোমা ভাই, ভয় হয় পাছে চিরস্থায়ী
যশ কীর্ত্তি চেয়ে দুদণ্ডের তরে মাত্র
জঘণ্য জীবন তরে হও বা আকুল।
পারিবে মরিতে ভাই? আছে সে সাহস?
মরণের ভয় ভয় ভয়ানক। তবে
ভীষণ রাক্ষস হতে অতি ক্ষুদ্র কীট,
মৃত্যুর যাতনা সমান সবার।

জগৎ। কেন
বৃথা লজ্জা দাও মোরে? এ হেন জঘণ্য
কিরে আমার হৃদয়? তাই ভাব তুমি
কামিনীর কোমল বচনে লব শিক্ষা
এ হেন সময়ে? তাই কি করিতে চাও
সাহসী আমায় মরণের তরে? জেন,
যদি মরিতেই হয়, কাল অন্ধকারে
স্থির মনে কাল দণ্ডে দিব আলিঙ্গন।

হেমলতা। আমার ভায়ের এই ত কথাই! ধন্য
আমি হেন জন যার সহোদর! আহা,
পিতার কি দেব-আত্মা পশিয়া হৃদয়ে
বলে দিলা এ সকল কথা। মরিতেই
হবে ভাই তোমা। জানি আমি নহে নীচ
হৃদয় তোমার, কভু ঘৃণিত উপায়ে
হেন করিবে না প্রাণরক্ষা। ধর্ম্মরাজ
কপট ধার্ম্মিক; দেখিতে দেবতা বটে,
পিশাচ বিশেষ; হৃদয়ে তাহার ঘোর
পাপরাশি, ধর্ম্ম তার আচ্ছাদন সুধু।
খুলিলে সে ছদ্মবেশ দেখিবে হৃদয়
তার নরক সমান।

জগৎ। ঋষি ধর্ম্মরাজ!
ধর্ম্মপুত্র সম যেই!

হেমলতা। না না, ছদ্মবেশী
নরকের কীট; ঘোর পাপী করে সুধু
ধরমের ভাণ। এবে দেখহ ভাবিয়া,
সতীত্ব আমার যদি করি বিসর্জ্জন,
তা হলেই মোচন তোমার।

জগৎ। হেন কার্য্য
কর না কখন!

হেমলতা। চাহিত জীবন যদি,
তুচ্ছ তৃণ সম করিতাম বিসর্জ্জন
অকাতরে তায়।

জগৎ। ধন্য ধন্য বোন তোমা!
হেমলতা। মৃত্যু তরে তবে ভাই থাকহ প্রস্তুত।
কাল মৃত্যু তব।
জগৎ। ধর্ম্মরাজ! সে'ও কি এ
রিপুর অধীন! হেন রূপে রাজবিধি
করে অবহেলা, যবে করে শাস্তি দান
হেন কঠোর অন্তরে অপরেরে? সত্য,
এত পাপ নয়; কিম্বা ছয় রিপু মাঝে
সামান্য এ পাপ।
হেমলতা। কোন পাপ?
জগৎ। নহে যদি
সামান্য এ পাপ, তবে এত জ্ঞানী হয়ে
তিলেক আনন্দ তরে চাহে কি সহিতে
অনন্ত অনন্ত কাল যাতনা তাহার?—
হেমলতা! বোন!
হেমলতা! বল ভাই।
জগৎ। মৃত্যু যে রে
ভয়ানক অতি!
হেমলতা। ঘৃণিত জীবন হেন
জঘণ্য যে অতি!
জগৎ। সত্য বটে। কিন্তু, মৃত্যু!
নাহি জানি কোথা যাব! এ দেহ শীতল
হবে! হবে ভস্মরাশি! আর না কহিব

কথা! চলিবে না পদ! নিস্পন্দ শরীর
রব পড়ি জড়প্রায়! ধূলায় মিশাব
ক্ষণ পরে! কত আশা আনন্দ আমার!
কাল এবে কোথা রব! পুড়িব সতত
জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে! কিম্বা যন্ত্রণায়
কত রব পড়ি হিম কুণ্ডমাঝে! আর
পাবনা যে দেখিতে সূর্য্যের মুখ, হেন
চন্দ্রমার স্নিগ্ধকর জ্যোৎস্না সুধা ধারা!
শূন্যপথে ফিরিব অনন্তকাল চির
অন্ধকারে, বায়ুবলে তাড়িত সতত!
ব্রহ্ম পিশাচ যতেক বেড়িয়া আমায়
করিবে তাড়না সদা ভীম গদা ধরি!
কিম্বা আরও কত পাবরে যন্ত্রণা, আর
কল্পনায় না পাই চিন্তিয়া! ভয়ে কাঁপে
হিয়া মৃত্যুর চিন্তায়! মৃত্যু! মৃত্যু বোন!
তার চেয়ে স্বর্গসুখ জঘণ্য জীবন,
স্বর্গসুখ তার চেয়ে সংসারের ক্লেশ,
পাপ জরা দারিদ্র্য বা ব্যাধির পীড়ন!

হেমলতা। কি বলিলে! কি বলিলে!

জগৎ। প্রিয় ভগ্নী মোর,
বাঁচাও আমায়; ভ্রাতৃপ্রাণ কর রক্ষা।
তাহার যে পাপ, লভিবে মার্জ্জনা তার
বিধির বিচারে। পুণ্য তব সেই পাপ।

হেমলতা। ওরে পশু, কাপুরুষ, কপট নারকী,

ওরে পাপী, ভগিনীর সতীত্ব বিকায়ে
চাও কিনিবারে ছার নশ্বর জীবন!
লজ্জা কি রে নাহি হয় তোর! নাহি হয়
ঘৃণা বোধ কহিতে এ হেন কথা! আর
কি বলিব—সাধ্বী সতী জননী আমার;
নতুবা রে বলিতাম, দেবতার সম
পিতা, সম্ভবে কি কভু তাঁহার ঔরসে
হেন পশুর প্রকৃতি? শুন মোর কথা,
নাহি তব প্রাণ রক্ষা; মর তুমি ভস্ম
হোক ও পাপ শরীর! প্রাণ বিনিময়ে
পারিতাম বাঁচাতে তোমায়; কিন্তু এবে
মৃত্যু তরে দিবারাত্তি করিব প্রার্থনা,
নহে আর তব রক্ষা তরে।

জগৎ। হেমলতা,
শোন্ শোন্ মোর কথা বোন।

হেমলতা। ছিছি ছিছি,
বুঝিয়াছি ভ্রমবশে নহে পাপ তব,
পাপ স্বভাব তোমার। আপনি করুণা
দেবী হবেন কুটনী, তব প্রতি যদি
হয় কৃপাদৃষ্টি তাঁর। মরণ ত্বরায়
যত মঙ্গল তোমার।

জগৎ। হেম, প্রিয় বোন,
অভাগার শোন এক কথা, শোন বোন।

[ রাজার পুনঃ প্রবেশ।

রাজা। সন্ন্যাসিনী, আমার একটী কথা আছে।

হেমলতা। বলুন কি কথা।

রাজা। যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, ক্রমে সকল কথাই বলি।

হেমলতা। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করলে আমার নিজ কার্য্যের ক্ষতি হয়; তবে আর কিছুক্ষণ এখানে থাকতে পারি।

রাজা। বেশ। (হেমলতার কিছু দূরে অবস্থিতি)
বৎস্য, তোমাদের সকল কথাই আমি শুনেছি। তোমার ভগ্নীর সতীত্বনাশ ধর্ম্মরাজের উদ্দেশ্য নয়। তিনি তাঁর পরীক্ষা করেছেন মাত্র; তিনি দেখে-ছেন, স্বভাবতঃ পরনারী-গমন কতদূর পাপ, এবং এতে কুলবতী স্ত্রীলোকদের কতদূর অনিষ্ট হয়। তোমার ভগ্নী সতীর আদর্শ স্বরূপা, তাই তিনি তাঁর প্রস্তাবে অস্বীকার করেছেন। ধর্ম্মরাজও সে অস্বীকারে নিশ্চয়ই আনন্দিত। আমি ধর্ম্মরাজের গুরু। আমি তাঁর সমস্তই ভালরূপ জানি। তাই বলি, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও; বৃথা আশায় ভুলো না। পরকালের কার্য্যই তোমার মঙ্গলকর।

জগৎ। আমি আমার ভগ্নীর মনে বড় ক্লেশই দিয়েছি, সে যেন আমার অপরাধ মার্জ্জনা করে। জীবনে আমার এতদূর ঘৃণা বোধ হয়েছে যে যত শীঘ্রই আমি এ জীবন হতে মুক্ত হই, ততই ভাল।

রাজা। অন্য মন যেন না হয়। যাও নিজকা . ᐟᐟলা না।

[ কারারক্ষকের পুনঃ প্র৻ শ

কারারক্ষক, আর একটী কথা বলব।

কারারক্ষক। আদেশ করুন।

রাজা। আমি এ সন্ন্যাসিনীকে দুই একটী কথা বলব তোমাকে এখন এস্থান হতে সরে যেতে হবে। আমার ধর্ম্ম, আমার স্বভাব হতে, একাকিনী হলেও এ কুমারীর কোন বিপদেরই সম্ভাবনা নাই

কারারক্ষক। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

[ কারারক্ষকের প্রস্থান ও

হেমলতার অগ্রসর হওন।

রাজা। যে বিধাতা তোমায় সুন্দর করেছেন, তিনিই আবার সেই সৌন্দর্য্যেরও শোভা সদ্‌গুণরাশি তোমায় দিয়াছেন। এ উভয়ে একত্রে বহুদিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু তোমার হৃদয়ে এ সকলেরও শোভা ধর্ম্মের আলোক বিকশিত। তাই এ সৌন্দর্য্য সকল পরীক্ষায় স্থির, এ সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী। তোমার প্রতি ধর্ম্মরাজের অন্যায় আচরণের কথা সকলই আমি ঘটনাক্রমে শুনেছি। আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে ধর্ম্মরাজের হৃদয় এতদূর কলুষিত। এখন কি স্থির করলে, তার পাপ-তৃষ্ণা তৃপ্ত করে কি ভায়ের প্রাণরক্ষা করবে?

হেমলতা। আমি তারই উত্তর দিবার জন্য যাচ্চি। জারজ পুত্রের জন্মদান অপেক্ষা আমার ভায়ের মৃত্যুই

আমি ভাল বিবেচনা করি। কিন্তু রাজা ধর্ম্ম-রাজকে এরূপ বিশ্বাস করে কতদূর প্রতারিত হয়েছেন? যদি তিনি কখন ফিরে আসেন, আর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পাই, একবার এ সমস্ত কথা তাঁ'কে বলি। যদি বিশ্বাস না করেন, না হয় মিথ্যাবাদিনী হব, লোকের কাছে লাঞ্ছিতা হব।

রাজা। তাও ভাল বটে। কিন্তু ব্যাপার যতদূর দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার কথা বিশেষ ফলদায়ক না হতেও পারে। হয়ত ধর্ম্মরাজ বলবে, আমি তাঁর স্বভাবের পরীক্ষা করেছি মাত্র। তা নয়, আমার পরামর্শ শোন। মঙ্গল সাধনোদ্দেশেই আমি একটা উপায় স্থির করেছি। এ উপায় বিধানে তোমার সতীত্ব নিষ্কলঙ্ক থাকবে, এক অভাগিনী স্ত্রীলোকের মহা উপকার হবে, তোমার ভায়ের প্রাণরক্ষা হবে, আর রাজা যখন ফিরে আসবেন, যদি সমস্ত শুনতে পান, বিশেষ আনন্দিত হবেন।

হেমলতা। কি উপায় বলুন। সৎকার্য্যে আমি প্রাণ পর্য্যন্তও পণ কর্‌তে পারি।

রাজা। সৎকার্য্যে কার ভয় থাকে? আর ধর্ম্মবল থাকলে কোন বলের অভাব হয়? তুমি সেনাপতি বীরেন্দ্রের ভগ্নী ইন্দুমতীর নাম শোন নি, সেই বীরেন্দ্র, যিনি জলমগ্ন হন?

হেমলতা। শুনেছি। সকলেই ত তার খুব সুখ্যাতি করে।

রাজা। ধর্ম্মরাজের তার সহিত বিবাহ একরকম স্থিরই

হয়েছিল ; ধর্ম্মরাজও তাকে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। বিবাহের দিন পর্য্যন্তও স্থির হয়েছিল ; ইতিমধ্যে তার ভাই বীরেন্দ্র, ভগ্নীর যৌতুকের ধনরত্ন সর্ব্বসমেত জলমগ্ন হন। অভাগিনীর কি দুর্ভাগ্য! মূর্ত্তিমান ভ্রাতৃস্নেহ অমন ভাই গেল ; যশস্বী কীর্ত্তিমান, যার চারিদিকে ধন্য ধন্য সুখ্যাতি! সুধু কি ভাই গেল! ভাইকে হারালে, তার জীবনের সুখ, জীবনের আনন্দের পথস্বরূপ যৌতুকের ধনরত্ন সমস্তই হারালে, আর তার সঙ্গে যাকে তার হৃদয় সমর্পণ করেছিল, হৃদয়ে যাকে স্বামী বলে বরণ করেছিল, তার সেই স্বামী এই ছদ্মবেশী ধর্ম্মরাজকেও হারালে।

হেমলতা। সত্যই কি পাপী সামান্য অর্থের জন্য তাকে পরিত্যাগ করেছে?

রাজা। আহা, চিরকালের জন্য তাকে অশ্রুপাত করতে রেখে দিয়েছে। তার চোক্ষের বিন্দুমাত্র জলও কখন মোছায় নাই। আবার এত প্রতিশ্রুতি, এত অঙ্গীকার মিথ্যা তাকে ব্যভিচারিণী বলে, সে সকলে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছে। আহা, অভাগিনী এখনও দিনরাত তার জন্য কাঁদছে। পাষাণে কি দয়া আছে? পাষাণে অশ্রুজল ভাসিয়া যায় মাত্র।

হেমলতা। মৃত্যুও কি অভাগিনীর প্রতি নিদয়? পাপ সংসার

তাই এ নারকীকে স্থান দিয়েছে। এখন তার কি উপায় হতে পারে ?

রাজা। তুমি অনায়াসে তাকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত করতে পার। তাতে তোমার ভায়েরও রক্ষা হবে, আর তোমারও কোন ক্ষতি হবে না।

হেমলতা। কেমন করে ?

রাজা। ইন্দুমতীর ভালবাসা এখনও একরূপেই আছে। ধর্ম্মরাজের নিষ্ঠুরতা অন্যায় আচরণ সে ভালবাসার শেষ না করে, বরং স্রোতমুখে প্রতিবন্ধকের ন্যায় আরও বেগবতী করেছে। তুমি ধর্ম্মরাজের কাছে যাও। সে যে রকম চায় বিনীত ভাবে সেই মত উত্তর দেবে ; সে যা বলে, তাতেই স্বীকৃতা হবে। কেবল গভীর রাত্রি, অন্ধকার আর নির্জ্জন স্থান প্রার্থনা করবে ; আর কেবল এই কথাটী বলে রাখবে, কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পাবে না। এই কটী বিষয় স্থির হলে, আর কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আমি ইন্দুমতীকে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে তোমার স্থানে পাঠাব। যদি ইহাদের মিলন কোনরূপে রাজার গোচর হয়, ইন্দুমতীর এ অপরাধার পুরস্কার ধর্ম্মরাজকে দিতেই হবে। এ হলে এখন তোমার ভায়ের রক্ষা হবে, তোমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক থাকবে ; পরে অভাগিনী ইন্দুমতীর সকল ক্লেশ দূর হবে, আর পাপী রাজপ্রতিনিধিরও যথেষ্ট শিক্ষা হবে। তবে একজনকে প্রবঞ্চনা বটে।

কিন্তু যেখানে এত উপকার, সেখানে এক পাপীকে প্রবঞ্চনা কিছুই নয়। তুমি কি বল ?

হেমলতা। আপনার কথাগুলি শুনে আমার বড়ই আনন্দ হচ্চে। এখন ইচ্ছামত সকলটী সাধিত হলেই ভাল।

রাজা। সে বিষয় তোমার উপরই অধিক নির্ভর কর্‌ছে এখনি ধর্ম্মরাজের কাছে যাও। যদি আজ রাত্রেই তোমাকে যেতে বলে, তাতেই স্বীকৃতা হবে। আমি এখনি স্মুবর্ণগ্রামে যাই। সেখানে নদীর তীরে একখানি সামান্য কুটীরে ইন্দুমতী বাস করে। সেইখানে আমার সহিত দেখা করবে। যাও ধর্ম্মরাজের কাছে শীঘ্র যাও।

হেমলতা। আপনার কথায় আমার মন অনেক সুস্থির হল। যাই তবে।

[ উভয়ের ভিন্ন দিক্‌ দিয়া প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য—কারাগারের সম্মুখস্থ পথ।

(একদিক দিয়া তাপসবেশে রাজার প্রবেশ, অন্যদিক দিয়া গদাই, কর্ম্মচারীগণ এবং শ্যামচাঁদের প্রবেশ।)

গদাই। তোদের পাপেই কলি উল্টাল, মা গঙ্গার সর্ব্ব মাহিত্র গেল। তবু তোরা বেভুষার ব্যবসয় তেয়াগ করবি নে? চল্‌ এখন রাজার ঘরে।

রাজা। এ আবার কি!

শ্যামচাঁদ। ধরেচ, নিয়ে চল। কিন্তু কলি ত উল্টেইছে, মা গঙ্গারই বা আর কি মাহিত্র আছে, গদা দাদা? ভাল লোক যারা, তারাই ধরা পড়ে, মারা যায়। আর প্রকর্ত্ত বদমাইশ যারা, কেমন মেষচর্ম্ম পরে নিরহী মেষশাবকের মত বেড়াচ্চে; ভয়ও নাই, ডর্‌ও নাই ভিতরে যে শৃগাল শাবক, তা আর কে দেখবে?

গদাই। লয়ে আন ধরে এক্ষণ; মেষ চর্ব্বণ হবে তখন রাজার ঘরে।—প্রমাণ হই দাদাঠাকুর।

রাজা। তোমায় বিশেষ আশীর্ব্বাদ করি বৎস্য। কি দোষ কোরেছে এ?

গদাই। নূতন রাজ-আজ্ঞার অপখেলা করেছেন বাবাঠাকুর, আর বেভুষ্যর দুলাল, আর চোরও বটেন; ওর কাছে একটা লৌহখণ্ড দেখেছিলেম সেটাও রাজার ঘরে প্ররাণ করেছি দাদাঠাকুর।

রাজা। ছি ছি, কুটনার বৃত্তি তব! নীচ, হেয়
অতি! নীচ কার্য্য হেন জীবিকা উপায়

তব! ভেবে দেখ দেখি, হেয় কতদূর
জঘণ্য উপায়ে যত করিছে যে জন
তার উদর পূরণ। কহ মনে মনে
দিবা রাতি, জঘণ্য পশুর মত করি
ব্যবহার, বসন ভোজন পান কর
আয়োজন; জঘণ্য পশুর মত কর
তব জীবন যাপন। কহ কি মানব
তায়. হেন নীচ বৃত্তি নির্ভর যাহার?
যাও করহ শোধন আপনার মন।

শ্যামচাঁদ। হাঁ নীচ বলতে পারেন বটে; কিন্তু আমিও প্রমাণ দিতে পারি।—

রাজা। না না; প্রমাণে তোমার নাহি প্রয়োজন।
কুমতি শিখায় নরে কতই প্রমাণ,
পশু তায় বোধ হয় মানবের মত।
কর্ম্মচারী! যাও এরে লয়ে কারাগারে;
শাস্তি শিক্ষা দুই এর অতি আবশ্যক,
তায় যদি হয় কভু শিক্ষা সমুচিত।

গদাই। রাজার ঘরে ত যেতে হবেই দাদাঠাকুর. রাজার ঘরে মাধ্যাহ্নি ভর্ক্ষণ ত আছেই। রাজার পতি-নিধি বড় সামান্য ব্যক্তি নয়। একে ত বেভুষ্যার উৎপত্তিদের দেখতেই পারেন না, তায় যাদের বেভুষ্য লয়ে ব্যবসয়, তাঁহারা তার সম্মুখে গেলে একেবারেই যমরাজ।

রাজা। বাহিরে যথায় প্রায় হয় অনুভব,

দোষহীন সেইরূপ আছে কয়জন ?
কিবা সাধু কত জন বাহিরে প্রকাশ !

গদাই। এইবার তোমায় সাত সমুদ্রের জল খাওয়াব।

শ্যামচাঁদ। না গদা ভাই, আর কেন ? সেকালে যা করেছ তা করেছ। আর সে পরিচয়েরই বা আবশ্যক কি ? সকলেই জানে, তোমরাই সেই সব মূর্ত্তি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে প্রহরীরূপে জন্মেছ। এইবার একটা জামিনের চেষ্টা দেখতে হবে। ঐ এক নিরহী মেষশাবক আসচেন, আমার এক পরমবন্ধু, শৃগাল ও বটে।

[রাধানাথের প্রবেশ।

রাধানাথ। কি শ্যামচাঁদ, বৃষলাঙ্গুল ধারণ করে স্বর্গে চলেছ ? তা বেশ, যাও ; যাবে বৈকি। আর বুঝি নূতন আমদানি নেই ? বাবুদের ট্যাঁকেও আর বড় হাত টাত পড়তে পায় না ; না ? বল, একটা জবাব দাও। খুব মজাটা লুটলে যা হোক। এখন সংসারের গতিক কি রকম বল দেখি ? মজা সব গেল কোথায় ? বড় কষ্ট ; না ? তুটো কথা কও। সংসারটা ভোজবাজী আর কি।

রাজা। যত যাই, তত্তই নানামূর্ত্তি।

রাধানাথ। আমার ননীর পুতুল তোমার গিন্নিঠাকরুণ কেমন ? কিছু জোটে আর ?

শ্যামচাঁদ। ননীর পুঁতুল ননীটুকু সব ভক্ষণ করে এখন পাতে হাতে বসে আছেন।

রাধানাথ। এত ঠিকই হয়েছে। এ বৃত্তির এই বাঁধা শেষ ফল। তা শ্যামচাঁদ, এখন কারাগারে চলেছ?

শ্যামচাঁদ। একান্তই!

রাধানাথ। একান্তই যাবে? তা যাও। কি জন্য বল দেখি? দেনা না কি?

গদাই। বেভুষ্য, বেভুষ্য, আর কি।

রাধানাথ! এত নিঃসন্দেহ, আর বহুকাল হতেই। এতে শ্যামচাঁদের একরকম জন্মই বলতে গেলে। এখনি নিয়ে যাও কারাগারে। কারাগারে এদের যথেষ্ট দাবী আছে, একরকম পিতৃসম্পত্তিই। যাও শ্যামচাঁদ ভুলো না, মনে টনে রেখ। এখন থেকে তা হলে তোমার সংসারে মতি গতি হবে।

শ্যামচাঁদ। তা অনুগ্রহ করে মশাইকে আমার জামিন হতে হচ্চে। এক সময়ে আমি অনেক উপকার করেছি।

রাধানাথ। তা আমি হতে পাল্লেম না শ্যামচাঁদ। বরং তোমার যাতে দণ্ড বেশী হয়. সেইজন্যই চেষ্টা করব। জান শাস্তিতেই সংশোধন হয়। পরিণামে তোমারই ভাল। যাও শ্যামচাঁদ যাও। প্রণাম হই ব্রাহ্মণঠাকুর।

রাজা। জয় হোক।

গদাই। এস এস; আর দাঁড়াইতে দিব না।

শ্যামচাঁদ। তবে আপনি আমার জামিন হচ্চেন না?

রাধানাথ। শ্যামচাঁদ, তবেও না, এবেও না, কবেও না। ঠাকুর, খবর সব কি রকম?

গদাই। আঃ আরে এস না মশাই।

রাধানাথ। যাও শ্যামচাঁদ, বাসগর্ত্তে প্রবেশ করগে যাও।

[ গদাই, শ্যামচাঁদ ও কর্ম্মচারীগণের প্রস্থান।

আচ্ছা ঠাকুর, রাজার খবর কি?

রাজা। আমি ত কিছু জানি না। তুমি কিছু বলতে পার?

রাধানাথ। কেউ বলে তিনি মথুরায় গেছেন, কেউ বলে হরিদ্বারে গেছেন, কেউ বা বলে তিনি এখন দ্বারিকায় আছেন। কিন্তু কোথায় গেছেন আপনি বিবেচনা করেন?

রাজা। কি করে বলব কোথায় গেছেন? যেথানেই যান, তাঁর সর্ব্বদা মঙ্গল প্রার্থনাই করি।

রাধানাথ। এরকম হঠাৎ রাজ্য ছেড়ে লুকিয়ে চলে যাওয়া তাঁর পাগলামি মাত্র। আর ভিক্ষুকের মত তীর্থে তীর্থে বেড়ান, তাও তাঁর ভাল কাজ হয় নি। রাজা রাজার মত যাবে। যা হোক ধর্ম্মরাজ তাঁর হয়ে রাজত্বটা করচেন ভাল। রাজবিধি অবহেলা বিষয়টায় তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আছে।

রাজা। ভালই ত।

রাধানাথ। ভাল বটে; তবে লাম্পট্য বিষয়টায় আর একটু আল্‌গা দিলে বিশেষ ক্ষতি হত না। এ বিষয়টায় বড় বেশী রকম কষাকষী করেছেন।

রাজা। এ পাপটাও বড় বেশী রকম শীকড় গেড়েছে। কাজেই বেশী রকম কষাকষী না করলে ওপড়ান যাবে কেন?

রাধানাথ। কিন্তু এটা বেশী রকম বিস্তারিত হয়েও পড়েছে। একে সমূলে বিনাশের চেষ্টাও যা, আর লোকদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ করবার আজ্ঞা দেওয়াও তা। আচ্ছা, লোকে বলে, ভগবানের সৃষ্টির এরকম অশ্লীল উপায়ে ধর্ম্মরাজের জন্ম হয় নি। এটা কি আপনি সত্য বিবেচনা করেন?

রাজা। তবে তাঁর কি প্রকারে জন্ম হয়েছে?

রাধানাথ। কেউ বলে এক আশ্চর্য্য সাগরবালা প্রসূত অণ্ড হতে তাঁর উৎপত্তি, কেউ বলে দুটো মৎস্য হতে তাঁর জন্ম হয়েছে।

রাজা। তোমার কথাগুলি খুব মনোহারী বটে; আর এক-জন সুবক্তাও নিশ্চয়, মুখে কিছুই আটকায় না।

রাধানাথ। তাই বলছি; এটা কি রকম নির্দ্দয় কাজ বলুন দেখি? মোশা মেরে ফাঁসি দণ্ড? একশত জারজপুত্রের জন্মদানে যদি একজনের দণ্ড দিতেন, সহস্রের জন্যে আবার বন্দোবস্তও করতেন। এ প্রেমতরঙ্গের রস তিনি কতক বুঝে ছিলেন। কাজেই প্রজাবর্গকে এ অপরাধে ক্ষমা কর্ত্তেন।

রাজা। কৈ, মহারাজকে এরূপ পাপে লিপ্ত থাকতে আমার ত কখন শোনা হয় নি। তাঁর ওদিকে মতি গতি আদতেই ছিল না।

রাধানাথ। ওটা মশাই, আপনার ভুল সিদ্ধান্ত।

রাজা। আমার ত বোধ হয় না।

রাধানাথ। কি জানেন, দশ দ্বারে দ্বারস্থ হলে ভিখারীরা কিছু

পেয়ে থাকে। কোন সুন্দরী রাজার দ্বারে দ্বারস্থ হলে মহারাজ কেন না সংসার-ধর্ম্ম পালন করবেন? তিনি তাঁদেরও কমণ্ডলুতে বরাবরই কিছু দিয়ে থাকেন। বড় লোকের খেয়ালের কাজ। আমি আপনাকে বলে দিচ্চি, মদ্যপানটাও হয়। কথাটা হচ্চে, পঞ্চমকারের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহারাজের আছে।

রাজা। এতে তাঁর অযথা নিন্দা করা হচ্চে।

রাধানাথ। কি বলেন ঠাকুর? আমি এক রকম মহারাজের ঘরের লোক। তাঁর ঘরের খবর সমস্তই আমি জানি। তিনি একটী, বলতে নেই রাজা, ভিজে বিড়াল। আর আমি তাঁর পলায়নের কারণও কতক জানি।

রাজা। কি কারণ বলে ফেল।

রাধানাথ। না, মাপ করবেন মশাই, সে বড় গুপ্ত কথা, ঠোঁট থেকে বার করাই উচিৎ নয়। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে বলতে পারি। বেশীর ভাগ লোকেই রাজাকে বড় জ্ঞানী বলে ধরে।

রাজা। জ্ঞানী যে তাতে আর সন্দেহ কি?

রাধানাথ। একটা ছেবলা অজ্ঞান অদূরদর্শী লোক।

রাজা। হয় তুমি অতি ক্রূর, নয় তুমি অতি মূর্খ; তোমার সমস্তই ভুল। তাঁর জীবনী, তাঁর কার্য্য কলাপ সমস্ত হতেই তিনি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। তাঁর কার্য্য সমস্ত ভালরূপ বিবেচনা করলে, অতি ক্রূর-মতি

ঈর্ষান্বিত লোকও, তাঁর বিদ্যা, তাঁর রাজকার্য্য, যুদ্ধবিদ্যার বিচক্ষণতা শতবার স্বীকার করবে। হয় তুমি তাঁর বিষয়ে কিছুই জান না; কিম্বা যদি কিছু জান, তাও তোমার খলস্বভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

রাধানাথ। খল আমি আদতেই নই। আমি তাঁকে ভালরূপ জানি, আর আমি তাঁকে খুবই ভাল বাসি।

রাজা। ভালবাসায় প্রিয়জন-প্রকৃতির প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, আর সে জ্ঞানে ভালবাসারও বৃদ্ধি হয়।

রাধানাথ। আচ্ছা মশাই, আমি যা জানি তা আমারই থাক।

রাজা। আমার ত তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না। আর তুমি কি যে বলছ, কিছুই তুমি তার জাননা। যদি কখন রাজা ফিরে আসেন, আর আমারও প্রার্থনা তিনি শীঘ্রই ফিরে আসেন, তাঁর কাছে এ সমস্ত কথা বলতে হবে। যদি সত্য হয়, এ কথা সংরক্ষণ কর্ত্তে কোন ভয়ই হবে না। আবার তোমার সঙ্গে আমায় ত দেখা কর্ত্তে হবে। তোমার নামটী কি?

রাধানাথ। রাজার সুপরিচিত বন্ধু শ্রীরাধানাথ ঘোষ।

রাজা। আরও সুপরিচিত বন্ধু হবে, যদি রাজাকে সমস্ত কথা বলা পর্য্যন্ত বেঁচে থাকি।

রাধানাথ। তাতে আমি আপনাকে ভয় করবো না।

রাজা। হ্যাঁ মনে করেছ, রাজা আর ফিরে আসবেন না। কিম্বা ভেবেছ আমি তোমার আর কি কর্ত্তে

পারব। তাও সত্য বটে। কিন্তু তখন হয়ত এসব কথাই অস্বীকার করবে।

রাধানাথ। কেন অস্বীকার করব? ফাঁসি দেবে না ত। ঠাকুর আমায় চিন্‌তে পারলেন না। যাক্, আর ও কথায় কাজ নাই। বলতে পারেন, জগতের কি কাল প্রাণ দণ্ড হবে?

রাজা। প্রাণদণ্ড? কেন বল দেখি?

রাধানাথ। কেন? সুরাদেবীর উপাসনা, আর কেন? রাজা যদি এই সময়ে ফিরে আসতেন। এই অমানুষী প্রতিনিধি তাঁর সতীত্বেত দেশটাকে ওজড় করে ফেল্লেন দেখতে পাচ্চি। চটকপক্ষীরও আর রাজবাটীতে প্রবেশ করবার হুকুম নেই। প্রবেশ কল্লেই শীরশ্ছেদ; কারণ তারা বড়ই লম্পট। রাজা কি রকম ছেলেন জানেন, গুপ্তকায গুপ্ত-ভাবেই থাক; সেটা আর প্রকাশ কর্ত্তেন না। আমার ইচ্ছা, তিনি যেন এখনি ফিরে আসেন। অশ্লীলতার জন্যই জগৎ দণ্ডিত হয়েছে। যাক্ আমি চল্লেম এখন। প্রণাম ঠাকুর। আমি আবার বলছি, দেখবেন, রাজা ফিরে এলে যে মকার সেই মকার। সে স্বভাব তাঁর এখনও যায় নি। তাতে ভিখারীর মত তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলই বাড়বে। তখন বল্‌তে হবে, রাধানাথ ঘোষ বলেছিল। চল্লেম এখন।

[ প্রস্থান।

রাজা। কোন ঋষি কোন বীর আছে ত্রিভুবনে
মুক্ত যেবা নিন্দাবাদ হতে? হেন নিন্দা
অন্তরালে করে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রেতে
কলঙ্ক অর্পণ। কোন রাজা বলবান
পারে বা শাসিতে হেন নিন্দাবাদীগণে!
কে আসে আবার?

(সুদর্শন, কারারক্ষক, কর্ম্মচারীগণ এবং বিলাসিনীর প্রবেশ।)

সুদর্শন। না না। ওকে কারাগারে লয়ে যাও।

বিলাসিনী। দয়া করুন মহারাজ, দয়া করুন। দয়ার সাগর বলে আপনি জগতে বিখ্যাত। দয়া করুন।

সুদর্শন। তিনবার তোমায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবু সেই দোষ? এরকম লোককে বার বার দয়া করা প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। এরকম দয়া রাজ্যের অত্যাচার।

কারারক্ষক। আজ এগার বৎসর এই নীচ বৃত্তি ধরে আছে।

বিলাসিনী। মহারাজ, এ কেবল রাধানাথ বলে একটা লোকের কথা। চঞ্চলা বলে একটা স্ত্রীলোকের তার দ্বারা ছেলে হয়। এই মাঘিপূর্ণিমা এলে সেই ছেলের দেড় বৎসর বয়স হবে। আমি এতদিন তার সকল কথা লুকিয়ে রাখলেম, আর সেটা কিনা আমার নিন্দা করে বেড়ায়?

সুদর্শন। তা হলে তাকেও ধরা চাই—যাও, একে কারাগারে লয়ে যাও; আর কথায় আবশ্যক নেই।

[ কর্ম্মচারীগণ ও বিলাসিনীর প্রস্থান।

ধর্ম্মরাজ ত কিছুতেই টলেন না। কাল জগতের মৃত্যু দেখছি নিশ্চয়। এখন তার যাতে পরকালের কার্য্য হয়, তাই কর; মৃত্যুর জন্য মনকে স্থির করতে পারে, এমন উপদেশ কোন সুব্রাহ্মণের দ্বারা দেওয়াও। আমার যে দয়া আছে তাও যদি ভায়ার আমার থাক্‌ত, তাহলেও এরকমটা হত না।

কারারক্ষক। এই তাপস মহাত্মা সেইজন্যই তার কাছে এতক্ষণ ছিলেন, আর মৃত্যুর বিষয়েও অনেক উপদেশ দিয়েছেন।

সুদর্শন। প্রণাম দেব।

রাজা। শুভমস্তু।

সুদর্শন। কোথায় আপনার থাকা হয়?

রাজা। বিশেষ কোথাও নয়, তবে সম্প্রতি এখানে অবস্থিতি করতে হয়েছে। কোন বিশেষ কার্য্যে আমি এ নগরে এসেছিলেম।

সুদর্শন। এ রাজ্যে আপনার ধর্ম্মাচরণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই ত?

রাজা। বিশেষ কিছুই নয়, তবে এ রাজ্যের সকলি আশ্চর্য্য দেখচি। ধর্ম্ম স্বয়ংই এতদূর ব্যাধিগ্রস্থ হয়েচেন যে, সম্পূর্ণ বিনাশ ভিন্ন তাঁর সে ব্যাধি হতে মুক্ত হবার অন্য উপায় নাই; কেবল নূতণত্বই এখানকার কথা; কোন কার্য্যে সহিষ্ণুতা যেমন একটী গুণ, কোন পথে বহুদিন স্থির থাকাও সেইরূপ

বিপদজনক। সামাজিক মধুরতা রক্ষণের ধর্ম্মটুকুরত কিছুই নাই, বিশ্বাস ও বন্ধুতার বিষময় ফলের হেতু লোকের মৌখিক মধুরতাটুকু যথেষ্ট আছে এই সব সমস্যাই ত দেখছি এখানকার গতি কথাটা পুরাতন বটে, কিন্তু এই ত দেখছি এখান-কার দৈনিক ঘটনা। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এখানকার রাজার কিরকম প্রকৃতি?

সুদর্শন। আত্মদোষনির্ণয়, আত্মশাসন যাঁর প্রধান ধর্ম্ম, তাঁর যে রকম প্রকৃতি হয়ে থাকে।

রাজা। আসক্তি তাঁর অধিক কিসে?

সুদর্শন। নিজের আনন্দ বরং ত্যাগ করে পরের আনন্দ দর্শনেই তাঁর অধিক আনন্দ; সংক্ষেপে একটা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় লোক। কিন্তু ওকথা যাক্, প্রার্থনা করি, তিনি যে উদ্দেশ্যে গিয়েছেন তাঁর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক। এখন জগৎকে কিরূপ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত দেখলেন? আমি শুনলেম, আপনি তার কাছে ছিলেন।

রাজা। সে বলে তার প্রতি ন্যায় বিচারই হয়েছে। আর রাজভক্ত প্রজার ন্যায় বিনীতভাবে দণ্ড-গ্রহণেও প্রস্তুত। মধ্যে মনুষ্যস্বভাবসুলভ চঞ্চলতার জন্য জীবন রক্ষার বৃথা আশায় আশ্বাসিত হয়েছিল। কিন্তু আমিও সময়মত তার সে আশার অলীকতা বুঝায়ে দিয়েছি। এখন সে মৃত্যুর জন্যই স্থিরমনা।

সুদর্শন। আপনি যথার্থ আপনার কার্য্যই করেছেন এবং

এতে ঈশ্বরের কার্য্যও সাধিত হয়েছে। আমি এই ভদ্রলোকটীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার সহবিচারপতি এরূপ কঠোরতা ধরেছেন যে তাঁকে ন্যায়ের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি বল্‌লেও হয়।

রাজা। তাঁর নিজকার্য্য হেতু যদি এই পূর্ণমাত্রায় ন্যায়-পরায়ণতার ফল লাভ করেন, তা হলেই ভাল। যদি কখন তাঁর একবার পদস্খলন হয়, তা হলেই আপনার দণ্ড আপনি লিখেছেন।

সুদর্শন। আমি এখন জগৎকে দেখতেই যাচ্চি। চল্লেম তবে, প্রণাম।

[ কারারক্ষক এবং সুদর্শনের প্রস্থান।

যার করে রহে ঘোর ধর্ম্মের বিচার,
সে কেন না হবে দয়া ধর্ম্মের আগার ?
আপনি দৃষ্টান্ত হবে, করিবে শাসন,
ন্যায়, দয়া, ধর্ম্ম তাহে হবে বিকীরণ।
ধিক যেই দেয় নীতি নিঠুর অন্তরে,
আপনি পঙ্কিল হৃদে যে পাপের তরে,
শতধিক ধর্ম্মরাজে অতি পাপমন,
আবার আপন পাপ করিছে রোপণ।
কিবা ছদ্মবেশ ধরে ঘোর পাপী নরে,
বাহিরে দেবতা বটে নারকী অন্তরে।
পাবে শাস্তি ছদ্মবেশে ছদ্মবেশী জন,
ধূর্ত্ততায় ধূর্ত্ততার যোগ্য প্রতিদান। [ প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য—নদীর তীর।

ইন্দুমতী ও ভিখারী বালক।

সখি যদি বাজে সে মুরলী,
বল তারে ফিরে যেতে সহেনা সে চতুরালী।
তরুণ অরুণ জিনি
সেই মুখখানি
ঢালে সুধা ঊষার সমীরে বুঝি যেথা তাঁর চন্দ্রাবলী।
সে মোহন মূরতী হেরি
আপনারে পাশরি
চতুরে সঁপিয়া প্রাণ কুলে দিনু জলাঞ্জলি,
আমা হতে সে যে ভাল, ভালবাসে তারে বনমালী।

ইন্দুমতী। ত্যজহ সঙ্গীত তব, যাও অন্য পাশে;
আসিছেন হের ওই তাপস ব্রাহ্মণ,
কথায় যাঁহার মম ক্লেশ হবে দূর।

[ ভিখারী বালকের প্রস্থান ও
রাজার ছদ্মবেশে প্রবেশ।

করহ মার্জ্জনা প্রভু অপরাধ মম,
সঙ্গীত-অমৃত-পানে আছিনু নিরত।
সত্য কথা কহি প্রভু ক্ষম অপরাধ,
হৃদয়ের ক্লেশ মম নিবারণ তরে
আছিনু সঙ্গীতে রত নহে সুধা আশে।

রাজা। সঙ্গীতের আছে হেন মোহিনী শকতি,
সুখে দেয় শান্তি ঘোর দুঃখে সুখ অতি।
দুঃখের সহায় বটে সঙ্গীত মধুর।
ভাল জিজ্ঞাসা করি এখানে কি কেহ আমায় খুঁজেছিল? আমি প্রায় এই রকম সময়েই এখানে একজনের সহিত দেখা করব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেম।

ইন্দুমতী। কৈ কেহই ত আপনাকে খোঁজেনি; আমি সমস্ত দিনই এখানে বসে আছি।

[ হেমলতার প্রবেশ।

রাজা। কিন্তু ঠিক এই সময়েই দেখা করবার কথা। (হেমলতাকে দেখিয়া ইন্দুমতীর প্রতি) বৎস্য, তুমি এখন একটু দূরে অপেক্ষা কর। অতি অল্পক্ষণ পরেই তোমাকে আবার ডাক্‌ব। বোধ হয় তোমার কিছু ভালও হতে পারে।

ইন্দুমতী। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

[ ইন্দুমতীর প্রস্থান।

রাজা। এসেছ ত হেমলতা প্রকৃত সময়ে।
কিবা সমাচার, কি কহিল ধর্ম্মরাজ?

হেমলতা। যা কহিবে পূৰ্ব্বেই ত আছিল বিদিত।
প্রাচীরে বেষ্টিত তার আছয়ে কানন;
তাহার পশ্চিমে পুনঃ ফুল-উপবন।
রুদ্ধভাবে খুলা রবে সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরে
দুয়ার তাহার। প্রবেশিয়া সে দুয়ারে

আর এক ক্ষুদ্র দ্বার দেখিনু উদ্যানে
পশিতে কাননে সেই প্রাচীরে বেষ্টিত।
সেই কাননেতে আজ মিলিবার কথা
গভীর নিশীথে পাপী নারকীর সনে।

রাজা। দেখেছ ত ভাল করি, চিনেছ সে পথ?

হেমলতা। চিনিয়া লয়েছি পথ অনেক যতনে।
অস্ফুট বচনে পাপী বহু ক্লেশ ধরি
দেখাইয়া দিল পথ অগ্রে রাখি মোরে
তিন চারিবার; একাকী গেছিনু শেষে
তাহার আদেশে।

রাজা। আর কোন কথা আছে
শিখাতে ইহারে?

হেমলতা। আর কিছু নয়; স্বধু
বলিয়াছি তারে—আঁধারে যাইব তথা;
ভৃত্য মম রবে মোর সনে, জানিবে সে
ভ্রাতৃপাশে আসিয়াছি আমি, তাই র'ব
তথা অতি অল্পক্ষণ তরে।

রাজা। এ পর্য্যন্ত
ভাল সব হয়েছে সাধিত। এখনও
কোন কথা এর শুনে নাই ইন্দুমতী।
ইন্দুমতি!

[ইন্দুমতীর পুনঃ প্রবেশ।

বন্ধু তব, লহ পরিচয়।
তোমারই মঙ্গল তরে এসেছেন আজ।

ইন্দুমতী। আমারও বাসনা দেব হতে পরিচিতা।

রাজা। কর কি বিশ্বাস শুভাকাঙ্ক্ষী অমি তব ?

ইন্দুমতী। তাই দাসী বাঁধা প্রভু তোমার চরণে।

রাজা। যাও দোঁহে হাতে হাতে ধরি। আছে তব
তরে এক অপূর্ব্ব আখ্যান। রহিলাম
আমি প্রতীক্ষায় তোমাদের। সমাগত
প্রায় সন্ধ্যা, ত্বরায় আসিবে ফিরি।

ইন্দুমতী। দেব,
রহিলেন প্রতীক্ষায় ! ফিরিব ত্বরায়।

[ ইন্দুমতী ও হেমলতার প্রস্থান।

রাজা। হায় উচ্চপদ মান, তোমার দায়ীত্ব
বল বোঝে কয়জন ! কত দৃষ্টি তোমা
পানে কত কপটীর ; কত তব কথা,
সকলি অলীক, ধরি কত রূপ ধায়
চারিদিকে ; মূর্খ কত কল্পনা ছটায়
দেখে কতরূপে অলীক স্বপন সম,
সাজায় তোমায় নানা কুৎসিৎ আকারে।

[ ইন্দুমতী ও হেমলতার প্রবেশ।

স্বীকৃতা কি ইন্দুমতী ?

হেমলতা। অনুমতি দিলে
এখনি প্রস্তুত তব আদেশ পালনে।

রাজা। নহে শুধু অনুমতি, অনুরোধ মম।

হেমলতা। কোন কথা কহিবে না।
আসিবার কালে ক্ষীণ অস্ফুট বচনে

বলিও তাহায় স্থধু এই কটী কথা—
'মনে রেখ ভায়েরে আমার'।

ইন্দুমতী। কোন চিন্তা
নাহি তার তরে।

রাজা। তোমারও নাহিক চিন্তা।
জানি আমি ভাল, স্বামী তব ধর্ম্মরাজ,
জানি তার প্রতিশ্রুতি শঠ আচরণ।
নাহি কহি পাপ কভু এ হেন মিলনে
তোমাদের। প্রবঞ্চনা ধর্ম্মরাজে বটে;
কিন্তু তব হৃদয় আলোকে দগ্ধ হবে
সে পাপ তোমার। চল ত্বরা করি; বীজ
মাত্র করিনু বপন, ফল বহুদূরে।

[ প্রস্থান

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য—কারাগারের এক কক্ষ।

কারারক্ষক এবং শ্যামচাঁদ।

কারারক্ষক। এস হে বাপু এদিকে। এক ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদ কর্‌তে পারবে?

শ্যামচাঁদ। ব্যক্তিটার যদি বিবাহ না হয়ে থাকে, তা হলে মশাই বরং পারি। একটু ন্যায়ের তর্ক করে দেখ্‌তে হবে ত। যদি তার বিবাহ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ত আর তার মস্তক নেই, তার

স্ত্রীর মস্তক। পরস্ত্রীর মস্তক পরপুরুষ হয়ে কেমন করে কাটতে পারি মশাই, স্পর্শ করাই উচিৎ নয়? তাতে আবার এই রাত্তির।

কারারক্ষক। ও সব বাক্‌চাতুরী রাখ। এখন একটা ঠিক উত্তর দাও। কাল প্রাতঃকালেই জগৎ আর নন্দদুলালের প্রাণদণ্ড হবে। কারাগারে ঘাতক একজন মাত্র। তার সাহায্যের জন্য আর এক ব্যক্তির আবশ্যক। তুমি যদি তার সাহায্য কর্‌তে স্বীকৃত হও, তা হলে তুমি মুক্তি পাবে। তা না হলে তোমার নীচ বৃত্তির জন্য যথাকাল কারারুদ্ধ থাকবে, তার পর রীতিমত বেত্র প্রহারে মুক্ত হবে।

শ্যামচাঁদ। এতদিনের কুট্টনীর বৃত্তিটা বড়ই নীচ। আচ্ছা মশাই, আপনাদের ভদ্রলোকদের ঘাতক বৃত্তিটাই গ্রহণ কল্লেম। তা আমার গুরু ভাইয়ের কাছে এর কিছু বিদ্যালাভ ত আবশ্যক।

কারারক্ষক। গিরিশিখর। গিরিশিখর ওখানে আছ?

গিরিশিখর। আমাকে ডাক্‌চ মশয়?

কারারক্ষক। এই লোক কাল তোমাকে সাহায্য করবে। যদি ভাল বিবেচনা কর, এর সঙ্গে এক বৎসরের মত বন্দোবস্ত কর, আর ও তোমারি সঙ্গেই থাক। তা না হয়, শুধু এখনকার মত রাখ। মিলেছে ভাল, দুজনেই সমান দরের লোক; ওটা একটা বেশ্যার দালাল।

গিরিশিখর। ছি ছি ও কথা বল না মশয়। বেশ্যার দালাল!

ওর সঙ্গে কার্য্য কর্‌তে হলে আমার বৃত্তির অপমান করা হয়।

কারারক্ষক। ও দুই সমান, কেশাগ্রের তফাৎ। [ প্রস্থান।

শ্যামচাঁদ। বলি মহাশয়, তুমি ত বড় সৎলোক। সৎ ত নখের অঙ্গুলী পর্য্যন্তই, চক্ষু দুটায় যা বাদ সেধেছে। বলি আপনার এ ব্যবসা বৃত্তি হল কি করে?

গিরিশিখর। হাঁ মশয়, এ একটা বৃত্তি।

শ্যামচাঁদ। আমাদের ব্যবসাকে বৃত্তি বলা যায়। কারণ, চিত্র অঙ্কন ব্যবসাটা একটা বৃত্তি ত বটে। তোমাদের ঘরের বেশ্যারা আমাদের লোক হওয়াতে সেই চিত্র সমস্ত কেনে। তা হলেই প্রমাণ আমাদের ব্যবসাটা এক বৃত্তি। কিন্তু প্রাণনাশ করাটা বৃত্তি হয় কি করে, নিজের নাশ হলেও ত বুঝিতে পর্‌চি না।

গিরিশিখর। হাঁ মশয় এ একটা বৃত্তি।

শ্যামচাঁদ। ন্যায়বাগীশ মশাই যখন বিলাসিনীর ঘরে আস্‌তেন, তখন তিনি বলতেন, ন্যায়ের প্রমাণ ভিন্ন কিছুই সত্য বলা যায় না। প্রমাণ দাও।

গিরিশিখর। প্রমাণ আর কি? তোমাদের ত যত চোর; আর যত সাধুর ভান করে বেড়ায়।

শ্যামচাঁদ। বেশ বলেছ মশাই, ঠকিয়ে যেতে পাচ্চ না। এক বিলাসিনীর ঘরে বসে বিদ্যাপতি মহাশয়ের কাছে আইন শিখেছি, বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে বাক্যি শিখেছি, আর ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের কাছে বিস্তর ন্যায়ের প্রমাণ শিখেছি। আমার প্রমাণ লও—

আমাদের যত চোর, যত সাধুর ভাণ করে বেড়ায়। তা হলে তোমাদের চোরেরা বেশী সাধু। যদি বেশী সাধু তা হলে তারা কম ভাণ করে; যদি বেশী ভাণ করে তা হলে তারা কম সাধু। যদি কম সাধু, তা হলেই প্রমাণ তোমাদেরই যত চোর সাধুর ভাণ করে বেড়ায়। এই-হল সর্পে রজ্জু-ভ্রমবৎ সূত্র।

[ কারারক্ষকের প্রবেশ।

কারারক্ষক। বন্দোবস্ত হল?

শ্যামচাঁদ। এ কার্য্যে আমার কোনই আপত্তি নাই মশাই। এ হল রাজার ব্যবসয়, আর আমার বৃত্তির চেয়ে কিছু ভদ্র রকমেরও বটে। এতে পদে পদে অনু-তাপ করতে হয়, গলায় ছুরী দেবার আগে নম্র হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, কুলীনের নব লক্ষণের অনেক লক্ষণ এতে আছে।

কারারক্ষক। প্রভাতের পূর্ব্বেই মশানে সব ঠিক্ করে রাখবে।

গিরিশিখর। এস তোমায় যা যা করতে হবে বলে দি।

শ্যামচাঁদ। হাঁ, খুব যত্নের সহিত শিখ্‌ব। কার্য্যগতিকে যদি কখন তোমার জন্যই আমাকে সব কর্ত্তে হয়, এখন থেকে পাকা হয়ে থাক্‌লে তখন হয়ত তোমার কল্যাণে ভাল করেই কার্য্যটা সমাধা কর্‌তে পার্‌ব।

কারারক্ষক। জগৎ আর নন্দদুলালকে ডেকে দিয়ে যেও।

[ শ্যামচাঁদ এবং গিরিশিখরের প্রস্থান।

জগতের তরে বিশেষ দুঃখিত আমি।
কিন্তু নরঘাতী শ্রীনন্দের তরে নাহি
দুঃখ তিল মাত্র।

[ জগতের প্রবেশ।

হের মহাশয় এই
দণ্ড আজ্ঞা তব। দ্বিপ্রহর রাত্রি এবে।
কাল দিবা প্রথম প্রহরে যেতে হবে
তোমা পাপ-নরলোক ছাড়ি। কোথা মম
শ্রীনন্দদুলাল?

জগৎ। আছে মগ্ন চিন্তাহীন
গভীর নিদ্রায়, বহু পথশ্রম পরে
পাপশূন্য পথিকের মত। জাগিবে না
কোন মতে।

কারারক্ষক। কি হবে বা উপদেশে তার?
যাও মহাশয়, করহ আপন কার্য্য
অন্তিমের তরে। [ নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

ডাকিছে না কেহ? শান্তি
দান করুন দেবতা হৃদয়ে তোমার!

[ জগতের প্রস্থান।

বোধ হয় দূত কোন আসে ক্ষমাপত্র
লয়ে জগতের তরে। করিবে না ক্ষমা?
আহা অতি ভদ্রলোক!

[ রাজার ছদ্মবেশে প্রবেশ।

প্রণাম চরণে।

রাজা। হন সদা দেবগণ প্রসন্ন তোমায়
কারারক্ষ! সম্প্রতি কি এসেছিল কেহ?

কারারক্ষক। সন্ধ্যা হতে কই কেহই ত আসে নাই।

রাজা। হেমলতা?

কারারক্ষক। না।

রাজা। এখনি আসিবে তবে।

কারারক্ষক। আশ্বাসের আর কিবা আছে জগতের।

রাজা। আশায় আশ্বাস।

কারারক্ষক। আশা! বড়ই নিষ্ঠুর
প্রতিনিধি।

রাজা। তাত নয়, প্রকৃতই ন্যায়
পথে করেন ভ্রমন। জিতেন্দ্রিয় তিনি,
নিজ ব্রতধর্ম্মে চেষ্টা তাঁর যথাসাধ্য
করিবেন পাপশূন্য চিত্ত অপরের।
যে দোষে দেছেন দণ্ড নিজে যদি দোষী
সেই দোষে, তবে বটে অত্যাচারী রাজা
বড়ই নিষ্ঠুর। ন্যায্য এ বিচার।

[ নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

বুঝি
এল হেমলতা।

[ কারারক্ষকের প্রস্থান।

কারাগারে যথা দেখা
যায় সদা কর্ম্মচারীগণে, নাহি হেরি

পাষাণ নিষ্ঠুর হেন এ কারারক্ষকে।
অতি নম্র, ধীর অতি, দয়ার্দ্র হৃদয়।

[ নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

একি প্রেত কোন ঘণ ঘণ দ্বারে হেন
করিছে আঘাত!

[ কারারক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।

কারারক্ষক। থাক দাঁড়াইয়া দ্বারে
প্রহরী না যতক্ষণ খুলিবে দুয়ার।
জাগায়েছি তারে।

রাজা। কোন পত্র আসে নাই
জগতের মৃত্যুদণ্ড করি নিবারণ?
তবে কি নিশ্চয় কাল মরণ তাহার?

কারারক্ষক। কোন পত্র আসে নাই।

রাজা। নিশা অবসানে
শুনিবে নূতন কিছু।

কারারক্ষক। হতে পারে প্রভু
শুনেছেন কিছু। কিন্তু ধর্ম্মরাজ তায়
করিবেন ক্ষমাদান, অসম্ভব মনে
হয় মোর। হেন দয়া তাঁর দেখি নাই
জীবনে আমার। আর ন্যায়ের মূরতি
রূপে প্রচার তাঁহার জন সাধারণে
বিপরীত বাণী।

[ দূতের প্রবেশ।

রাজা। রাজদূত বটে। তবে
করিল কি ক্ষমাদান রাজ প্রতিনিধি।

দূত। ( পত্র দিয়া ) রাজ-প্রতিনিধি আপনাকে পত্রখানি দিয়াছেন। আর আপনার প্রতি বিশেষ আদেশ, এ পত্রে লিখিত সময় অথবা অন্য কোনও বিষয়ে কোন কারণেই যেন তিলমাত্রও ব্যতিক্রম না হয়। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল, আমি চল্লেম।

কারারক্ষক। রাজ-আজ্ঞা আমি যথা মতই পালন করব।

[ দূতের প্রবেশ।

রাজা। ( স্বগত )
ক্ষমাশীল বুঝি এবে করিল মার্জ্জনা,
সাধিয়া সে পাপ যায় এত তাঁর ঘৃণা।
শ্রেষ্ঠ জনে দেয় যেই পাপের প্রশ্রয়,
সেই বলে বহে বেগে পাপ দেশময়।
পাপে যদি দয়া দয়া অসীম তখন,
অপরাধী পায় ক্ষমা, বন্ধু পাপী জন।
কি লিখেছেন ?

কারারক্ষক। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি। ধর্ম্মরাজ আমাকে কার্য্যে অমনযোগী বিবেচনা করে এই পত্রে বিশেষ রকমে সাবধান করে দিয়েছেন। এ কিন্তু এক নূতন ধরণের পত্র। এ রকম পত্র আর কখন আমি তাঁর হাত হতে পাই নি।

রাজা। শুন্‌তে পারি কি লিখেছেন ?

কারারক্ষক। (পত্রপাঠ) "এ পত্রের বিপরীতে যাহার নিকট যেরূপ কথাই শুন না কেন, কাল প্রত্যুষেই, অর্থাৎ এই রাত্রির চতুর্থ প্রহরের মধ্যেই জগতের এবং সন্ধ্যার সময় নন্দদুলালের শিরশ্ছেদ করিবে। আর আমার আজ্ঞামত এ আদেশ পালনের প্রমাণস্বরূপ অতি প্রত্যূষে জগতের ছিন্নমুণ্ড আমাকে দেখাইবে। মনে রাখিও, যদি আমার এই আজ্ঞা পালনে তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হয়, তাহার দণ্ড তোমারও শিরশ্ছেদ।" এতে আর কি বলেন?

রাজা। এ নন্দদুলাল কে, সন্ধ্যার সময় যার শিরশ্ছেদের আদেশ হয়েছে?

কারারক্ষক। এর পূর্ব্বপুরুষ সকলেই অযোধ্যবাসী, তবে এর জন্ম এদেশে, আর এই দেশেই বরাবর আছে। নয় বৎসর এই কারাগারে রয়েছে।

রাজা। নয় বৎসর! এতদিন যে কারাগারে রয়েছে রাজাও তার কিছু করেন নি? মুক্তিও দেন নি? দণ্ডও দেন নি? শুনেছি রাজার কায সব এই রকমই ছিল বটে।

কারারক্ষক। না, এতদিন তার আত্মীয়রা তাকে বাঁচবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। আর এতদিন তার হত্যাকাণ্ডের স্থির প্রমাণও কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না।

রাজা। এখনও কি সেই সন্দেহেই আছে?

কারারক্ষক। না, রাজার প্রস্থানের পর তার ভাল প্রমাণই পাওয়া গেছে; আর নিজের মুখেও স্বীকার করেছে।

রাজা। এতদিন কারাগারে থেকে তার মনের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে? এখন কি রকম অবস্থায় আছে?

কারারক্ষক। সে এক আশ্চর্য্য রকম। সুরাপানে মৃতপ্রায় লোকের যেরূপ মরণের ভয়, এরও সেই রকম। কিছুতেই গ্রাহ্য নেই, কিছুতেই দৃক্‌পাত নেই। বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ, কিছুর চিন্তাও নেই, ভয়ও নেই। মর্‌তে হবে সে বোধও নেই; আর মেরে ফেল্‌তে যান, গ্রাহ্যও নেই।

রাজা। উপদেশে তার কিছু হতে পারে?

কারারক্ষক। কোন কথা কাণেই আন্‌বে না। কারাগারে সেত এতদিন এক রকম খোলাই ছিল। ছেড়ে দিলেও যেত না। সমস্ত দিনই মদ খাচ্চে, তা কখন বেহুঁশ নাই। কতদিন তাকে রাজার অলীক আজ্ঞাপত্র দেখায়ে মশানে লয়ে যাওয়া হয়েছিল; চলেছে, গ্রাহ্যও নেই।

রাজা। তার বিষয় পরে শুন্‌ব। সত্য, দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্যের সকল গুণগুলিই তোমার মুখে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে। যদি সে অক্ষর পাঠে আমার তিলমাত্রও ভুল হয়, তবে আমার সকল অধ্যয়নই বৃথা। কিন্তু এ অক্ষর পাঠে আমার এতদূর বিশ্বাস হয়েছে, যে সেই বিশ্বাসেই আজ আমি এক মহা বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। জেন, এই দণ্ডদাতা ধর্ম্মরাজও দণ্ডিত জগতের ন্যায় এই দণ্ডের অধীন। আর চারদিন পরে আমি এ কথা আরও

স্পষ্ট করে বুঝায়ে দেব। এই চারদিনের মত আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর্ত্তে হবে। অনুরোধটী কিছু বিপদজনকও বটে।

কারারক্ষক। অনুমতি করুন।

রাজা। এ প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখ্‌তে হবে।

কারারক্ষক। তা কেমন করে পারি? আরত সময়ও নাই, আর কঠোর রাজ-আজ্ঞা, ধর্ম্মরাজকে তার ছিন্নমুণ্ড দেখাতে হবে! আজ্ঞা পালনে তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হলে জগতের যে দশা আমারও সেই দশা!

রাজা। আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের অনুরোধ, আজ আমার উপদেশ মত কার্য্য কর। প্রত্যূষে নন্দদুলালের শিরশ্ছেদ করে ধর্ম্মরাজকে দেখাও।

কারারক্ষক। ধর্ম্মরাজ দুজনকেই দেখেছেন, বোধ হয় চিন্‌তে পারবেন।

রাজা। মৃত্যুই ত আকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তক। এ ভিন্ন নিজেও তার অনেক পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার। গুম্ফ মস্তক মুণ্ডন করে দাও, কপালে সিন্দুর ও চন্দন লেপন করে দাও। বললেই হবে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে এইরূপ বেশ প্রার্থনা করেছিল। কিছু আশ্চর্য্য বা অবিশ্বাসের কথা ত এতে নাই। এতে যদি প্রভুর সন্তোষ ও যথেষ্ট পুরস্কার ভিন্ন অন্য কিছু লাভ কর, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে দিব্য করে বল্‌ছি, আমার প্রাণ দিয়াও আমি তোমাকে রক্ষা করব।

কারারক্ষক। দেব, ক্ষমা করবেন। এরূপ করলে আমার প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ হয়।

রাজা। প্রতিশ্রুত কার কাছে? রাজার কাছে, না তাঁর প্রতিনিধির কাছে?

কারারক্ষক। তাঁরও কাছে, আর তাঁর প্রতিনিধিরও কাছে।

রাজা। এ কথা কি ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা কর না, যে রাজার নিকট ন্যায়সঙ্গত হলে তুমি কোন দোষে দুষী নও?

কারারক্ষক। রাজা যে ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করবেন, তারই বা স্থিরতা কি?

রাজা। স্থিরতা কি নয়, স্থিরতা নিশ্চয়। তুমি যখন এ কার্য্যে এতদূর ভীত, আর আমার এত কথা, ধর্ম্মের দোহাই পর্য্যন্ত, কিছুতেই এ কার্য্যে তোমাকে প্রবৃত্ত করতে পারলে না, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরও কিছু গুপ্ত বিষয় তোমাকে প্রকাশ করতে হল। এই স্বাক্ষর আর হস্তলিপি দেখ্‌ছ? চিন্‌তে পার, কার পত্র? রাজার স্বাক্ষর নিঃসন্দেহই তুমি অনেক দেখেছ।

কারারক্ষক। আমি ভালরূপই চিনি। তাঁরই পত্র বটে।

রাজা। রাজার প্রত্যাগমনের বিষয়ই এ পত্রে লেখা আছে। আর এক সময়ে ভাল করে দেখ। লিখেছেন তিনি দুদিনের মধ্যেই আসবেন। ধর্ম্মরাজ এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। আজই তিনি এর সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের পত্র পেয়েছেন। হয়ত

তাতে লেখা আছে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, নয় তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, কিম্বা এ রকমের অন্য কিছু লেখা থাকবে। কিন্তু এ প্রত্যাগমনের বিষয়ে কিছুই নাই। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল, চল। এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। যখন ভিতরের সকল তত্ত্ব জানা যায়, তখন আর আশ্চর্য্যের কিছুই থাকে না। ঘাতককে ডাক, নন্দদুলালের শিরশ্ছেদ কর। আমি এখনি তার কাছে যাই, তার পরকালের জন্য যা কর্ত্তব্য সমস্তই করে দিই গে। তোমার সকলি এখন বড় আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে। কিন্তু এ স্বাক্ষর দেখে বোধ হয় তোমার মনে দ্বিধা আর কিছুই নাই। শীঘ্র এস, রাত্রি শেষ হয়ে এল।

[ প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য—কারাগারের এক কক্ষ।

শ্যামচাঁদের প্রবেশ।

শ্যামচাঁদ। আগে মনে করেছিলেম কারাগারটা না জানি কি ভয়ানকই হবে। কিন্তু এত ঘরের কথা—আমারত বোধ হয় যেন আমি শ্রীমতি বিলাসিনীর ঘরেই আছি। তার যত পুরাণ খদ্দের ক্রমে সকলিত জুটল। ধর একে একে—প্রথম দুলালচন্দ্র; বাবুত

দুলাল বাবু, যা হোক করে স্ত্রীর কল্যোণে কিছু টাকা সংগ্রহ করে ঔষধালয় কল্লেন। আমার বিলাসিনীর চরণকৃপায় বাবুর আমার পাঁচসিকে ট্যাকে চড়েছে, সব গুড়িয়ে শালিয়ানা লাভ। নিন্দেটা আর করব না, আমিও খেয়েছি অনেক। ঔষধগুলো করেছিলেন ভাল। আমার শ্রীমতির কৃপাতেও চলত। কিন্তু কেনে কে? যে নব্য ডানা-ওয়লা বাবুরা কিন্‌বেন, তাঁরাই অসুখ বিসুখ সমেৎ এখানে আটক পড়লেন। আর আমরা দালাল মনিষ্যি কোথা রোগের সৃষ্টি করাব, না আমরাও এখানে বাঁধা রইলেম। কাজেই এত ঔষধালয়, এত চিকিৎসক মানুষ হয় কিসে?—যাক্, তারপর এলেন ননীর গোপাল। সহরের বাবু, চাকুরী করবেন না, ব্যবসা—ব্যবসা ঔষধালয় আর জামার দোকান। যা হোক পূজার সময় জামা-জোড়ার দোকানটা করে কিছু পেয়েছিলেন। কিন্তু বাবুকে প্রতি সন্ধ্যায় বেরুতে হয়। কাজেই তিন দফা সাটিনের জামা প্রস্তুত করতে দিলেন। সেই সাটিনেই মাটিন। জামা গায়েই উঠল না, কে চুরি করলে তার ঠিক নেই, বাবু ধরতে বেরুলেন। এ দিকে দোকান সব ফাঁক, আর আমার শ্রীমতীর হৃদয়কন্দরও ফাঁক। তারপর শ্রীমতির কপাল ফির্‌ল। এলেন নবীন যুবক ন্যায়বাগীশ রত্নেশ্বর, বাচস্পতি গজদন্ত,

বিদ্যাপতি বৃকোদর। নামে নামে নিন্দাগুলা কর্‌ব না। পরনিন্দা মহাপাপ। ব্যবসায় ওঠা নামা আছেই। পড়্‌তা খারাপ হল, এলেন খ্যাঁদার পুত পদ্মলোচন, চাপরাশ শীলমোহর খোঁদাই বিক্রেতা, তারপর কর্ম্মকার বাবু যশোদানন্দ দাস, ক্রমে ডালহারা জান্‌কী পর্‌সাদ্। বড় ছোট আর কত নাম কর্‌ব? এখন সব মহাষ্টমীর পাঁঠা, এক খোঁটায় বাঁধা, কে জানে ন্যায়বাগীশ, কে জানে বাচস্পতি; আর কে জানে শ্যামচাঁদ।

[ গিরিশিখরের প্রবেশ।

গিরিশিখর। শ্যামচাঁদ, নন্দদুলালকে নিয়ে এস।

শ্যামচাঁদ। নন্দদুলাল, বাপু নন্দদুলাল, প্রভু নন্দদুলাল!

নন্দদুলাল। তোদের মরণও হয় না! তোরা কি মর্‌বি নি? কেন গোলমাল করিস্ হেথা? কে তুই?

শ্যামচাঁদ। আপনার প্রাণের বন্ধু নবীনা জহ্লাদ। একবার গাটা ঝাড়া দিয়ে গাত্রোত্থান করুন, আপনার পাত যে প্রস্তুত।

নন্দদুলাল। দূর হ এখান থেকে। এখন ব্যস্ত করিস নি। এখনও চোখ আমার ঘুমে জড়িয়ে রয়েছে।

গিরিশিখর। শীঘ্র আস্তে বল।

শ্যামচাঁদ। নন্দদুলাল, প্রভু, একটু জেগে উঠুন, আবার ঘুমবেন এখন, কাযটা আপনার জন্যে আটক পড়েছে।

গিরিশিখর। ভিতরে গিয়ে ধরে নিয়ে এস।

শ্যামচাঁদ। আস্‌চে বোধ হয়, ঘস্ ঘস্ শব্দ হচ্ছে।

গিরিশিখর। ও দিক্কার সব ঠিক আছে ?

শ্যামচাঁদ। সব ঠিক।

[ নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দদুলাল। কি হে গিরিশিখর, খবর কি ? কেন ব্যস্ত কর ?

গিরিশিখর। অন্তিমকালে ঠাকুরদের নাম জপে লও আর কি খবর। এই দেখ রাজ আজ্ঞা।

নন্দদুলাল। তুমিত বড় মূর্খ হে ? সমস্ত রাত মদ খেয়েছি, এখন ঠাকুরদের নাম হতে পারে না। সে সব হবে তখন। ঘুমুই এখন আমি, এখন যাও।

শ্যামচাঁদ। প্রভু নন্দদুলাল, এত ভালই হয়েছে। সমস্ত রাত মদ খেয়েছেন, সকালে খোঁয়াড়িটা ভেঙ্গে নিন তার পর সমস্ত দিনই ঘুমবেন।

গিরিশিখর। ঐ দেখ তোমার অন্তিমের জন্য তোমার যমদূত আস্‌চেন। আমি কি ঠাট্টা কর্‌চি ?

রাজা। তোমাকে শীঘ্রই এ সংসার ত্যাগ কর্‌তে হবে শুনে তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি।

নন্দদুলাল। সে আমি নয় ঠাকুর, আমি নয়। এগিয়ে দেখুন, আরও অনেক আছে। আমি সমস্ত রাত বিস্তর মদ খেয়েছি, এখন আমার দ্বারা ওসব হবে টবে না।— এরা এখনিত আমার মাথাটা এক ঘায়ে ফাটিয়ে দিয়েছিল। আজ আমি কখনই মর্‌চি না মশাই।

রাজা। মরিতেই হবে মহাশয়। অনুরোধ
তাই মম, দেখি লও আপনার পথ

ফিরে যেতে স্থির মনে আপনার ঘরে।
হরির চরণ-পদ্ম করহ স্মরণ—

নন্দদুলাল। কি বক্‌চ ঠাকুর? আজ আমি মরচি না। আর একদিন হবে তখন।

রাজা। শোন—

নন্দদুলাল। এক কথাও নয়। যদি কিছু বল্‌তে হয়, ভিতরে আসুন। আর বেরুচ্চি না।

[ প্রস্থান।

রাজা। জীবন মরণ কিছুইরত নহে যোগ্য।
জড়পিণ্ড মাত্র হায় এ হেন হৃদয়।
যাও দোঁহে লয়ে এরে মশানে এখনি।

[ শ্যামচাঁদ ও গিরিশিখরের প্রস্থান
এবং কারারক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।

কারারক্ষক। দেখিলেন কেমন এ কারারুদ্ধ জন?

রাজা। মৃত্যু তরে নহেত প্রস্তুত, নহে যোগ্য
তার। মহাপাপ গণি মনে পাঠাইতে
তায় এ জগৎ হতে, এ হেন হৃদয়
যার।

কারারক্ষক। ছিল বদ্ধ অতি রুগ্ন অন্য এক
অপরাধী কারাগারে, গতপ্রাণ এবে।
দেখিতে অনেক অংশে জগতের মত,
সমান বয়স হবে। নাহি করি দণ্ড
এর, ইচ্ছা মম তারই মুণ্ড লয়ে যাই
ধর্ম্মরাজ পাশে।

রাজা। ধন্য তুমি কারারক্ষ!
ভগবান নিজ করে দেছেন উপায়!
এখনই লয়ে যাও। সমাগত প্রায়
যে সময় ধর্ম্মরাজ করিয়াছে স্থির।
তাই হোক, সেই ভাল। আজ্ঞামত তার
লয়ে যাও প্রত্যূষেই! যাই আমি এবে
আবার এ পশু পাশে, বুঝাই তাহায়
সন্ধ্যায় সানন্দ মনে ত্যজিতে শরীর।

কারারক্ষক। এখনই যাব আমি দেব। জানি, অন্য
জনে মরিতেত হবে সন্ধ্যাকালে; কিন্তু
কেমনে লুকায়ে এবে রাখি জগতেরে?
জানে যদি ধর্ম্মরাজ আছে সে জীবিত,
এখনই প্রাণদণ্ড নিশ্চয় আমার।

রাজা। কেন? গুপ্ত গৃহে কোন, অতি গুপ্ত ভাবে
রাখিবে লুকায়ে দুজনায় দুটী দিন
তরে, তার পর জেন নিরাপদ তুমি।

কারারক্ষক। তুমিই ভরসা দেব।

রাজা। কোন চিন্তা নাই
তার তরে। যাও ত্বরা ধর্ম্মরাজ পাশে।

[কারারক্ষকের প্রস্থান।

এইবার শেষ পত্র লিখি ধর্ম্মরাজে।
এই কারারক্ষ লয়ে যাবে তায়। সেই
পত্রে জানিবে সে—নিকটে এসেছি আমি;
কোন বিশেষ কারণে, রাজযোগ্য যথা,

প্রকাশ্যে পশিব আমি নগরের মাঝে।
নগরের ক্রোশ দুই দূরে আছে যথা
শিবের মন্দির, মিলিবে সে মোর সনে;
তথা হতে স্থির, ধীর, প্রশান্ত অন্তরে
হব অগ্রসর ক্রমে নগরের দ্বারে।

[কারারক্ষকের প্রবেশ।

কারারক্ষক। এই ছিন্ন মুণ্ড; চলিলাম ধর্ম্মরাজ
পাশে।

রাজা। ভালই হয়েছে; এস শীঘ্র ফিরি।
আছে আর কথা, তোমা বিনা অন্যকারে
পারি না কহিতে।

কারারক্ষক। শীঘ্রই আসিব ফিরি।

হেমলতা। (নেপথ্যে)
জয় হোক কারারক্ষ!

রাজা। হেমলতা বটে।
আসিয়াছে জানিবারে মোচন সংবাদ
জগতের। কহিব না সত্য কথা এবে।
বড় আশা, করিবে মার্জ্জনা ধর্ম্মরাজ।
কহি এবে প্রকৃত যে আচরণ তার;
নিরাশ অন্তরে লভি আশার অতীত
ফল, পাবে শেষে অপূর্ব্ব আনন্দ তার।

[হেমলতার প্রবেশ

হেমলতা। আপনি হেথায়?

রাজা। জয় হোক হেমলতা!

হেমলতা। পূর্ণ হবে অবশ্যই তব আশীর্ব্বাদ।
ধর্ম্মরাজ করেছে কি ক্ষমাদান?

রাজা। বরং
করেছে সে মুক্ত তায় এ সংসার হতে;
গেছে ছিন্ন শির তার ধর্ম্মরাজ পাশে।

হেমলতা। না না!—সত্যই কি?

রাজা। সত্য কথা; কিন্তু হোয়ো
না কাতর এবে; এ নহে সময় তার।

হেমলতা। এখনই যাব আমি ধর্ম্মরাজ পাশে
ঘোর পাপাচারি। দিব শাস্তি নিজ করে
বিশ্বাস ঘাতকে।

রাজা। নিষেধ প্রবেশ তব
তাহার দুয়ারে।

হেমলতা। হায় অভাগ্য জগৎ!
অভাগিনী হেমলতা!পাপ এ সংসার!
ঘোর পাপী ধর্ম্মরাজ!

রাজা। কিবা ক্ষতি তার
তোমার বা কিবা লাভ হেন তিরস্কারে?
শুন মোর কথা, দেখিতে পাইবে কাল
অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতি কথা মোর।
কাল রাজা আসিবেন ফিরি। মুছ তব
অশ্রুধারা, মোদেরই সন্ন্যাসী এক রাজ-
পুরোহিত দিলেন এ সমাচার মোরে!
ধর্ম্মরাজে, সুদর্শনে লিখেছেন পত্র

রাজা। কাল যাবে দোঁহে নগর তোরণে,
দিতে ফিরি রাজ্যভার তাঁয়। যদি মম
ইচ্ছামত কর কার্য্য এবে, দূর হবে
মনের যাতনা, পাবে নৃপতির কৃপা,
মনের বাসনা মত পাবে প্রতিশোধ
পাপী ধর্ম্মরাজ।

হেমলতা। দেব, সদা রত দাসী
আদেশ পালনে তব।

রাজা। লহ এই পত্র
তবে। সন্ধ্যাকালে রবে তব মন্দিরের
দ্বারে। যাবেন তথায় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ
এক অতীব প্রাচীন সিদ্ধনাথ নাম।
রাজ-পুরোহিত তিনি, তিনিই দিলেন
আগমন সংবাদ রাজার। দিবে এই
পত্র তাঁরে। বল তাঁরে যেতে ইন্দুমতি
পাশে অবিলম্বে। সেইখানে হবে দেখা
তাঁর সনে মম। পূর্ব্বাপর যত কথা
তোমাদের, বুঝাইব তাঁরে। তাঁর সনে
যাবে রাজার সম্মুখে। রবে ধর্ম্মরাজ
তথা, পাপীর সাক্ষাতে নির্ভয় হৃদয়ে
ক'বে আচরণ তার। কোন ব্রত হেতু
রহিব না আমি যথা বাহ্য আড়ম্বর।
যাও এই পত্র লয়ে। শান্ত হও মনে,
মুছহ নয়ন-বারি। নাহি যেন কিছু

ঘটে বিপরীত। শুনিবে না মোর কথা
আমি যদি কহি বিপরীত। একে আসে ?

[ রাধানাথের প্রবেশ।

রাধানাথ। প্রণাম ঠাকুর। কারারক্ষক কোথা ?

রাজা। কোথায় গেছেন।

রাধানাথ। আহা হেমলতা, তোমার বিমর্ষ মুখখানি দেখে আমার মনে বড় কষ্ট বোধ হচ্চে। আর কি হবে; উপায় ত আর কিছুই নাই, মনকে আপনিই বুঝাবার চেষ্টা কর। শুনছি, রাজা নাকি ফিরে আসচেন। আহা, হেমলতা, তোমার ভাই আমার পরম বন্ধু ছিলেন। সে পাগলা রাজাটা যদি আর দুই এক দিন আগে আস্‌ত, তা'হলে ভায়া আর আমার মর্ত্তেন না। রাজার যেমন বদমাইশি, তেমনি পাগলামি, ডুবে জল খান।

[ হেমলতার প্রস্থান।

রাজা। কেবল তোমার কাছেই রাজা এক নূতন ধরণের লোক। তোমার কথার কিছুই ত রাজার সঙ্গে মেলে না।

রাধানাথ। আমার চেয়ে কি আপনি ঠাকুর রাজাকে ভাল জানেন ? আপনি যা মনে করেচেন রাজা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

রাজা। একদিন এর জন্যে ঠেক্‌তে হবে। আমি চল্লেম।

রাধানাথ। একটু অপেক্ষা করুন, আমিও আপনার সঙ্গে

যাব। রাজার বিষয়ে আরও অনেক নূতন কথা আপনাকে বল্‌ব।

রাজা। আমাকেত অনেক বলেছ। যদি সে সব সত্য হয়, তা হলে তাই আমার যথেষ্ট; যদি মিথ্যা হয় আর আমার আবশ্যক নাই।

রাধানাথ। দেখুন একটা মেয়েমানুষের আমার দ্বারা ছেলে হয়ে পড়াতে আমায় রাজার কাছে যেতে হয়ে ছিল।

রাজা। বটে; এ বিদ্যাও আছে?

রাধানাথ। শেষে মিছে কথা কয়ে একেবারেই সব উড়িয়ে দিলাম। তা নইলে সেই রদি টেকেই বিয়ে কর্ত্তে হত আর কি।

রাজা। ভাল না হোক, তোমার কথাগুলা শুনতে মজার বটে, আমি এখন চল্লেম।

রাধানাথ। আপনার সঙ্গে এই খানিকটা দূর পর্য্যন্ত যাব। আচ্ছা, যদি অশ্লীল কথা আর্ ভাল না লাগে, ওকথা ছেড়েই দি। আমি ঠাকুর কাঁঠালের আটা, ধরলে ছাড়ন ছিড়েন নেই। এটা কেমন স্বভাবই হয়ে পড়েছে।

---

## চতুর্থ দৃশ্য—ধর্ম্মরাজের বাটীর এক কক্ষ।

ধর্ম্মরাজ ও সুদর্শন।

সুদর্শন। রাজা যা পত্র লেখেন, সকলই নূতন। এ পত্রে এক রকম কথা, পর পত্রে সম্পূর্ণই বিপরীত।

ধর্ম্মরাজ। অদ্ভুত রকমেরই সব। পাগল হয়েছেন না কি? আর যা হোক তা হোক, তাঁর জ্ঞানের বিপর্য্যয় যেন না হয়। আর নগর দ্বারে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করবারই বা উদ্দেশ্য কি?

সুদর্শন। আমিত বুঝ্‌তে পারি না।

ধর্ম্মরাজ। আর এ আদেশেরই বা উদ্দেশ্য কি, যে তাঁর আগমনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে রাজ্যে প্রচার করতে হবে, যদি কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার হয়ে থাকে পথে রাজার নিকট তা'রা আবেদন করবে?

সুদর্শন। তার কারণত লেখাই আছে। যা কিছু গোলমাল একেবারে চুকে যাবে, সব দায় হতেই আমরা মুক্ত হব। এর পর আর আমাদের কেহই দুষ্‌তে পারবে না।

ধর্ম্মরাজ। সত্য বটে, তা আপনার উপরই এ সকল কার্য্যের ভার রইল। যথাসময়ে রাজ্যে রাজার এ আদেশ প্রচার হবার বন্দোবস্ত করে দেবেন। আর সভাসদ্‌গণকেও দূতমুখে সংবাদ পাঠাবেন।

সুদর্শন। নির্ব্বিঘ্নে এ সমস্ত কার্য্যই আমার দ্বারা সম্পন্ন হবে। যাই তবে।

রাজা। আসুন। [ সুদর্শনের প্রস্থান।

বড় ভয় বাসি মনে রাজার বচনে ;
হস্ত পদ নাহি সরে কোন কার্য্য তরে।
হারাইল যতনের রত্ন কামিনীর
আহা, সে কুমারী ! হরিল কে ? যার করে
প্রজার পালন সুশাসন ভার ! প্রাণ-
দণ্ডে করিল দণ্ডিত হায় অন্যে এই
দোষে !—কিন্তু রমণী সে, কুলের কামিনী,
লজ্জাবতী স্বভাবতঃ সতী কুলনারী,
লজ্জা হবে তার কহিতে এ লজ্জাস্কর
কথা, কত শত জন রবে উপস্থিত !
কিম্বা কি সাহসে দূষিবে আমায় ? বসি
রাজপদে আমি, তাহে সাধু বলি জানে
সকলে আমায়। জড়প্রায় হয়ে রবে
লাঞ্ছনায় তিরস্কারে সবাকার, যদি
অর্পয়ে কলঙ্ক মম নিষ্কলঙ্ক নামে।
ভাগ্য মম জগতেরে করিনু দণ্ডিত !
নতুবা সে কাল পেয়ে কৃতঘ্নের মত
দিত প্রতিশোধ আজ আমার পাপের,
যে রতন বিনিময়ে করিনু বিক্রয়
তায় ঘৃণিত জীবন। তবু মনে হয়
নাহি যদি প্রাণদণ্ড দিতাম তাহায়।

হলে ভ্রম একবার নাহি কি উপায়
শোধনের ? ক্রমে আসে যত পাপরাশি !

[ প্রস্থান ।

---

## পঞ্চম দৃশ্য—নগরবহিস্থ ক্ষেত্র।

ছদ্মবেশে রাজা ও সিদ্ধনাথ।

রাজা। যথাকালে দিবে মোরে এই পত্রগুলি।

( পত্রদান )

কারারক্ষ জানে কিবা উদ্দেশ্য আমার ;
কেমনে করিব সেই উদ্দেশ্য সাধন।
কার্য্যকালে যথাযুক্ত দিবে উপদেশ,
কবে নানা অন্য কথা আবশ্যক মত ;
কিন্তু লক্ষ্য যেন রহে উদ্দেশ্যে মোদের।
যাও সুররাজ পাশে, বলিও তাহায়
যেথা রব আমি। বল এই কথা আর
বীরসেন দেবপতি চন্দ্রনাথ পাশে।
স্তাবক বাদক আদি রহে সময়েতে
যেন নগরের দ্বারে। অতি ত্বরা করি
পাঠাইও সুররাজে।

সিদ্ধনাথ। যত শীঘ্র পারি
যাব তাঁর পাশে।

[ প্রস্থান ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ

রাজা। ভাল চন্দ্রনাথ, অতি
অল্পক্ষণে এসেছ ত তুমি। কি হবে বা
সুধু দাঁড়াইয়া এক স্থানে। চল যাই,
র'ব অতি নিকটেই। আসিবেন হেথা
অন্য আর আমাদের যত বন্ধুগণ।

[ প্রস্থান

---

### ষষ্ঠ দৃশ্য—তোরণ পথ।

হেমলতা ও ইন্দুমতীর প্রবেশ।

হেমলতা। কহিতে অস্পষ্ট হেন নাহি ইচ্ছা মন।
সত্য কথা স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশিব আমি।
কিন্তু হেন তিরস্কার তায় তোমারেই
সাজে ভাল। তবে লভিবারে বাসনার
পূর্ণমাত্রা তাঁর আমারেই বলেছেন।

ইন্দুমতী। কর কার্য্য তাঁর আজ্ঞামত।

হেমলতা। বলিলেন,
রাজা যদি বিপরীত কহেন আমায়,
হব না দুঃখিত তায়। তিক্ত যদি হয়
সুভেষজ, অমৃতই বরিষণ তরে!

ইন্দুমতী। আমার বাসনা বোন, সিদ্ধনাথ—

হেমলতা। বুঝি
আসেন সন্ন্যাসী।

[ সিদ্ধনাথের প্রবেশ।

সিদ্ধনাথ। এস ত্বরা; পাইয়াছি
এক স্থান চমৎকার বহু অন্বেষণে।
তথা হতে যেরূপেই যান, যেতে হবে
নৃপতিরে তোমাদের পুরোভাগ দিয়া।
দুইবার শুনিলাম ভেরীর নিনাদ,
যত জন নগরের গেছেন তোরণে,
রাজাও আগতপ্রায়; আর দেরী নয়।

[ প্রস্থান।

---

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য—তোরণ।

হেমলতা, অবগুণ্ঠনবতী ইন্দুমতী এবং সিদ্ধনাথ আপনা-
দিগের নির্ব্বাচিত স্থানে দণ্ডায়মান; রাজা, সুররাজ
এবং সভাসদ্‌গণ ও ধর্ম্মরাজ, সুদর্শন, রাধানাথ,
কারারক্ষক, কর্ম্মচারীগণ, এবং জানপদ-
বর্গের ভিন্নদিক দিয়া প্রবেশ।

রাজা। বহুদিন পরে দেখা হল পুনঃ বন্ধু
ধর্ম্মরাজ। বৃদ্ধ বন্ধু, আনন্দের দিন
আজ আমাদের হেন প্রবাসের পর।

ধর্ম্মরাজ। জয় হোক মহারাজ! হোক জয়শালী
রাজ্য শুভ আগমনে!

রাজা। কুশল তোমার?
অনেক সংবাদ আমি পাইয়াছি তব।
যেরূপে করেছ তুমি প্রজার পালন,
স্বধু ধন্যবাদ নহে যোগ্য পুরস্কার,
আরও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার উপযুক্ত তব।

ধর্ম্মরাজ। তাও বাঁধিবারে দাসে নৃমণি চরণে।

রাজা। তোমারই সুযশে মন্ত্রী কহি এই কথা।
নহে যোগ্য কার্য্য মম লুকায়ে রাখিতে
তায় হৃদয়ে আমার। কর্ত্তব্য আমার
করিতে অক্ষয় তায় প্রস্তর ফলকে
গভীর অক্ষরে, কাল যেন তীক্ষ্ণ দন্তে
না পারে কাটিতে সে অক্ষর কভু, যেন
চিরতরে গায় সবে সে যশের গাথা।
দেহ এবে প্রীতি-আলিঙ্গন; জানিবে এ
প্রজাগণে, বাহিরেরই ভাবে আমাদের
পায় পরকাশ অন্তরে নিহিত ভাব।
সুদর্শন, বন্ধু মম, দেহ আলিঙ্গন,
তোমরাই দোঁহে মম প্রধান সহায়।

[ সিদ্ধনাথ এবং হেমলতার অগ্রসর হওন

সিদ্ধনাথ। এই তব উপযুক্ত কাল, উচ্চৈস্বরে
কহ যা কহিবে পদপ্রান্তে নৃপতির।

হেমলতা। সুবিচার, সুবিচার ভিক্ষা তব পদে

প্রজার পালক! অবিচারে নিপীড়নে
কাতরা কুমারী—না, না, কুমারী কেমনে,
কুমারীর সে শোভা যে হরিল সবলে
ঘোর পাপী? চাহ রাজা দুঃখিনীর পানে
নিপীড়িতা অবিচারে, দুঃখীর সহায়
তুমি! ভিক্ষা তব পদে, শুন মন দিয়া
অভাগীর এ দুঃখের গাথা! সুবিচার,
সুবিচার শুধু মম ভিক্ষা রাজপদে।

রাজা। কেবা পীড়িল তোমায় কোন অবিচারে?
হেথা এই ধর্ম্মরাজ দিবেন তোমায়
সুবিচার। এঁর কাছে কহ সব কথা।

হেমলতা। নরমাংসশোণিতপিপাসু যে রাক্ষস,
কেমনে আদেশ নরনাথ, যেতে তার
পাশে সুবিচার আশে? প্রার্থনা নৃমণি,
কহিব তোমায় মম দুঃখের কাহিনী,
তুমি প্রভু করিবে বিচার। অবিশ্বাস
যদি, দেহ শাস্তি যথা ইচ্ছা মোরে; কিম্বা
সুবিচারে দেহ শিক্ষা অবিচারি জনে।
ভিক্ষা দেব কর দয়া নিজ সুবিচারে!

ধর্ম্মরাজ। কোন অর্থ নাহি পাই কথায় ইহার।
এসেছিল মম পাশে প্রাণ ভিক্ষা তরে
আপন ভায়ের, হইল দণ্ডিত যবে
প্রাণদণ্ডে, সুবিচারে, রাজবিধি মতে।

হেমলতা। অতি সুবিচার!

ধর্ম্মরাজ। নূতন আশ্চর্য্য কথা
কবে নানারূপ অতি কর্কশ ভাষায়।
হেমলতা। অতীব আশ্চর্য্য কথা ; কিন্তু সত্য অতি।
ধর্ম্মরাজ প্রবঞ্চক আশ্চর্য্য কি নয় ?
ধর্ম্মরাজ নরঘাতী আশ্চর্য্য কি নয় ?
ধর্ম্মরাজ ব্যভিচারী কপট নারকী ;
সতীর সতীত্ব পাপী নাশিল সবলে,
নহে কি আশ্চর্য্য অতি ?
রাজা। শতবার।
হেমলতা। কিন্তু
ধর্ম্মরাজ এর নাম একথা যেরূপ
সত্য, সত্য সেইরূপ এ সকল কথা
যদিও আশ্চর্য্য অতি। কহি বারবার,
অতি সত্য এসব বচন। সত্য যাহা,
রবে দেব সত্য চিরতরে।
রাজা। যাও, যাও
ফিরি নিজগৃহে। বুঝিয়াছি, ভ্রাতৃশোকে
পাগলিনী ভ্রমে আজ জ্ঞানহারা হয়ে।
হেমলতা। প্রজার পালক রাজা পিতা তাহাদের,
মারিতে রাখিতে পার ইচ্ছায় তোমার।
পাগলিনী বলি মোরে দাও দূর করি,
অসহায়া যাব চলি নিরাশ অন্তরে।
কিন্তু আর আশাস্থল আছে নরমণি,
অবিচার নাহিক তথায়, নাহি তথা

কবে পাগলিনী। আশ্চর্য্য হলেই দেব
নহে অসম্ভব। নহে অসম্ভব অতি
পাপমতি ধরিলে কপট বেশ, রবে
নম্র ধীর কত ন্যায়পরায়ণ, সর্ব্ব-
গুণে অলঙ্কৃত ধর্ম্মরাজ মত। সত্য
কহি দেব, ধর্ম্মরাজ ধরিলেও হেন
বেশ, নির্ম্মল প্রকৃতি, সুযশের ডালা,
নারকী সে ঘোর পাপী। হায় নাহি জানি
ভাষায় কি আছে আর অভিধা পাপের
করিতে চিত্রিত সেই নারকী হৃদয়।

রাজা। পাগল যে তায় নাহিক সন্দেহ কোন।
তবে আছে দুষ্ট বুদ্ধি অতি। জানি আমি,
অনেক পাগল হেন কথার ছটায়
শ্রেষ্ঠ জনগণে যত করে তিরস্কার।

হেমলতা। মহারাজ ত্যজিও না ন্যায়যুক্তি তব
এ যুক্তির তরে; অসম্ভব মনে ভাবি
ত্যজিও না সুবিচার। সুবিচারে কর
প্রকাশিত অপ্রকাশ সত্য, রহে গুপ্ত
সত্যরূপ মিথ্যার ছলনে; খুলি দাও
ছলনার আবরণ।

রাজা। আছে কত জন
পাগল না বলা যায়; কিন্তু বিবেচনা-
হীন বটে।—কি কহিবে কহ ত্বরা করি।

হেমলতা। জগত নামেতে একজনে প্রাণদণ্ডে

করিল দণ্ডিত ব্যভিচার পাপ তরে
ধর্ম্মরাজ তার সুবিচারে। সহোদরা
তার আমি, সন্ন্যাসের ব্রত ধরি ছিনু
তবে এক শিবের মন্দিরে। ভাই মোর
পাঠালেন তবে তাঁর বন্ধু কোন জনে
মোর পাশে. রাধানাথ তার নাম।

রাধানাথ। আমি
বটে সেই জন মহারাজ, আমি বটে।
আমিই বলিনু যেতে প্রতিনিধি পাশে.
যদি করেন মার্জ্জনা বন্ধুরে আমার
নারীর কথায়।

হেমলতা। এই জন বটে।

রাজা। তুমি
কেন কথা কও?

রাধানাথ। নিষেধ ছিল না তার
মহারাজ।

রাজা। করিতেছি নিষেধ এখন।
তোমার নিজের যদি পড়ে কোন কথা,
সাধুতার পরিচয় দিও যত পার।

রাধানাথ। সাবধান এইবার মহারাজ।

রাজা। বল।

হেমলতা। বলেছিল এই জন প্রথম ঘটনা।

রাধানাথ। ঠিক্।

রাজা। ঠিক বা বেঠিক, তোমার কি কায তায় ?
বল তুমি।

হেমলতা। গিয়াছিনু আমি ঘোর পাপী
প্রতিনিধি পাশে—

রাজা। পাগলের মত দেখি
বল সব কথা।

হেমলতা। ক্ষম অপরাধ দেব,
তিলমাত্র নহে বৃথা।

রাজা। বলনা অযথা
কোন কথা, ঘটনাটী স্থধু শুনিবারে
চাই ; বল।

হেমলতা। করিলাম যত যুক্তি, যত
অনুনয় ধরিয়া চরণে, যত মতে
প্রতিনিধি দিলেন উত্তর, কহিলাম
আমি যত, সে সব অনেক কথা, যাক
সে সকল। প্রকৃত ঘটনা শেষ ফল
এ সবের কহি এবে—ক্লেশকর অতি,
ঘৃণা বোধ হয় মনে কহিতে সে কথা।
করিল প্রতিজ্ঞা শেষে, পাপতৃষ্ণা তার
নিবারণ তরে করিলে সতীত্ব মম
বিসর্জ্জন তায়, মুক্তি দিবে সহোদরে ;
কিম্বা ঘোর যাতনায় মারিবে তাহায়।
অনেক বিচারি মম সতীত্বের চেয়ে
ভ্রাতৃপ্রাণ ভাবিলাম মহা মূল্যবান,

স্বীকৃতা হইনু শেষে। কিন্তু পাপতৃষ্ণা
নিবারণ পরে, ভুলিয়া সকল কথা
প্রত্যুষেই পাঠাইল দণ্ডের আদেশ
অভাগা ভায়ের মোর।

রাজা। তাও কি সম্ভব ?

হেমলতা। সম্ভব! না নিঃসন্দেহ, অতি সত্য কথা।

রাজা। অল্পবুদ্ধি নারী তুমি, কি কহিছ নাহি
জান কিবা ফল তার। কুমন্ত্রণা চক্রে
পড়ি বোধ হয় কর হেন অভিযোগ।
একে একে দেখহ ভাবিয়া চারিদিক।
প্রথমতঃ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ইঁহার ;
তারপর, আপনার যদি থাকিত এ
পাপ, মুহূর্ত্তেক তরে উদিত না মনে
কভু হেনরূপে উচ্ছেদ বাসনা তার ;
আর যদি পাপী সে পাপেই, নিজ সনে
তুলনায় করিতা বিচার সুনিশ্চিত,
কখন হতনা প্রাণদণ্ড হেনরূপে
তোমার ভায়ের। কার মন্ত্রণায় এবে
কহিতেছ এ সকল কথা ? সত্য কহ
কে তোমায় দিল এ মন্ত্রণা।

হেমলতা। অবশেষে
এই কি বিচার! সাক্ষি গো দেবতাগণ
তোমরা আমার। রহিনু নীরবে আমি ;
দেখাইও তোমরা সময়ে, পাপ-কীট

ক্ষরে বাস ফুল-আবরণে, ঘোর পাপ
রহে গুপ্ত ধর্ম্ম-আচ্ছাদনে! অবিশ্বাসে
এ দুঃখিনী চলিল এখন। দেবগণ
রাখুন সতত সুখী মহারাজে!

রাজা। জানি
আমি এখন ত চাবে পলাইতে। আছে
কোন কর্ম্মচারী? লয়ে যাও কারাগারে।
দিব না প্রশ্রয় হেন নিন্দাপ্রিয় জনে;
করে নিন্দা হেনরূপে আমাদেরই কাছে!
সুনিশ্চিত কুমন্ত্রণা। জানে কোন জন
তোমার এ আগমন কথা, অভিপ্রায়
এরূপ তোমার?

হেমলতা। হায় থাকিতেন যদি
সে সন্ন্যাসী!

রাজা। সন্ন্যাসী! কে সে সন্ন্যাসী ভণ্ড?
জানে তারে কোন জন?

রাধানাথ। আমি জানি প্রভু।
আছে সে সকল কাযে, গতি সর্ব্ব ঠাঁই।
ভণ্ড চক্ষু-শূল সে আমার। ব্রাহ্মণ না
হত যদি, রাজনিন্দা করে সে যেরূপে,
প্রহারে দিতাম তার শিক্ষা সমুচিত।

রাজা। করে নিন্দা মম! ভাল ত সন্ন্যাসী তবে!
তাহারই এ কায বটে, শিখায়েছে এরে

ধর্ম্মরাজে দিতে যত মিথ্যা অপবাদ।
অন্বেষণ আবশ্যক তার।

রাধানাথ। কারাগারে
কালরাত্রে দেখিয়াছি এই ললনায়
কহিতেছে কথা সেই ব্রাহ্মণের সনে।
মূর্খ বোধবুদ্ধিহীণ, ভণ্ড, অতি হেয়।

সিদ্ধনাথ। জয় হোক মহারাজ! মিথ্যা ব্রাহ্মণের
করে নিন্দা মহারাজ পাশে। এ স্ত্রীলোক
বটে মিথ্যা করি করে যত দোষারোপ
প্রতিনিধি প্রতি। সে সকল কোন দোষ
নাহিক ইঁহার।

রাজা। আমারও বিশ্বাস তাই।
জান তুমি সে ব্রাহ্মণে, যার কথা কহে
এই নারী।

সিদ্ধনাথ। জানি আমি, কিন্তু নহে বোধ-
বুদ্ধিহীন, নহে হেয় মূর্খ সে ব্রাহ্মণ
কহে যথা এই জন। সাহসে বলিতে
পারি, তাঁর মুখ হতে নাহি বাহিরিবে
কথনই রাজনিন্দাবাদ।

রাধানাথ। মহারাজ,
করিয়াছে নানা মতে তব অপযশ।

সিদ্ধনাথ। আসিবেন তিনি অন্য কালে, প্রতিবাদ
তরে তাঁর অপবাদ হতে। অপারক
আপনি আসিতে কোন বিশেষ কারণে।

শুনি প্রতিনিধি নামে হতেছে মন্ত্রণা
হেন অভিযোগ তরে পাঠালেন মোরে
বলে যেতে এবিষয়ে সত্যাসত্য যাহা
কিছু বিদিত তাঁহার। রাজ-আজ্ঞা পেলে
তিনি দিবেন প্রমাণ তার, সত্য মিথ্যা
করিবারে স্থির। কহিলেন মোরে তিনি,
এ রমণী করে যার হেন অপবাদ
তিনি যে নির্দ্দোষ ভাল প্রমাণের তরে
কর দেব কারারুদ্ধ এরে যতক্ষণ
নাহি হয় সত্যের বিকাশ।

রাজা। ভিন্ন ক্ষণ
হে ব্রাহ্মণ, শুনিতেছি পরে সব কথা

[ প্রহরীর সহিত হেমলতার প্রস্থান এবং
ইন্দুমতীর অগ্রগমন।

হাসি পায় ধর্ম্মরাজ শুনি এ সকল।
মূর্খদের স্পর্দ্ধা কতদূর! বসি হেথা
ক্ষণ তরে, দেখা যাক কত দূর যায়।
বস মন্ত্রীবর, কর নির্দ্দোষ বিচার
তুমি নিজ অভিযোগে। চায় সুবিচার,
সুবিচার অবশ্যই হবে। সাক্ষি কি এ
এনেছ ব্রাহ্মণ? বদন-গুণ্ঠণ আগে
কর উন্মোচন, পরে কহিবে যা কথা।

ইন্দুমতী। ক্ষম মহারাজ। অবগুণ্ঠণ আমার

নাহি পারি খুলিবারে, যতক্ষণ নাহি
পাই স্বামীর আদেশ।

রাজা। বিবাহিতা তুমি?

ইন্দুমতী। না, মহারাজ।

রাজা। কুমরী কি?

ইন্দুমতী। না।

রাজা। বিধবা কি?

ইন্দুমতী। তাও নয় মহারাজ।

রাজা। কিছুই নয়; বিবাহিতাও নয়, অবিবাহিতাও নয়, বিধবাও নয়?

রাধানাথ। মহারাজ, বুঝেছি বুঝেছি। আজকাল অমন অনেক আছে, যারা কুমারীও নয়, সধবাও নয়, বিধবাও নয়।

রাজা। চুপ কর, কেন কথা কও?

রাধানাথ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

ইন্দুমতী। বলি পুনঃ প্রভু, নহি আমি বিবাহিতা,
পুনরায় কহিতেছি, কুমারীও নহি।
জানিয়াছি স্বামীরে আমার; কিন্তু স্বামী
মোরে না জানেন আজ; নাহি মনে হয়
কখন যে মোর সনে ছিল পরিচয়।

রাধানাথ। তবে এর স্বামী বোধ হয় মাতাল টাতাল হবে, এ ভিন্ন আর কি হতে পারে?

রাজা। অনুরোধ তিষ্ঠ নীরবেতে ক্ষণতরে।

রাধানাথ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। ধর্ম্মরাজ প্রতিকূলে কি বলিতে চাও?

ইন্দুমতী। তাই বলিতেছি নরনাথ। সে রমণী
করিল যে এত অপযশ, করিল সে
আমারই স্বামীর নিন্দা। কহিল এখন
যথা হেমলতা, আমি সেই নারী ছিনু
বদ্ধ হয়ে তার ভুজলতা-পাশে ঘোর
প্রেমের উদ্বেগে তার।

ধর্ম্মরাজ। কহ কি আমার
কথা, কিম্বা অন্য কার?

ইন্দুমতী। কি জানি।

রাজা। জাননা!
কহিলে যে স্বামী তব!

ইন্দুমতী। সত্য, স্বামী মম
ধর্ম্মরাজ। হয় ত ভাবেন মনে, কভু
নাহি দেখেছেন মোরে। কিন্তু পরিচিত
ভাল মত হেমলতা সনে—আহা, সে যে
পরমা সুন্দরী, আমি কুরূপা অভাগী!

ধর্ম্মরাজ। আশ্চর্য্য! অবগুণ্ঠন কর উন্মোচন।

ইন্দুমতী। স্বামীর আদেশ খুলিলাম আবরণ।
এই সে বয়ান, হে নিঠুর ধর্ম্মরাজ,
দেখেছিলে যায় শত শত নিষ্কলঙ্ক
চাঁদ একদিন। এই সেই ভুজলতা
কোমল সুন্দর, রাখিতে বাঁধিয়া যত্নে
হৃদয়ে তোমার নিজ ভুজপাশে। পড়ে

মনে এ দাসীরে নাথ? এই সেই নারী,
হেমলতা ভ্রমে যার কাননে তোমার
করেছিলে আদরেতে প্রেমসম্ভাষণ।

রাজা। জান এরে মন্ত্রী তুমি?

রাধানাথ। বড় গোলমেলে কথা মহারাজ।

রাজা। কোন কথা নয়।

ধর্ম্মরাজ। যে আজ্ঞে মহরাজ।

ধর্ম্মরাজ। পড়ে মনে নরমণি, বহুদিন হল
হয়েছিল বটে বিবাহের কথা এর
সনে। কিন্তু হল না বিবাহ। দৈববশে
হল অতি হীনাবস্থা এর নহে তাই
সমকক্ষ মোর। আর প্রধান কারণ,
পাপপথে হল মতি গতি। তার পর
আর কিছু জানিনা ইহার, দেখা নাই,
শুনি নাই আর কভু কোন কথা এর।

ইন্দুমতী। দিন যথা রহে বাঁধা দিনমণি সনে,
পবনের সনে যথা বাঁধা গীতবাণী,
জ্ঞান যথা বাঁধা সত্যে, সত্য ধর্ম্মপাশে,
তেমতি দাসীও বাঁধা ধর্ম্মরাজ পাশে।
সেই ধর্ম্মে সাক্ষি করি স্বামী ধর্ম্মরাজ
মধুমাখা গীতস্বরে করেছিল কত
প্রতিশ্রুতি। সাক্ষি তার সেই দিন, সেই
দিনমণি, সাক্ষি সে পবন তার। আর
নরনাথ, এই দুই দিন হল মাত্র

উদ্যানে তাহার হয়েছিল দরশন,
স্ত্রী বলিয়া দুঃখিনীরে চিনেছিলা তবে।

ধর্ম্মরাজ। হাস্য সম্বরণ আর না পারি করিতে।
উচিৎ বিচার বটে যোগ্য ইহাদের।
ধৈর্য্যও না রহে স্থির। দেখিতেছি, এই
দুষ্টা নারী দোঁহে হবে ক্রীড়নক কোন
দুষ্ট জন করে। তাহাদেরই মন্ত্রণায়
করে নিন্দা মম। অনুমতি দেহ দেব
দেখি কি ব্যপার!

রাজা। অন্তরের হতে আমি
দিনু অনুমতি; ইচ্ছামত দেহ শাস্তি
যদি অপরাধী।
নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ, তুমি দুষ্টা নারী, অতি
দুষ্টা সে রমণী রুদ্ধা কারাগারে; মনে
কি ভেবেছ, কথার ছটায়, করি দিবা
কোটী কোটী যত দেবতার নামে হবে
বিশ্বাসী সবার? ডুবাইবে অপযশে
জগৎ ব্যাপিয়া যায় আছয়ে সুযশ?
বন্ধু সুদর্শন, বস ধর্ম্মরাজ সনে,
করহ বিচার দোঁহে যথামত, দেখ
ভাল করি কোথা হতে রটে অপবাদ।
দেখ, কে ব্রাহ্মণ দিল হেন কুমন্ত্রণা।
দূত কেহ যাক তার তরে।

সদ্ধনাথ। থাকিত সে

যদি, ভাল হত মহারাজ। সেই বটে
ইহাদেরে দেছে কুমন্ত্রণা। কারারক্ষ
তব জানে তার কোথায় নিবাস। তারে
পাঠাইলে আনি দিবে শীঘ্র সে ব্রাহ্মণে।

রাজা। এখনই যাও।

[ কারারক্ষকের প্রস্থান।

জানি, নির্ম্মল চরিত্র
তব, সদা সত্য রত ; করহ বিচার
রত যবে অনিষ্ট সাধনে তব ; দেহ
শিক্ষা যথোচিত, যেরূপ শাসনে ভাল
কর বিবেচনা। ক্ষণতরে আমি রহি
অন্তরালে। ছেড়নাক কোন মতে এই
দুষ্টগণে, যতক্ষণ না হয় বিচার
দোষগুণ সবাকার।

সুদর্শন। যথা সাধ্য আছে
আমাদের, ভাল মত দেখিব সকলি।

[ রাজার প্রস্থান।

রাধানাথ, তুমিই না বলেছিলে, তুমি সেই সন্ন্যাসীকে চেন, আর সে বড় অসৎ লোক ?

রাধানাথ। আজ্ঞে সুধু জটাজুট ধরলেই ত আর সৎ হয় না, সন্ন্যাসীও হয় না। ঠাকুরের সতের মধ্যে ত কেবল জটা, তার আর কোন লক্ষণ ত দেখ্‌তে পাই না। আর মহারাজের যে রকম নিন্দা করে, সে আর দুকাণে শোনা যায় না।

সুদর্শন। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। সে এলে পর এ সমস্ত কথা বলবে। অতি বদলোক তা হলে ত সেই সন্ন্যাসী?

রাধানাথ। তার জোড়া মেলা ভার।

সুদর্শন। আর একবার সেই হেমলতাকে ডেকে আন আমি তাকে কিছু বলে দেখি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

দেখ কেমন তাকে ঘুরিয়ে এনে ফেলি।

রাধানাথ। আজ্ঞে ভবি ভোলবার নয়। নিজের ভোল ফেরাবে না।

সুদর্শন। ফেরাবে না?

রাধানাথ। যদি তাকে নির্জ্জনে নিয়ে কোন রকমে ঘুরিয়ে আন্‌তে পারেন, তা হলে বরং ফেরাতে পারে। এত লোকের মাঝে আর কি ফেরে।

সুদর্শন। আমি অন্ধকারে ঠিক লক্ষ্য ভেদ করব!

রাধানাথ। তা হতে পারে মহারাজ! স্ত্রীলোক আঁধারের মাণিক। আঁধারে আঁধারে এ লক্ষ্য ঠিক ভেদ হবে।

[হেমলতা ও রাজকর্ম্মচারীগণ ছদ্মবেশে রাজা এবং কারারক্ষকের প্রবেশ।

সুদর্শন। (হেমলতার প্রতি) তুমি যা বলে গেছ, এ স্ত্রী-লোকটি তার সকলই অস্বীকার করছে।

রাধানাথ। মহারাজ, এই সেই বদমাইশ, কারারক্ষকের সঙ্গে।

সুদর্শন। আমরা না বল্লে কোন কথা কহিবে না।

রাধানাথ। যে আজ্ঞে, আমি চুপ করে রইলেম।

সুদর্শন। আপনি কি এই স্ত্রীলোকদের রাজ-প্রতিনিধির নামে অপবাদ রটাতে মন্ত্রণা দিয়াছেন? এরা ত তাই বলে।

রাজা। মিথ্যা কথা।

সুদর্শন। জানেন কোথায় এসেছেন?

রাজা। দেবতা স্বরূপ রাজা, রাজভক্তি ধর্ম্ম
আমাদের। কিন্তু দেখি এ সংসারে, পাপ
কভু পূজ্য হয় বসি রত্নাসনে। কোথা
মহারাজ, তাঁর কাছে কব সব কথা!

সুদর্শন। আমাদেরই মাঝে আছেন নৃপতি। কহ
আমাদেরই কাছে কথা যা তোমার; কহ
সত্য কথা।

রাজা। সত্য কব সাহসের ভরে।
তোমরা নির্ব্বোধ অতি অভাগিনী দোঁহে
ভক্ষ্য হয়ে আসিয়াছ ভক্ষকের কাছে!
ছাড় সুবিচার আশা। গেছেন নৃপতি,
গিয়াছে তাঁহার সনে আশা তোমাদের।
অন্যায় রাজার, করিলেন অবহেলা
হেন অভিযোগে! পাপী নারকীর করে
দেছেন বিচার ভার, যাহার বিরুদ্ধে
এবে কর আবেদন!

রাধানাথ। এই দুষ্ট মতি,
এরূই কথা কহেছিনু।

সুদর্শন। কথায় তোমার

সুধু যথেষ্ট প্রমাণ, বিদ্রোহী সন্ন্যাসী
তুমি দুষ্টমতি অতি। নিশ্চয় তুমিই
দিয়াছ মন্ত্রণা, দিতে অপবাদ হেন
রূপে ধর্ম্মরাজে. নির্ম্মল চরিত্র তাঁর।
তাঁরই পাশে কহ হেন কর্কশ ভাষায়
পাপী নারকী তাঁহারে! তাহে তৃপ্ত নয়,
তাঁরে ছাড়ি পুনঃ পড়িলে রাজারে লয়ে!
অবিচারি তিনি! যাও লয়ে কারাগারে।
গ্রন্থি হতে প্রতি গ্রন্থি করিলে পৃথক
তবে যদি কহে সত্য ভণ্ড এ সন্ন্যাসী।
নিজ মুখে প্রকাশিবে উদ্দেশ্য তোমার।
অবিচারি রাজা!

রাজা। কেন প্রভু এত রুষ্ট?

নিজ গ্রন্থি রাজা যদি পারেন টুটিতে,
করিবেন স্পর্শ তবে নখাগ্র আমার।
নহি আমি প্রজা তাঁর, তাঁর রাজ্যবাসী,
ব্রাজক সন্ন্যাসী মাত্র। এসেছিনু সুধু
দেখিবারে এ নগর, দেখিলাম ভাল।
আছে বটে বহু রাজবিধি; পাপকুণ্ড
জ্বলিছে সতত ঘোর প্রশ্রয় অনলে,
উথলিল এবে। দগ্ধপ্রায় তার তাপে
বদন মণ্ডল আছেন বসিয়া কিবা
কিম্ভূত আকার শ্রেষ্ঠী যিনি নগরের।

সুদর্শন। রাজনিন্দা! লয়ে যাও কারাগারে এরে।

ধর্ম্মরাজ। রাধানাথ, এর বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে? এরই বিষয় বল্‌ছিলে ত?

রাধানাথ। হাঁ মহারাজ, এই সেই লোক। জটাধারী ব্রাহ্মণ-ঠাকুর, আমায় চিন্‌তে পারেন কি?

রাজা। তোমার কণ্ঠস্বর কি আর ভুলা যায়। তোমাকেইত কারাগারে দেখেছিলাম। খুব [illegible] পারি।

রাধানাথ। পারেন তা হলে? মহারাজের বিষয় [illegible] বলা হয়েছিল, ঠাকুরের সে সব কি স্মরণ আছে?

রাজা। বিলক্ষণ আছে।

রাধানাথ। আছে? রাজা নাকি একটা ঝাড়ুওয়ালা, বড় নির্ব্বোধ, ভীরু, অতি হেয়? মনে পড়ে কি?

রাজা। এ সব কথা বলবার আগে দেহটার বদল করা উচিৎ ছিল না? এ সব তুমিই না বলেছিলে? সুধু এই আরও ঢের বেশী যে।

রাধানাথ। ভণ্ড ব্রাহ্মণ, যে শিক্ষটা দিয়েছিলেম, সে সব কিছু কি মনে নাই?

রাজা। আমি বলচি, আপনার জীবনের তুল্যই আমি মহারাজকে ভালবাসি।

রাধানাথ। এখন কিসে গুড়াল দেখচেন?

সুদর্শন। এরকম লোকের সঙ্গে কথা কহাই উচিৎ নয়। যাও একে কারাগারে লয়ে যাও; বিশেষ রকমে বদ্ধ করে রেখ। আর ওর সঙ্গে কথার আ[illegible]

নাই। ও স্ত্রীলোকদেরও লয়ে যাও। আর ও
ভণ্ড সন্ন্যাসীটাকেও ছেড় না।

রাজা। ( কারারক্ষকের প্রতি )
দাঁড়াও একটু অপেক্ষা কর।

ধর্ম্মরাজ। কি বল প্রকাশ? রাধানাথ ধর ওকে।

রাধানাথ। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ধর্ম্ম বটে, তা বলে ভণ্ড
ব্রাহ্মণের প্রতি নয়। রাজআজ্ঞা পালনও এক
প্রধান ধর্ম্ম। ঠাকুর, আসুন আসুন; অগচ্ছ
কৈলাশশিখরং।

ভোলা মহেশ্বর জটাজুটধারী,
বিষকুম্ভকণ্ঠ ভণ্ড ভিখারী,
প্রেমে ঢল আঁখি ওহে বনচারী,
এহি এহি তব শ্বশুরস্য পুরী।

আর ভণ্ডামি কেন ঠাকুর?

প্রকাশ্য বদনং
লুকাইয়া লাঙ্গুলং
প্রকাশয় প্রকাশয় নিজ মূর্ত্তিং।

মহারাজ জটা দেখছেন।

এইবার মস্তক মুণ্ডনং—

[ জটা ও গাত্রবস্ত্র টানিয়া লওয়াতে
রাজবেশের প্রকাশ।

রাজা। ঘোর পাপী তুমি হেরি এ রাজ্যেতে মোর।
মোর আজ্ঞা কারারক্ষ ছাড় এ সকলে!

[ রাধানাথের প্রতি

ছিছি সাধু উচিৎ কি হেন পলায়ন?
ভণ্ড সন্ন্যাসীর আরও কিছু আছে কথা
কহিবে তোমায়। কারারক্ষ ধর এরে।

রাধানাথ। প্রাণদণ্ড চেয়ে অধিক এ অপমান।

রাজা। (সুদর্শনের প্রতি)
করিলাম ক্ষমাদান যা কহেছ মোরে;
কর তব আসন গ্রহণ। ধর্ম্মরাজ
নহে যোগ্য আর হেন আসনের। আছে
কোন যুক্তি, কোন তর্ক, কোন কথা আর,
নিজ সাধুতার দিতে পরিচয়? রহে
যদি, শুন প্রথমতঃ আমার যে কথা;
করিও না বৃথা যুক্তি।

ধর্ম্মরাজ। সমদৃষ্টি সর্ব্ব
জনে তব নরনাথ। আরও পাপী আমি,
এখনও যদি লুকাইতে চাই ঘোর
পাপ মোর। সর্ব্বসাক্ষি ভগবান সম
দেখিলে আমার যত পাপ আচরণ।
ভিক্ষা এবে তব পদে, বিচারের তরে
রাখিও না মোরে আর এ জন সমাজে
হেয় আমি অতি; স্বীকার করিনু দোষ,
তাহাই বিচার মোর; আদেশ এখনি
কারারক্ষে দেব, হোক প্রাণদণ্ড মোর,
কিম্বা যাই কারাগারে কর কৃপা দাসে।

রাজা। এস হেথা ইন্দুমতি। কখন কি তুমি

হয়েছিলে প্রতিশ্রুত করিতে বিবাহ
এরে ?

ধর্ম্মরাজ। হয়েছিনু মহারাজ।

রাজা। যাও ত্বরা,
এই দণ্ডে করিবে বিবাহ এরে। তব
কার্য্য করহ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রীয় আচারে
এ বিবাহ কর সম্পাদিত ; স্ত্রী-আচার
পরে হবে। কার্য্য পরে এস সবে ফিরি।
যাও কারারক্ষ তুমি লয়ে ধর্ম্মরাজে।

[ ধর্ম্মরাজ, ইন্দুমতী সিদ্ধনাথ এবং
কারারক্ষকের প্রস্থান।

সুদর্শন। মহারাজ, আশ্চর্য্য এ সব বটে। কিন্তু
হতবুদ্ধি আমি হেরি ধর্ম্মরাজে হেন
পাপ আচরণ।

রাজা। আশ্চর্য্য এ কথা বটে।
কিন্তু গৃহে গৃহে ফিরি যাহা দেখিলাম,
হৃদয় শিহরে শুধু করিতে স্মরণ।
প্রতি গৃহে এইরূপ সদা চতুরতা,
প্রতি গৃহ ভয়ানক ব্যভিচার স্থল।
যুবতী জানেনা স্বামী উপাস্য দেবতা,
যুবক চাহে না আর বিবাহ-বন্ধন ;
ষড়রিপু রঙ্গভূমি এ রাজ্য আমার।
অনেক বিচার পরে করিয়াছি স্থির—
যুবতীর স্বেচ্ছাচার আছে যতদিন,

ধ্যান-জ্ঞান হাব ভাব বিলাস বিভ্রম,
পাপ প্রলোভন যত পাপ উপাসনা ;
যতদিন যুবকের স্বাধীন বিহার
নাহি জানে মদমত্ত ধর্ম্ম গৃহস্থের,
ততদিন অনিবার্য্য ব্যভিচার পাপ।
উপায় তাহার এক বাল্যেতে বিবাহ।
বাল্য প্রীতি বাল্য ভালবাসা কে না জানে
চিরস্থায়ী, মরণেও ভুলিবার নয়।
দম্পতির বাল্যপ্রীতি বন্ধন যদ্যপি,
মৃত্যুও পরাস্ত হয় করিতে বিচ্ছেদ।
মিত্র সুদর্শন, দেখেছ কি এ রাজ্যের
এ হেন দুর্গতি ? দেখ ভাল করি তবে ;
যাহা বলিলাম বিশেষ করিয়া সবে
করিও বিচার উপায় করিতে স্থির।
বয়োবৃদ্ধ সুপণ্ডিত পাত্র মিত্র মোর,
তবু কেন এ রাজ্যেতে ধর্ম্ম পায় লোপ ?
এস হেথা হেমলতা
রাজা এবে সন্ন্যাসী তোমার। রত তব
কার্য্যে ছিলাম যেরূপ, শুভাকাঙ্ক্ষী তব,
এখনও সেইরূপ আমি। বেশমাত্র
ভিন্ন মোর এবে।

হেমলতা। ক্ষম অপরাধ মম
নরনাথ। না জানিয়া, অতি তুচ্ছ নারী,
দিয়াছি কতই ক্লেশ তোমা নয়মণি।

রাজা। করিলাম ক্ষমাদান। তুমিও ভেবনা
মোরে অন্তমত হেমলতা। সেই আমি,
কও কথা সেইমত অসঙ্কোচে তুমি।
জানি আমি ভাল, বাজিয়াছে শেলসম
হৃদয়ে তোমার তোমার ভায়ের মৃত্যু।
বলিতেও পার, কেন আমি হেনরূপে
ধরি ছদ্মবেশ, বৃথা করেছিনু যত্ন
এত তার রক্ষা তরে, নিজবেশ ধরি
এক কথায় আমার স্বধু পারিতাম
অনায়াসে বাঁচাতে তাহায়। ভাবি নাই
হেমলতা, এত শীঘ্র হেন গুপ্তভাবে
হবে দণ্ড তার। সকলই বিফল তাই।
হায় করিলাম কতই মন্ত্রণা মনে মনে!
তারই তরে আমি এবে ক্ষমাপ্রার্থী তব।
ঈশ্বর করুন সুখী তব সহোদরে!
পাইয়াছে হের কিবা সুখের জীবন,
নাহি মৃত্যুভয়, মৃত্যুরেও করিয়াছে
জয়! দেখ দেখি, কত সুখী ভাই তব!
কেন বৃথা কাঁদ তবে? কর শান্ত মন।

হেমলতা। দিয়াছি সান্ত্বনা মনে সেইদিন হতে
নরমণি।

[ ধর্ম্মরাজ, ইন্দুমতী, সিদ্ধনাথ এবং
কারারক্ষকের পুনঃ প্রবেশ।

রাজা। এই যে আসিছে এবে নব
বিবাহিত, বলিল অযথা কত কথা
সাধ্বী নারী তুমি। ইন্দুমতী প্রিয় তব,
তার অনুরোধে পার করিতে মার্জ্জনা।
কিন্তু এযে করিল দণ্ডিত প্রাণদণ্ডে
ভায়েরে তোমার, নিজে সেই দণ্ড যোগ্য,
দুই পাপে পাপী তায়, এক প্রতারণা,
অন্য সতীত্ব বিনাশ চেষ্টা, যে সতীত্ব
কণ্ঠরত্ন রমণীর, পূজ্য জগতের,
গৌরবের ধন প্রতি মানবের। তাই
করুণার সুবিচারে রাজবিধিমতে
কহেছিল যথা নিজমুখে প্রতিনিধি,
সেইমত এই দুই অপরাধ তরে
কহে এবে রাজবিধি সরল ভাষায়;
যেমন করম তার তেমনই ফল
বিষপানে আয়ু আর পাবে কোথা বল।
অপূর্ব্ব বিচার তব অপূর্ব্ব বিচার,
অপূর্ব্ব-চিন্তিত ফল ভুঞ্জহ তার।
যাও সেথা, জগতের রক্তস্রোত যথা
গগণ ভেদিয়া গায় সুকীর্ত্তি তোমার;
যাও তথা সেই মহা বিচারের তরে,
যাও তথা সেইমত ত্বরিত গমনে।
লয়ে যাও লয়ে যাও এরে কারারক্ষ।

ইন্দুমতী। দয়ার সাগর তুমি নরনাথ! কেন

এ ছলনা মোরে? এত যদি ছিল মনে,
কেন তবে দিলে যত্নে স্বামীরত্ন মোর?

রাজা। তব স্বামীই তোমায় করেছে ছলনা।
দেখাবারে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তোমার,
পবিত্র নির্ম্মল হেন, এ বিবাহ তব।
নতুবা ভাবিয়া দেখ দূষিত তোমায়
কত জন কতরূপে। স্বামীর সম্পত্তি
যত সকলি তোমার। বিধবা যদিও,
এতেক ঐশ্বর্য্য যদি কিবা ক্লেশ তবে?
স্বামীভক্তি চাও যদি দেখাতে জগতে,
হৃদয়ে আঁকিয়া রাখ স্বামীর মূরতী।
ধর্ম্মকার্য্যে রত হয়ে যাপহ জীবন,
মনে রাখি স্বামী তব ছিল ধর্ম্মপ্রিয়।

ইন্দুমতী। নাহি চাহি ঐশ্বর্য্য সম্পদ নরনাথ,
নাহি চাহি স্বামী ভক্তি দেখাতে জগতে।
রমণীর স্বামী ধর্ম্ম স্বামীই দেবতা,
স্বামী বিনা অন্য কিছু নাহিক বাসনা।

রাজা। ত্যজ তবে সকল বাসনা; প্রতিজ্ঞা ত
টলিবার নয়।

ইন্দুমতী। কৃপা কর নরনাথ—

রাজা। বৃথা চেষ্টা তব। যাও শীঘ্র লয়ে ওরে।
(রাধানাথের প্রতি)
এখন তোমায় বলি—

ইন্দুমতী। কৃপা কর মহারাজ! হেমলতা, তুমি

বোন চাহ ভিক্ষা মম স্বামীর জীবন.
আজীবন বাঁধা রব তোমার নিকটে।

রাজা। কেমনে ইহারে কর হেন অনুরোধ?
হেমলতা. তুমি যদি রাখ অনুরোধ,
প্রেত আত্মা আসি জেন ভায়ের তোমার
ভয়ানক প্রতিশোধ লবে সুনিশ্চিত।

ইন্দুমতী। হেমলতা, বোন, নিজ সহোদরা মত
আমি ভালবাসি তোমা। করি যোড় কর
বস সুধু রাজপদতলে ; কহিও না
কোন কথা তুমি ; আমিই বলিব মম
হৃদয়ের কথা। কহে সবে, পরীক্ষায়
পড়ি নর হয় সাধু জন ; পাপপঙ্কে
পড়ে যদি সাধু জন কভু, সংশোধনে
হয় সাধু পুনঃ ; সেইমত স্বামী মম।
হেমলতা রাখিলে না অনুরোধ মোর?

রাজা। জগতেরই মৃত্যু তবে দিমু দণ্ড এর।

হেমলতা। কৃপা কর মহারাজ, (পদতলে)
কৃপাদৃষ্টি আজ
কর নরনাথ। করহ মার্জ্জনা যদি
করিতে মার্জ্জনা থাকিলে জীবিত আজ
সহোদর মম। দিয়াছিল যবে তার
দণ্ডের আদেশ, ছিল নিষ্কলঙ্ক তবে
হৃদয় তাহার ; ছিল নিষ্কলঙ্ক নাহি
দেখেছিল যতক্ষণ মোরে। সে আদেশও

সুবিচারে বটে, যে দোষেতে অপরাধী
ভাই মোর! আর তার পাপমতি তরে,
দণ্ডাদেশ পরে হয় মন্দমতি তার।
করহ মার্জ্জনা তায়! চিন্তাত ধর্ত্তব্য
নয়, চিন্তা কতরূপ উপজয় মনে;
সেইরূপ চিন্তামাত্র হেন মতি তার।

ইন্দুমতী। চিন্তামাত্র নরনাথ।

রাজা। যাই হোক, নাহি
কোন ফলোদয় তব অনুরোধে। আর
এক কথা পড়ে মনে মোর। কারারক্ষ,
কেন হেন অসময়ে হল প্রাণদণ্ড
জগতের, অবসান না হতে রজনী?

কারারক্ষক। আদেশ আমায় হেন।

রাজা। সে আদেশ কহ
রাজবিধি অনুযায়ী?

কারারক্ষক। গুপ্তপত্রে প্রভু
পাইলাম নিশাকালে

রাজা। যাও কর্ম্ম ত্যজি,
অতীব অযোগ্য হেরি তুমি এ কার্য্যের।

কারারক্ষক। অপরাধ করহ মার্জ্জনা নরনাথ।
অক্ষম বুঝিতে পূর্ব্বে, বুঝিলাম পরে
লভি বহু উপদেশ। প্রমাণ তাহার,
করিয়াছি রক্ষা আর এক জনে, ছিল

আজ্ঞা সে পত্রেই দণ্ডিতে তাহার প্রাণ
দণ্ডে।

রাজা। কে সে?

কারারক্ষক। নাম তার শ্রীনন্দদুলাল।

রাজা। যদি জগতেও রাখিতে জীবিত!—যাও
লয়ে এস দেখি তায়।

[ কারারক্ষকের প্রস্থান।

সুদর্শন। দুঃখের বিষয় মহাশয়, এত জ্ঞানী
এত যে বিদ্বান এ পর্য্যন্ত, হেনরূপে
পড়িল সে পাপপঙ্ক মাঝে, যৌবনের
মদে মত্ত! হায় হারাইল হেনরূপে
জ্ঞান বিবেচনা!

ধর্ম্মরাজ। হেয় তাই ভাবি মোরে,
হইলাম সকলের দুঃখের কারণ;
তাই অনুতপ্ত আজ হৃদয় আমার।
ক্ষমা চেয়ে মৃত্যু ভাবি শ্রেয়স্কর মোর;
মৃত্যুই এখন এক বাসনা আমার।

[শ্রীনন্দদুলাল, আবৃতবদন জগত
এবং সরোজার সহিত কারারক্ষকের প্রবেশ।

রাজা। কে নন্দদুলাল?

কারারক্ষক। এই লোক মহারাজ।

রাজা। ব্রাহ্মণ জনৈক বলেছিল তব কথা।
প্রস্তর বিশেষ শুনি হৃদয় তোমার,
আপন আহার বিনা নাহি চিন্তা আর,

নাহি কোন ভয় জীবন বা পরকাল
তরে। প্রাণদণ্ড যোগ্য তুমি দোষী যেই
দোষে। কিন্তু করিলাম ক্ষমাদান তোমা।
হবে সদা আয়োজনে রত পরকাল
তরে! সঁপিলাম তব করে সিদ্ধনাথ;
সদা ধর্ম্ম উপদেশ দিবে এইজনে।
কে এ? কি হেতু এ আবরণ?

কারারক্ষক। অন্য আর
কারারুদ্ধ জন। পাইনু আদেশ এরও
করিবারে প্রাণদণ্ড জগতের সনে।
রেখেছিনু লুকাইয়ে; দেখিতে সর্ব্বাংশে
ঠিক জগতের মত।

রাজা। (হেমলতার প্রতি) দেখিতে সর্ব্বাংশে
যদি জগতের মত, তার অনুরোধে
করিলাম ক্ষমা এরে। রাখ এবে মম
অনুরোধ, বল মোরে আমারই হবে!
ধর্ম্মরাজ, দেখিতেছ নিরাপদ তুমি।
আশার আলোক পাইছে প্রকাশ হেরি
নয়নে তোমার। করিলাম ধর্ম্মরাজ
মার্জ্জনা তোমায়। ভাল বেস, যত্নে রেখ
বাঁধিলে যাহায় আজ বিবাহ বন্ধনে,
সতি সাধ্বী নারী। একে একে সকলেই
করিনু মার্জ্জনা; কিন্তু আছে কোন জন
তাহারে ত কোন মতে পারি না ছাড়িতে।

(রাধানাথের প্রতি)

জানিতে আমারে তুমি অতি মূর্খ ভীরু,
গর্দ্দভ পাগল মাত্র, সদা পানরত,
মকার আকার মম। কিন্তু বল দেখি,
কেমনে জানিলে তুমি এত গুণ মোর?

রাধানাথ। মহারাজ, আমি তখন জানতেম না। ওসব
সব তামাসাচ্ছলে বলেছিলেম। যা হোক দোষ
করেছি, ইচ্ছা কর্‌লে প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন।
কিন্তু অনুগ্রহ করে দুই চার ঘা বেত্রাঘাত দিয়েই
সব যেতে দিন!

রাজা। অগ্রে বেত্রাঘাত, প্রাণদণ্ড পরে তার।
কারারক্ষ, করহ প্রচার নগরের
চারিদিকে, কোন নারী কলঙ্কিনী যদি
এই দুষ্টমতি তরে, হবে সে প্রকাশ
করিতে বিবাহ এরে রীতি অনুমত।
নিজমুখে বলিয়াছে, আছে কোন নারী
পুত্রবতী ইহার পরশে। বিবাহের
পরে বেত্রাঘাত, প্রাণদণ্ড পরে তার।

রাধানাথ। মহারাজ, এ অমঙ্গল কার্য্য করাবেন না, একটা
বেশ্যার সঙ্গে আমার শুভ বিবাহ ঘটাবেন না।
কৃপা করুন, আমি কায়স্থ কুলীন সন্তান, ঘোষ
কুলীন, মুন্সী; একেবারে পতিত হব মহারাজ!

রাজা। আমার আদেশ করিবে বিবাহ তারে।
অন্য যত অপরাধ করিনু মার্জ্জনা।

অন্য দণ্ড আর কিছু হবে না তোমার।
যাও লয়ে কারাগারে, দেখো যথামত
বিবাহ ইহার যেন হয় সম্পাদিত।

রাধানাথ। এর চেয়ে মহারাজ আমাকে মেরে ফেলুন, বেত্রাঘাত করুন, প্রাণদণ্ড দিন।

রাজা। মিথ্যা নিন্দা করিয়াছ, যোগ্য শাস্তি তার।

[ কর্ম্মচারীগণের রাধানাথকে লইয়া প্রস্থান।

জগৎ,
সেই সহোদরা দিলা প্রাণদান; কিন্তু
তুমি ঘোর পাপী তার কাছে। ইন্দুমতি
আনন্দের দিন আজ তব। ধর্ম্মরাজ,
শিখিলেত ভালমত আপন জীবনে,
কর্ম্মক্ষেত্রে ষড়রিপু ভ্রমে প্রতিপদে
পাপপথে ভুলাবারে নরে। কর্ম্মযোগ
এ ক্ষেত্রেতে উন্নতির পথ। কর্ম্মসনে
জ্ঞান কার্য্যকরী; কর্ম্ম বিনা নিষ্ফল সে
জ্ঞানের সাধনা। সংসারের মায়ামাঝে
রহি নিশি দিন কর্ম্মজ্ঞান কর সার।
ভগবানে ফলাফল করি সমর্পণ,
এ সংসারে কর কার্য্য জ্ঞানের আলোকে;
দারাপুত্রপ্রজাকুলে করহ পালন।
শিখিও সে ভালবাসা ভালবেসে এরে
তোমারে যে পূজিয়াছে শত অশ্রুধারে।

ইন্দুমতী নিষ্কলঙ্ক সতী মূর্ত্তিমতী।
বন্ধু সুদর্শন, ধন্য ধন্য সাধু তুমি।
ধন্যবাদ চেয়ে আরও প্রীতিকর তব
আছে পুরস্কার। ধন্য তোমা কারারক্ষ,
হেন যত্নে ধীর ভাবে করেছ পালন
আজ্ঞা মম। অন্য যোগ্যতর পদ তব
পুরস্কার। ধর্ম্মরাজ, ক্ষমা কর এরে,
রোগহস্তে গতপ্রাণ অপরের শির
দেখাইল করিয়া জগতে রক্ষা। হেন
অপরাধই মার্জ্জনার যথেষ্ট কারণ।
হেমলতা,
হৃদয়ের অনুরোধ তোমায় আমার,
সম্মতি প্রদানে যদি রাখ অনুরোধ,
হব দোঁহে এক প্রাণে অভিন্ন হৃদয়ে
চলহ প্রাসাদে, অন্য আর কথা যত,
কহিব তথায় তোমাদের সকলেরে।

যবনিকা পতন।